পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 93 Tuesday, 4 March, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৯৩ সংখ্যা ✻ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার, ৪ মার্চ ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

'লাল ফিতের জট' কাটাতে তৎপর
'কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত নয়' শিল্প বৈঠক থেকে কড়া বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর সোমবার প্রথমবার নবান্নে শিল্প বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে জোর দেওয়ার কথাই বললেন তিনি। 'লাল ফিতের জট' কাটাতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী বললেন, যে ফাইল আটকে রয়েছে, তা কেন আটকেছে, দ্রুত তা খতিয়ে দেখে সেই সংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তি করতে হবে। সাফ জানালেন, কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন বহু শিল্পপতি বাংলায় লগ্নির ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তারপর সোমবার বিকেলে শিল্প বৈঠক করলেন তিনি। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী স্টেট লেভেল সিনার্জি কমিটি তৈরির কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন, প্রতি ৪ সপ্তাহ পর বৈঠক করবে এই কমিটি। দীর্ঘদিন ধরেই বহু ফাইল আটকে রয়েছে। যে কারণে আটকে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। সেই সমস্যা সমাধানে আধিকারিকদের তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভালো করে ফাইল স্টাডি করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের রাস্তাও বাতলে দিলেন তিনি। তাঁর কথায়, গড়িমসির জন্য বাংলার ভবিষ্য যেন বিপন্ন না হয়। অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন কারণে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কেউ টাকা চাইলে সরাসরি অভিযোগ করুন। সরকারি কাজের জন্য কারও থেকে টাকা নেওয়া অপরাধ। জেলায় জেলায় কো অর্ডিনেশন কমিটি তৈরির করার কথাও বলেন তিনি। বহুতল তৈরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বসতি উচ্ছেদ হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, বসতি ফাঁকা করে বিল্ডিং নয়। এর জন্য ফাঁকা জমি ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন তিনি।

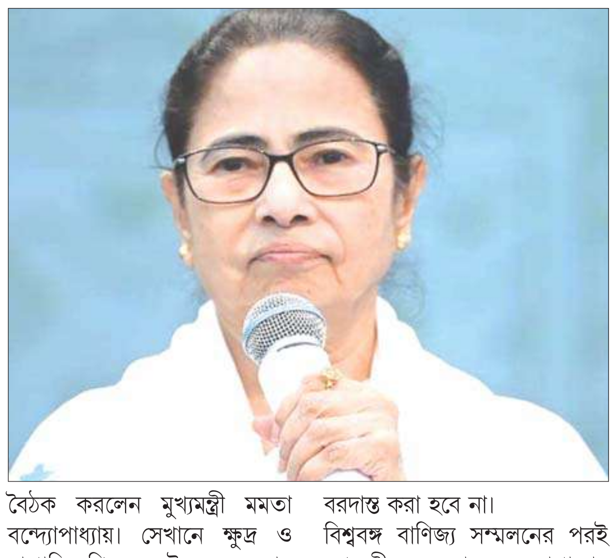

ভারত-বেলজিয়ামের সুদৃঢ় সম্পর্ক ঃ এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃ ভারত ও বেলজিয়াম সুদৃ। ও স্থিতিশীল সম্পর্ক ভাগ করে নেয়। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে ভাল ও স্থিতিশীল সম্পর্ক রয়েছে। ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার দিল্লিতে বেলজিয়ামের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভোটের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে বেলজিয়ামের সঙ্গে ভারতের ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন জয়শঙ্কর। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই বৈঠকে সেমিকন্ডাক্টর, এআই এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির ক্ষেত্রেও আলোচনা হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক গাড়ির চালকদের বেতন বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের চুক্তিভিত্তিক গাড়ির চালকদের বেতন বাড়ল। নিয়োগের সময় তারা ১৬ হাজার টাকা করে বেতন পাবেন। ৫ বছর কাজ করার পর বেতন হবে ২০ হাজার টাকা। ১০ বছর তা বেড়ে হবে ২৫ হাজার টাকা। ১৫ বছর পর তাঁরা পাবেন ৩১ হাজার টাকা। ২০ বছর অতিক্রান্ত হলে তাঁদের বেতন বেড়ে দাঁড়াবে ৩৮ হাজার টাকা। ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এই বেতনক্রম চালু থাকবে। এই বেতনক্রম লাগু হচ্ছে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। আজ অর্থদপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একথা জানানো হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পুরনিগম, পর্ষদের মত সরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত গাড়ি চালকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনাধীন ছিল। এদিন বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

যাদবপুর কাণ্ডে কলকাতার রাজপথে বাম ছাত্ররা, পাল্টা মিছিল বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ যাদবপুর কাণ্ডে কলকাতা রাজপথে মিছিল বাম ছাত্রদের। ' খাতিরে সেই মিছিলে পা মিলিয়েছে সিনিয়র থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। অন্যদিকে কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে 'লাল সন্ত্রাস' মুক্ত করার দাবিতে পথে নেমেছে বিজেপির যুবমোর্চা। মিছিল, পালটা মিছিলে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত অবরুদ্ধ। ব্যাপক সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা। গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। অভিযোগ, ওইদিন সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অশান্তি তৈরির চেষ্টা শুরু করে বাম ছাত্ররা। ছাত্র সংসদ নির্বাচন-সহ একাধিক দাবিতে সুর চড়াতে থাকে তারা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছনোর আগে ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে একদল বাম ছাত্র। ওঠে স্লোগান। পাল্টা তাতে বাধা দেয় টিএমসিপি। দু'পক্ষের হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তারই মাঝে শুরু হয় ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা। আচমকা সভাস্থলে পৌঁছে যায় বিক্ষোভকারীরা। তুমুল উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে থাকা তৃণমূলের শিক্ষাবন্ধু সমিতির অফিসেও ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়। আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ব্রাত্য বসুর গাড়ির চাকার হাওয়াও খুলে দেওয়া হয়। ধাক্কাধাক্কিতে চোট পান খোদ শিক্ষামন্ত্রী। এদিকে মন্ত্রীর গাড়ির চাকায় এক ছাত্র আহত হন বলে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগকে ভিত্তি করে বাম ছাত্র সংগঠন আন্দোলনের 'মরা গাঙে' এসএফআই-এর 'জোয়ার' আনতে চাইছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। সোমবার রাজ্যের সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধের ডাক দিয়েছিল এসএফআই। যা নিয়ে জেলায়-জেলায় অশান্তি ছড়ায়। এদিকে বিকেলে যাদবপুর থানা থেকে মিছিলের ডাক দিয়েছিল যাদবপুরের বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। সেই মিছিলে যোগ দেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার জানান, আজ কোনও ডাক্তারদের আন্দোলনের মুখ হয়ে নয়, মানবিকতার খাতিরে এই মিছিলে যোগ দিয়েছি। যাদবপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তা মেনে নেওয়া যায় না। ছিলেন সিনিয়র চিকিৎসক উপল বঃ দ্যোপাধ্যায়। এদিকে যাদবপুর কাণ্ডের পালটা পথে নেমেছে বিজেপিও। তাঁদের দাবি, তৃণমূল-সিপিএম ভাই-ভাই। ক্যাম্পাসগুলি 'লাল সন্ত্রাস' মুক্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যাদবপুরে অনেক সেকু-মাওরা রয়েছে। তাদের অফিসে তালা ঝোলানো হোক। গুন্ডামি বন্ধ করা হোক এখনই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। সবমিলিয়ে এদিন যাদবপুর কাণ্ডে বাম-বিজেপির মিছিলে উত্তাল গোটা কলকাতা।

'ভুতুড়ে' ভোটার,ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল, তদন্তের দাবি সাগরিকা-ডেরেকদের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃ 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। এই ইস্যুতেই এবার তদন্তের দাবিতে সরব সাগরিকা-ডেরেকরা। সোমবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাঁরা। শাসক শিবিরের হুঁশিয়ারি, বিজেপিকে কোনওভাবে গণতন্ত্র নষ্ট করতে দেব না। সাগরিকা ঘোষ বলেন, এটা প্রমাণিত যে ভোটার তালিকায় জালিয়াতি হয়েছে। আধার, লাইসেন্স, পাসপোর্ট নম্বর আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে শুধুমাত্র ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর এক হয়? এটা একটা দুর্নীতি। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নির্বাচন কমিশন রবিবার সকালে যে বিবৃতি প্রকাশ করেছে তা সন্তোষজনক নয়। এই ঘটনার অবিলম্বে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বিজেপি এই দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড। কারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের নাম প্রকাশ্যে আনা হোক। গ্রেপ্তার করা হোক। আমরা বিজেপিকে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে দেব না। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুর জোরাল সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, প্রথমবার রাজ্য বিধানসভায় ' ভোটার নিয়ে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর গত বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের মেগা বৈঠকের মঞ্চ থেকেও একই ইস্যুতে সরব হন তৃণমূল নেত্রী।'ভুতুড়ে' ভোটার চিহ্নিতকরণে কমিটিও গঠন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে ওই কমিটি গঠন করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ওই কমিটিতে রয়েছে দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। ' ভোটার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হতেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, একই এপিক নম্বর থাকা মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। কমিশনের দাবি, দুই বা ততোধিক ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁদের ভুয়ো ভোটার বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে অন্যান্য একাধিক শর্তের মাধ্যমে দুই ভোটারকে আলাদা করা সম্ভব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তিতে হাই কোর্টে মামলা, আজ শুনানির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

এবার এই ঘটনার জল গড়াল কলকাতা হাই কোর্ট পর্যন্ত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মামলাকারীর দাবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ঘটনায় পুলিশ নিষ্ক্রিয়। অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে ২টি করেছে পুলিশ। বাকি ৫টি এফআইআর তৃণমূলের তরফ থেকে করা হয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ, বাম ছাত্রদের কোনও অভিযোগ জমাই নেয়নি পুলিশ। অথচ তাদের মেসগুলিতে তল্লাশির নামে হেনস্তা করা হচ্ছে। অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এই মর্মে কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। অভিযোগ, ওইদিন সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অশান্তি তৈরির চেষ্টা শুরু করে বাম ছাত্ররা। ছাত্র সংসদ নির্বাচন-সহ একাধিক দাবিতে সুর চড়াতে থাকে তারা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছনোর আগে ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে একদল বাম ছাত্র। চলে স্লোগানিং। পাল্টা তাতে বাধা দেয় টিএমসিপি। দু'পক্ষের হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তারই মাঝে শুরু হয় ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা। আচমকা সভাস্থলে পৌঁছে যায় বিক্ষোভকারীরা। তুমুল উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে থাকা তৃণমূলের শিক্ষাবন্ধু সমিতির অফিসেও ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়। আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ব্রাত্য বসুর গাড়ির চাকার হাওয়াও খুলে দেওয়া হয়। ধাক্কাধাক্কিতে চোট পান খোদ শিক্ষামন্ত্রী। এসএসকেএম হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসাও হয় তাঁর। বর্তমানে আগের চেয়ে কিছুটা সুস্থ শিক্ষামন্ত্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। সোমবার রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয় এসএফআই। তার জেরে কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মেদিনীপুরে দফায় দফায় অশান্তির ছবি ধরা পড়েছে।

শীর্ষ আদালতে ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ মামলার শুনানি শেষ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃ শীর্ষ আদালতে ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ মামলার শুনানি শেষ। দু দিনের মধ্যে সব পক্ষের বক্তব্য জানাতে বলল আদালত। আপাতত স্থগিত রায়দান। ২০২২ সালে ১১ হাজার ৭৬৫টি শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।ওই বছরই ডিসেম্বরে শুরু হয়ে গিয়েছিল ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাওয়ার আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ কিছু প্রার্থী।কারণ, তাঁরা ডিএলএড কোর্সে ভর্তি হলেও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়ে মার্কশিট হাতে পাননি। সেই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সেই মামলাতেই প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। পরবর্তীতে প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ করে ৯ হাজার ৫৩৩ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরপর ফের মামলা হয় হাই কোর্টে। এসবের মাঝেই ২০২২ সালের প্রাথমিক নিযোগে সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের মামলার শুনানি শেষ হল। তবে রায়দান স্থগিত। চাকরিপ্রার্থীদের তরফে আইনজীবী বলেন, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালযে চাকুরিরতদের ভবিষ্যতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে কী রায় দেয় শীর্ষ আদালত, সেদিকেই তাকিয়ে মামলাকারীরা।

প্রতারণা মামলায় প্রাক্তন সেবি প্রধান মাধবীকে স্বস্তি হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃ এখনই এফআইআর দায়ের করা যাবে না 'সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' বা সেবির প্রাক্তন প্রধান মাধবী পুরী বুচ-এর বিরুদ্ধে। সোমবার নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে এমনটাই জানাল হাই কোর্ট। বলার অপেক্ষা রাখে না আদালতের এহেন নির্দেশে ব। স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন সেবি চেয়ারপার্সন। সেবির চেয়ারপার্সন থাকাকালীন শেয়ার বাজারে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল মাধবী পুরী বুচ-এর বিরুদ্ধে। সেই মামলায় তদন্তের দাবিতে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন এক সাংবাদিক। তাঁর অভিযোগ ছিল, মাধবী সেবির দায়িত্বে থাকাকালীন শেয়ার বাজারে ব্যাপক আর্থিক কারচুপি, বেনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। শনিবার এই মামলার শুনানিতে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত জানায়, কারচুপি যে হয়েছে তার প্রাথমিক প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। ফলে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। মাধবী-সহ আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের ও আদালতের নজরদারিতেই এই মামলার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৩০ দিনের মধ্যে তদন্তের স্টাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। তবে এই সিদ্ধান্তের পালটা সেদিনই উচ্চ আদালতে যাওয়ার বার্তা দিয়েছিল

সেবি। সেবির আবেদনের প্রেক্ষিতে সোমবার সকালে হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। যেখানে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং আইনজীবী অমিত দেশাই জানান, নিম্ন আদালত অভিযুক্তকে কোনও নোটিস না দিয়েই তদন্ত শুরু নির্দেশ দিয়েছে। ফলে এই নির্দেশ গ্রহণযোগ্য নয়। সেবির আবেদনের প্রেক্ষিতে হাই কোর্ট নিম্ন আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে জানায়, মঙ্গলবার শোনা হবে এই মামলা। তার আগে মুম্বইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা নিম্ন আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না মাধবী ও অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, গত বছর মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গের এক রিপোর্ট রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল দেশে। সেই রিপোর্টে সেবি প্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। যেখানে বলা হয়, মাধবী সেবির চেয়ারপার্সন হওয়ার পরও তাঁর ও তাঁর স্বামীর আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থা, যে সংস্থা বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে পরামর্শ দিয়ে আয় করে, সেখানে যুক্ত ছিলেন। বলা হয়, বিভিন্ন অখ্যাত ও বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থার মাধ্যমে আদানিদের বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নি করিয়ে কৃত্রিমভাবে আদানিদের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি করানো হয়। সেই লগ্নিতে ছিল বুচ দম্পতির অর্থও। সঙ্গে যুক্ত হয় বিরোধীদের নানা দাবি। বলা হয়, সেবির দায়িত্বে থেকেও বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে নিয়মিত বেতন তুলেছেন মাধবী। এক সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী স্বয়ং মাধবীর অপসারণের দাবি তোলেন।

বাম আমলের পুরসভার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পেনশন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নয়, নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ বাম আমলে রাজ্যের সব পুরসভায় চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হয়েছিল। সেই কর্মীদের পেনশন এবং অবসরকালীন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। সেই মামলায় বড় নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া পুরসভার চুক্তিভিত্তিক চাকরি পাওয়া কর্মীরা অবসরের পর কোনও সুযোগসুবিধা পাবেন না। রাজ্যের সব পুরসভায় বাম আমলে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পেনশন-সহ বাকি সুবিধায় ' কলকাতা হাই কোর্টের। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণও রেখেছেন বিচারপতি। তাঁর মতে, রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া কেবল পুরবোর্ডের অনুমতি নিয়ে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কর্মীরা এমন আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন। এদিন হাই কোর্টের বক্তব্য, পুরসভা চুক্তিতে নিয়োগ করলেও পরে রাজ্যের অনুমোদন নিয়ে ওই পদ রেগুলারাইজ করেনি। তাই পুর আইন অনুসারে অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে না। ২০১১ সালের আগে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল। প্রায় সব পুরসভায় ছিল বামেদের দখলে। সেসময় চুক্তিভিত্তিতে বহু পুরসভায় কর্মী নিয়োগ হয়েছিল। ওয়াকিবহাল মহলের মত, আমলে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় কয়েক লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু পুর আইন অনুযায়ী চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে সেই অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলেই খবর। এই বিষয়ে রায়গঞ্জ পুরসভার একটি প্রাথমিক স্কুলের চুক্তিভিত্তিক কর্মী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবসরকালীন ভাতা পেনশন ও অন্যন্য আর্থিক সুবিধার দাবিতে স্ত্রী আদালতে আর্জি জানান। সেই মামলা আদালত খারিজ করে দিয়েছে। ২০১১ সালের পর যারা চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের রাজ্য অনুমোদন দিয়েছে। এদিন মামলায় পুরসভার আইনজীবী শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্ক নাগ সেই বিষয় স্পষ্ট করেছেন।

ভোটার তালিকায় ভূত মানছে বিজেপিও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ ভোটার তালিকায় 'ভুতুড়ে' ভোটার ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় হাতে ব্লকে ব্লকে 'ভুতুড়ে' ভোটার খুঁজতে নেমেছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ঘাসফুল শিবিরের 'ভুতুড়ে' ভোটারের অভিযোগ মানছে না বিজেপি। তারপরেও তলে তলে পালটা কর্মসূচি নিয়েছে গেরুয়া শিবির, এমনই সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বিধানসভার ভোটার তালিকায় স্ক্রুটিনি করছে বিজেপি। পাশাপাশি আবার বার্তাও দেওয়া হয়েছে, নতুন কেউ যদি ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন, কিংবা দেখতে পান, তালিকা থেকে নাম বাতিল হয়েছে, তাহলে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ খটিকের নম্বরও দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভোটার তালিকায় গণ্ডগোল দেখলেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বিজেপির আশঙ্কা, তৃণমূল 'ভুতুড়ে' ভোটারের নাম বাতিলের নামে বিজেপির ভোটার, নেতা-কর্মীদের নাম বাতিল করতে পারে। তাই গোপনে গোপনে শনিবার থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। দলীয় কর্মসূচি নিলেও তৃণমূলের 'ভুতুড়ে' ভোটারের অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি।

৭ মার্চ গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন বৈঠক, কলকাতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ চরম ভারত বিদ্বেষ বাংলাদেশে! এমনকী মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানকে অস্বীকার করা হচ্ছে পদ্মাপাড়ে। উত্তেজনার এই আবহে পাঁচ দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এলেন ইন্দো-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের বাংলাদেশের ১১ সদস্যের প্রতিনিধিদল। যার নেতৃত্বে রয়েছেন মহম্মদ আবুল হোসেন। দীর্ঘদিন যাব গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। বর্তমান সফরে সেই জলবণ্টন চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। ফরাক্কা ব্যারাজ পরিদর্শনেও যান ওপারের প্রতিনিধিদল। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। দুই দেশ একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় গঙ্গার জল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। অর্থাৎ, ২০২৬ সালে ওই চুক্তি শেষ হচ্ছে। চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির আগে তা পর্যালোচনা ও সংশোধন হতে পারে। উল্লেখ্য, গত ২৬ বছরে একাধিক বার বাংলাদেশ অভিযোগ করেছে যে গ্রীষ্মের মরশুমে ফরাক্কা ব্যারাজ

থেকে তারা পর্যাপ্ত জল পায় না। যদিও ভারতের তরফে দাবি করা হয়, জলপ্রবাহের স্বাভাবিক ওঠানামার কারণে জলের পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে। বর্তমান সফরে এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। জানতে পারা গিয়েছে, সোমবার ফরাক্কা ব্যারাজ পরিদর্শনে গঙ্গা থেকে পদ্মায় প্রবাহিত জলের পরিমাণ ও অবস্থা খতিয়ে দেখেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা। গঙ্গা থেকে জল কী প্রক্রিয়ায় পদ্মায় প্রবাহিত হচ্ছে, তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন দুই দেশের বিশেষজ্ঞেরা। এর পর ৭ মার্চ কলকাতায় একটি হোটেলে বৈঠক রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের ৮৬তম বৈঠকে দুই দেশের প্রতিনিধিরা গঙ্গা-পদ্মার জলবণ্টন ছাড়াও তিস্ত-সহ ৫৪টি আন্ত ঃসীমান্ত নদীর বিষয়েও আলোচনা করবেন। হাসিনার পতনের পরেই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়। সংখ্যালঘু অত্যাচার, চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তারি নিয়ে তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ওপারে। ভারত বিদ্বেষের সেই আবহে গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ভারত সফ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকেই নয়, ভবিষ্যতের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ এই সফর।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের তীব্র নিন্দা অমর্ত্যের, চটে লাল মৌলবাদীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন, দিকে দিকে হিন্দু মন্দির ভাঙচুর, খুন-ধর্ষণ, সব মিলিয়ে চরম অরাজকতা পদ্মাপাড়ে। ' বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অমর্ত্য সেন। এবার তিনি মুখ খুললেন মহম্মদ ইউনুসের সরকার নিয়েও। পাশাপাশি হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে কার্যত জামাতকেই বিঁধেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। তাঁর মন্তব্যে চোটে লাল মৌলবাদীরা। অমর্ত্য সেনকে পাল্টা তোপ দাগল পাকপন্থী জামাত। জীবনের অনেকটা সময় ঢাকায় কাটিয়েছেন অমর্ত্য। তাঁর স্কুল জীবনের শুরুও সেখানে। এক সময় পৈতৃক বা।তিতেও নিয়মিত যেতেন। তাই বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তিত অমর্ত্য। রবিবার এই বিষয়ে মুখ খোলেন তিনি। সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি আমার উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। কারণ আমি বাঙালি। আমি ঢাকায় অনেক সময় কাটিয়েছি এবং সেখানেই আমার স্কুল জীবনের শুরু। ঢাকার পাশাপাশি মানিকগঞ্জে আমার পৈতৃক বাড়িতে প্রায়ই গিয়েছি। মায়ের দিক থেকেও আমি নিয়মিত বিক্রমপুর, বিশেষ করে সোনারাংয়ে গিয়েছি। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এসব জায়গার খুব গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। তারা (বাংলাদেশ সরকার) বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা নিয়ে অন্য অনেকের মতো আমিও উদ্বিগ্ন। একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যা যা অগ্রগতি হয়েছে তারও উল্লেখ করেন অমর্ত্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়ও রয়েছে। সাক্ষাৎকারে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ না করার কথাও বলেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনুস কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবেন তা নিয়ে অমর্ত্য বলেন, ইউনুস আমার পুরোনো বন্ধু। আমি জানি, তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার নিয়ে জোরালো বক্তব্যও দিয়েছেন। শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণে ছিল চরমপন্থা। জামাত, হিজবুত তাহরির মতো উগ্র ধর্মীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু বদলের বাংলাদেশে এখন মৌলবাদীদের দাপাদাপি। বিপন্ন হিঃ দুরা। সেই প্রসঙ্গে তীব্র নিন্দা জানিয়ে অমর্ত্য বলেন, এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেদেশের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। এক সময় জামাতের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, হিন্দু মন্দির ভাঙা হচ্ছে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর দায় সেদেশের সরকার ও নাগরিকদের নিতে হবে। এই ধরনের হিংসা বন্ধ করতে সকলে দায়িত্ব নিতে হবে। সোমবার নোবেলজয়ীর এই মন্তব্য নিয়ে পাল্টা তোপ দাগে জামাত। অমর্ত্য সেন হাসিনাকে সমর্থন করছেন বলে আক্রমণ শানিয়ে জামাতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশকে সহনশীলতার পাঠ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং তিনি যে সমাজে বাস করেন, সে সমাজের আয়নায় নিজেকে দেখা উচিত। বাংলাদেশের জনগণ টানা ১৫ বছরের বেশি সময় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামি করেছে। অমর্ত্য সেন স্বৈরাচারীর পক্ষে সাফাই গাইছেন, যা বিস্ময়কর ও নিন্দনীয়। জামাতের আমিরের দাবি, অমর্ত্য সেন জামাতে ইসলামির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও বদ্ধমূল ধারণা থেকে মন্তব্য করেছেন। সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের জন্য প্রকৃত দায়ী আওয়ামি লিগ। সাহস থাকলে তিনি তা স্বীকার করতেন, কিন্তু তা সম্ভব নয় কারণ তিনি নিজের ধারণায় সুশীল। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশি বিশ্লেষকদের নাক গলানো অযৌক্তিক। তবে অমর্ত্য সেনকে তোপ দাগতে গিয়ে শফিকুর রহমানও মানলেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নিপীড়িত হিন্দুরা।

শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে দর্শনার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিক, দর্শন সময়ে পরিবর্তন

অযোধ্যা, ৩ মার্চ ঃ মহাকুম্ভের পর দর্শনার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিক হতেই সোমবার থেকে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট মন্দিরের দর্শন সময়সূচি প্রায় আগের মতো করে দিয়েছে। সোমবার থেকে নতুন সময়সূচি কার্যকর হয়েছে। তীর্থ ক্ষেত্রের ট্রাস্টি ডঃ অনিল মিশ্র জানিয়েছেন, প্রতিদিন ভোর ৪টায় মঙ্গলা আরতি হবে। এরপর ৪.১৫ থেকে ৬টা পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে। সকাল ৬টায় শৃঙ্গার আরতি, ৬.৩০ থেকে ১১.৫০ পর্যন্ত দর্শন হবে।এরপর ১২টা পর্যন্ত রাজভোগের জন্য দরজা বন্ধ থাকবে। দুপুর ১২টায় ভোগ আরতির পর ১২.৩০ পর্যন্ত দর্শন চলবে, তারপর ১টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ থাকবে। বিকেল ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৫০ পর্যন্ত দর্শনের পর ৭টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ রেখে ভোগ নিবেদন করা হবে। সন্ধ্যা ৭টায় সন্ধ্যা আরতি অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর রাত ৯.৪৫ পর্যন্ত দর্শন চলবে (রাত ৯.৩০-এ ডি-১ থেকে প্রবেশ বন্ধ)। রাত ৯.৪৫ থেকে ১০টা পর্যন্ত দরজা বন্ধ রেখে ভোগ নিবেদন করা হবে। ড. মিশ্র জানিয়েছেন, রাত ১০টায় শয়ন আরতি সম্পন্ন হবে এবং ১০.১৫-এ মন্দিরের দরজা বাকি রাতের জন্য বন্ধ করা হবে।

ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব তথাগত

কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিৎকার করে বলেন যে হরিয়ানা, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যের বাসিন্দাদের নাম পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর কাউন্সিলরদের সব ভুয়া নাম চিহ্নিত করে মুছে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন।‘ ইসলাম’ খ্যাত জনাব ফিরহাদ হাকিম এবং অন্যরা তাঁদের কাজে নেমে পড়েন এবং দেখেন যে হরিয়ানার ভোটারদের পরিবর্তে প্রকৃত বাঙালি ভোটারদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। অবশ্যই সব হিন্দুর নাম।এই অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এখনও কোনও পূর্ণসময়ের সভাপতি না থাকার বিষয়েও মন্তব্য করেছেন তথাগতবাবু। এই বার্তা তিনি যুক্ত করেছেন বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা এবং বিজেপি-র দলীয় এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গে।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পয়েন্ট টেবিলঃলিগ পর্ব শেষ, ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর চূড়ান্ত আপডেট

দুবাই, ৩ মার্চঃরবিবার আইসিসি ট্রফির লিগ-পর্ব শেষ হয়েছে। দুবাইতে ৪৪ রানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ এ-তে শীর্ষে রয়েছে।ভারত এবং নিউজিল্যান্ড ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল এবং রবিবারের লড়াইটি কেবল গ্রুপের শীর্ষে কে থাকবে তা নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।গ্রুপ বি থেকে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া লিগ ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর টুর্নামেন্টের শেষ চারে উঠে গেছে। সেমিফাইনালে, মঙ্গলবার দুবাইতে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত, আর বুধবার লাহোরে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ পয়েন্ট টেবিলগ্রুপ এঃভারতঃম্যাচঃ ৩ পয়েন্ট ঃ৬ রান রেটঃ ০.৫৭৬নিউজিল্যান্ডঃম্যাচঃ৩ পয়েন্টঃ৪ রান রেট ০.৪৩৩বাংলাদেশঃম্যাচঃ৩ পয়েন্টটঃ ১ রান রেট ঃ -০.৪৪৩পাকিস্তাঃ ম্যাচঃ৩ পয়েন্টঃ১ রান রেটঃ-১.০৮৭গ্রুপ বিঃদক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচঃ৩ পয়েন্টঃ৫ রান রেটঃ ২,৩৯৫অস্ট্রেলিয়াঃম্যাচঃ৩ পয়েন্ট৪ রান রেটঃ০.৪৭৫আফগানিস্তানঃম্যাচঃ ৩ পয়েন্ট৩ রান রেটঃ -০.৯৯০ইংল্যান্ডঃ ম্যাচঃ৩ পয়েন্টঃ০ রান রেটঃ১.১৫৯

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, সোমবার, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে আসুন আমাদের ধরিত্রীর অবিশ্বাস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, প্রতিটি প্রজাতি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে, আসুন ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য তাদের ভবিষ্যত রক্ষা করি! এছাড়াও আমরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের জন্য গর্বিত।অন্যদিকে আহমেদাবাতে, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে গুজরাটের গির জাতীয় উদ্যানে সিংহ সাফারিতে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি সাসান গিরে পৌঁছে একটি খোলা জিপে চড়ে সাফারিতে যান এবং হাতে ক্যামেরা নিয়ে একের পর এক সিংহের ছবি তোলেন। ভোরের আলো তখনও ভালো ভাবে ফোটেনি, এরইমধ্যে গীর জাতীয় উদ্যানে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সামনে বসে থাকা সিংহের একের পর এক অনবদ্য ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লির জনতাকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবেঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃআগামী ২৪-২৬ মার্চের মধ্যে পেশ হবে বিকশিত দিল্লির বাজেট। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, দিল্লির জনতাকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে রেখা গুপ্তা বলেছেন, ’’আমরা ২৪-২৬ মার্চের মধ্যে বিকশিত দিল্লির জন্য বাজেট পেশ করব। এই বাজেট সমাজের সমস্ত অংশের পরামর্শ-সহ বিকশিত দিল্লির বাজেট হবে এবং বাজেটে

মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা, স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ, দূষণ হ্রাস, কর্মসংস্থান, উন্নত শিক্ষার সুবিধা, দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত পুষ্টিকর খাবার, প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণ প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হবে।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আরও বলেছেন, সমস্ত আধিকারিকদের সমাজের সমস্ত অংশের পরামর্শগুলি একত্রিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এজন্য আমরা একটি ইমেল আইডি জারি করেছি। আমরা ৫ মার্চ দিল্লির মহিলা সংগঠনগুলিকে বাজেটের জন্য তাঁদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। একই দিন শিক্ষাবিদদেরও তাঁদের পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ৬ মার্চ, আমরা বাজেটের জন্য তাঁদের পরামর্শ জানার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা দিল্লির জনগণের কাছে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব।

শ্রীভূমিতে বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শ্রবণ দিবস

শ্রীভূমি (অসম), ৩ মার্চঃ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যসূচির মধ্য দিয়ে আজ সোমবার শ্রীভূমিতে বিশ্ব শ্রবণ দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন সকলের শ্রবণ ও কান সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।বিশ্ব শ্রবণ দিবসের সূচনা হয় করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে এক সচেতনতা শোভাযাত্রার মাধ্যমে। পতাকা নেড়ে শোভাযাত্রার সূচনা করেন শ্রীভূমির স্বাস্থ্য যুগ্মঅধিকর্তা ডা. সুমনা নাইডিং। তাঁর সাথে ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. মতিন্দ্র সূত্রধর, এনপিপিসিডি-র জেলা নোডাল অফিসার ডা. বিমল কুমার সরকার, জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী, জেলা হিসাব ব্যবস্থাপক শংকরলাল দে এবং ডিইআইসি ম্যানেজার মনীষা

রায়।শোভাযাত্রায় শহরাঞ্চলের আশা কর্মী, জিএনএম প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিরাপদ শ্রবণ ও নিয়মিত কানের যত্নের বার্তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। শোভাযাত্রা শেষে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে এক শ্রবণ পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ডা. বিক্রমজি সিংহ, ইএনটি বিশেষজ্ঞ এবং রফিকুল ইসলাম সিকদার, অডিওলজিস্ট শিশুদের পাশাপাশি পুলিশ কর্মী, কারখানার শ্রমিক সহ ঝুঁকিপূর্ণ পেশাজীবীদের শ্রবণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।এছাড়া রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আরবিএসকে) দলের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের শ্রবণ স্বাস্থ্য, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাসের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। জাতীয় বধিরতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে করিমগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য সমিতির এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্রবণ ও কানের যত্ন সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রবণ সমস্যার জন্য কেউ যাতে পিছিয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বিজেপি-কে রুখতে সিপিএম-কে তোল্লাই দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবি সুকান্তর

কলকাতা, ৩ মার্চ ঃযাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির আঁচে যে সংঘর্ষ, অশান্তি, সে সব লোকদেখানো বলে মন্তব্য করলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, বিজেপি-কে রুখতে সিপিএম-কে তোল্লাই দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাতে রাজ্য রাজনীতিতে তারা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।তাঁর কথায়, এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতেই এটা হবে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএম-কে হাইপ দিতে চাইছেন। বিজেপি-কে রুখতে উনি এসএফআই-কে হাইপ দিচ্ছেন।সুকান্তবাবুর বক্তব্য,

বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখার পর, পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতী পুজো বন্ধ হওয়ার পর, রাজ্যের হিন্দুরা বুঝে গিয়েছেন যে আগামী দিনে বাংলাদেশ পার্ট ২ অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। মমতা সেটা বুঝে গিয়েছেন। তাই হিন্দু ভোটকে ভাগ করতে হবে। কারণ বিজেপি সব হিন্দু ভোট পেলেআর ৪ শতাংশ ভোট পেলেই সরকারে চলে আসবে বিজেপি। হিন্দু ভোট ভাগ করতে তাই সিপিএম-কে তোলা হচ্ছে।বিভিন্ন জেলায় এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, তার গোটাটাই সাজানো বলে ইঙ্গিত সুকান্তর। তাঁর কথায়, সিপিএম এখন সামনের দিকে এগোবে, এসএফআই-এর সঙ্গে সংঘর্ষ হবে, হামলা হবে ওদের নেতাদের উপর, দলীয় কার্যালয়ে। রাজনীতিতে কেউ প্রাসঙ্গিক হলে হামলা হয়।সুকান্তবাবুর মতে, সিপিএম প্রাসঙ্গিক ছিল না, নেই। তাই হামলাও হতো না। এখন হামলা চালিয়ে প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন, সিপিএম-কে ভোট দেওয়ার অর্থ পক্ষান্তরে তৃণমূলকে সাহায্য করা।

সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল

ইরান,৩ মার্চঃ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ (গত বছর ১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে- সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃতারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু’য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃতাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্ট্রের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামি ইরানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দৃড়তার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অবশ্য যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়ার উত্তর বা সিরিয়ার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সময়মতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিয়ার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদ্যমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটবে তাতে কোনো সংদেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেনঃবিপর্যয়ের চাপ এবং সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর ক্ষতি খুব ভারী ছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহর শক্তি এবং মুষ্টি আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে তারা যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়েছে।তিনি ইহুদিবাদীদের সঙ্গে গাঁটছা। বাঁধাকে জাতিগুলোর জন্য লাল রেখা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ইহুদিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের জানা উচিত ঐশি নিয়ম অনুসারে অপরাধ কখনও বিজয় নিয়ে আসে না। আজ সেই ঐশি নীতি এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে।বহু বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃ একটি বিষয় যা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীই জানে না তা হলো, সিরিয়া সরকারকে আমাদের সাহায্যের আগে, অর্থা পবিত্র প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন সবাই সাদ্দামের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, সিরিয়া সরকার তখন ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সিরিয়া সরকার ওই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় এবং সাদ্দামকে তার আয় থেকে বঞ্চিত করে।তিনি সিরিয়া ও ইরাকে ইরানি যুবকদের উপস্থিতি এবং কিছু ইরানি কমান্ডারের উপস্থিতির কারণ হিসেবে আইএসআইএস মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে বলেনঃআইএসআইএস ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি বোমা। তারা সিরিয়া ও ইরাককে নিরাপত্তাহীন করার পর আমাদের দেশকেও নিরাপত্তাহীন করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ করছিল।আমাদের কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে আইএসআইএসের সন্ত্রাসীযাত্রা বন্ধ করা না হলে নিরাপত্তাহীনতা পুরো ইরানকে ছেয়ে ফেলবে। তাদের সন্ত্রাসী বিপর্যয়ের উদাহরণ আপনারা আমাদের সংসদ, শাহচেরাগ এবং কেরমানের ঘটনাগুলোতে দেখেছেন।সিরিয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেনঃপ্রথম শিক্ষা হল শত্রুকে অবহেলা না করা। সিরিয়ায় শত্রুরা খুব দ্রুত কাজ করেছে কিন্তু তাদেরকে গোয়েন্দা রিপোর্ট আগেই দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল।

নীতীশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা আরিফের, দীর্ঘায়ু কামনা করলেন রাজ্যপাল

পাটনা, ৩ মার্চ ঃ রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান হঠা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জন্মদিন ছিল ১ মার্চ। তবে সেই সময় রাজ্যপাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। সোমবার তিনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান ও তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

‘‘পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি লেখাপড়ার জন্য নয়’’, মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ৩ মার্চঃপশ্চিমবঙ্গের পঠনপাঠনের অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি লেখাপড়ার জন্য নয়। ধর্মঘট, বিপ্লব, সংগ্রাম, মানছি না-মানব না, চলছে-চলবে ইত্যাদি কর্মবিমুখ অন্ত ঃসারশূন্য বামপন্থী চিকারের জন্য । এর মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা সেই সব তথাকথিত ছাত্রের, যাদের সামনে ছাত্রজীবন শেষ হলে পার্টিবাজি বা তোলাবাজি ছাড়া কোন ভবিষ্য নেই । যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য কলেজের আর্টস ফ্যাকাল্টি।

হিমানী হত্যা মামলায় গ্রেফতার এক অভিযুক্ত, ধৃতের মৃত্যুদণ্ড চাইল পরিবার

রোহতক, ৩ মার্চ ঃহরিয়ানার রোহতকে মহিলা কংগ্রেস কর্মী হিমানী নারওয়ালকে হত্যা মামলায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ও পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনেনি হরিয়ানা পুলিশ। শুধু সোমবার সকালে হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, মহিলা কংগ্রেস কর্মী হিমানী নারওয়াল হত্যা মামলায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ধৃত অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড চাইছে হিমানীর পরিবার। হিমানি নারওয়ালের ভাই যতীন বলেছেন, একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, মিডিয়ায় অনেক গুজব ছড়ানো হচ্ছে... আমরা বিচার পাব, আমরা এখনও জানি না কে সেই অভিযুক্ত পুলিশ আমাদের কোনও তথ্য দেয়নি। আমরা অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড চাই।উল্লেখ্য, গত শনিবার সকালে রোহতক জেলার সাম্পলা বাসস্ট্যান্ড ফ্লাইওভারের কাছে একটি স্যুটকেসে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। তরুণীর হাতে মেহেন্দি লেগেছিল, মনে করা হচ্ছে সম্প্রতি তিনি কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রার সময় সেই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন ২২ বছর বয়সী হিমানী।

সাহায্য পুলিশের, ধূপগুড়িতে পরীক্ষা দিতে পারলেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রী

জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ ঃজলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে ফের দেখা গেল পুলিশের মানবিক মুখ। সোমবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই পুলিশের সহযোগিতায় সুষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা দিতে পারলেন ধূপগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। ওই পরীক্ষার্থী বিশেষ ভাবে সক্ষম। এদিন সকালে তিনি অ্যাডমিট কার্ড না নিয়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে এসেছিলেন। বিষয়টি ধূপগুড়ি থানার এসআই নন্দিতা সরকারের নজরে আসতেই তিনি পিঙ্ক পেট্রল ভ্যানে করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে অ্যাডমিট কার্ড আনার ব্যবস্থা করেন। অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে খুশি ওই ছাত্রী।

৪-৯ মার্চ ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন জয়শঙ্কর, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ ঃবিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ৪-৯ মার্চ দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন। ৪-৯ মার্চ ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডে সরকারি সফরে যাবেন এস জয়শঙ্কর। এই সফরে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্রিটেন সফরের সময় বিদেশ সচিব ডেভিড ল্যামির সঙ্গে আলোচনা করবেন বিদেশমন্ত্রী এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও দেখা করবেন। আয়ারল্যান্ডে

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর তাঁর আইরিশ সমকক্ষ, সাইমন হ্যারিস ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করবেন।

অন্য মেয়ের সাথে প্রেমিকের বিয়ে, আশির্বাদ হতেই থানার দ্বারস্থ প্রতারিত প্রেমিকা

আগরতলা, ৩ মার্চঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পর প্রতিশ্রুতির খেলাপ করায় প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল প্রেমিকা। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহরের আড়ালিয়ার দত্তপাড়ায়। পুলিশ অভিযুক্ত প্রেমিক রাজদীপ দেবনাথকে গ্রেফতারের জন্য তৎপরতা চালিয়েছে।প্রতারিত প্রেমিকার অভিযোগ, চার বছর ধরে রাজদীপ দেবনাথের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক। ওই যুবতীর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সবকিছু জানার পরও রাজদীপ তাকে বিয়ে করতে রাজি আছে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই মোতাবেক তারা বহুবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এখন প্রেমিক তাকে বিয়ে কারতে অস্বীকার করছে। রাজদীপের অন্য মেয়ের সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। এই খবর পেয়ে রাজদীপের সাথে যোগাযোগ করলে সে প্রেমিকাকে জানায় যে বিয়ে করতে পারবে না। প্রতারিত প্রেমিকা সুবিচারের আর্জি নিয়ে মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়। পুলিশ একটি মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে আটক করার জন্য তপরতা শুরু করে দিয়েছে। প্রতারিত প্রেমিকার অভিযোগ, প্রেমিক রাজদীপ দেবনাথের বাবা ও মা শাসক দলের নেতা ও নেত্রী। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ছেলেকে আইনী বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পানিহাটি এম.এল.এ.কাপ-২০২৫, সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো সোদপুরে ঘোলার মাঠে

হন্ত দাসশগুপ্তঃপানিহাটি এম.এল.এ.কাপ-২০২৫ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সোদপুর ঘোলা খেলার মাঠে। দুপুর দুটোয় অনুষ্ঠিত হয় পানিহাটি এমএলএ কাপ। প্রায় হাজার হাজার ক্রীড়ামোদি মানুষজন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। এমএলএ কাপের শুভ সূচনা করেন মাননীয় সাংসদ সৌগত রায় ও পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ ফুটবল ক্রীড়াবিদেরাও। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার বিভিন্ন পৌরপারিষদ ও পৌরপিতা এবং পৌরমাতাগন। বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব পানিহাটি. এম.এল.এ.কাপে প্রতিযোগিতার আঙ্গিনায় অংশগ্রহণ করে।

শ্রীনগরের নূন্যতম তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি, মনোরম আবহাওয়া উপত্যকায়

শ্রীনগর, ৩ মার্চ ঃ উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের পূর্বাভাসের মধ্যেই সোমবার সকালে হালকা বৃষ্টি হয়েছে শ্রীনগরে। বৃষ্টির সৌজন্যে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে উপত্যকার আবহাওয়া। শ্রীনগরে এদিন নূন্যতম তাপমাত্রা ছিল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ে আর সমতলে হবে বৃষ্টি।তবে ৪ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরে। এরপর ১০-১২ মার্চ আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষকদের কৃষিকাজ ও অন্যান্য কার্যক্রম ৪ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৯ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ ৪ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৮ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ১৫ ফাল্গুন মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা’বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন): রবিঃ৯২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু’দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, শনিবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু’দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬ টা ৫২মনিট এবং রাত ১ টা ৫২মিনিট। সূর্যওদয় সকাল ৬টা ০১মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

জয়নগরে রাস্তার পাশে টিন দিয়ে ঘিরে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ মার্চঃ জয়নগরে জনবহুল রাস্তার ধারে টিন দিয়ে ঘিরে পুকুর ভরাটের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো এবার এলাকায়।তবে বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে জানাজানি হতেই পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিলো স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।ঘটনায় প্রকাশ জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়নগর থানার অন্তর্গত নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাজড়া মলিঘাটি মৌজায় কুলপি রোডের পাশে টিন দিয়ে ঘিরে একটি পুকুর ভরাটের কাজ চলছিল গত কয়েকদিন ধরে।গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে সারা দিন রাত ধরে দূর থেকে মাটি এনে ঐ পুকুর ভরাট করছিল কিছু মানুষ। আমরা প্রতিবাদ করায় আমাদের মারধরের হুমকি ও দেওয়া হয়। আমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি জয়নগর থানা, জয়নগর ১ নং বিডিও,জয়নগর বি এল আর ও, বারুইপুর মহকুমাশাসক, বারুইপুর এস ডি পি ও, বারুইপুর পুলিশ জেলার এ এস পি, নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত সহ একাধিক দপ্তরে মাস পিটিশন জমা দিয়েছি। আমরা চাই এই বেআইনি কাজ পুরোপুরি বন্ধ করা হোক। এ ব্যাপারে নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় ব্যাজরা মলিঘাটি মৌজার সদস্য তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান অশোক সাহা বলেন,আমারজানা ছিলো না আমার এলাকায় এই ধরনের কাজ চলছে। তবে বর্তমানে মাটি ফেলার কাজ জয়নগর থানার আই সি বন্ধ করে দিয়েছে। কে এই বেআইনি কাজকরছিল তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান সুমিতা সাহা বলেন, পঞ্চায়েতকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে এই কাজ করা হয়েছে। আমরা জানতে পেরে পঞ্চায়েতের তরফে নোটিশ জারি করেছি। এবার আইন অনুযায়ী আগামী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও ভুবন প্রনিথ পাপ্পুলা বলেন, ঐ বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে চিঠি করা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বারুইপুর মহকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন বলেন, পুকুর ভরাট করা সম্পূর্ণ রুপে বেআইনি কাজ। তাই পুরো ব্যাপারটা একটু দেরীতে হলেও আমাদের নজরে এসেছে। আর সেই মতো আমাদের আগামী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বি এল আর ও দপ্তর থেকে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

বিয়ের দিনই মারা গেলেন গুলিতে জখম পুলিশকর্মী

হুগলি, ৩ মার্চ ঃ শেষপর্যন্ত মারা গেলেন চন্দননগরের গুলিতে জখম পুলিশকর্মী হিমাংশু মাঝি। সোমবার সকালে কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতালে তিনি মারা গিয়েছেন বলে খবর। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। রবিবার থেকেই হিমাংশু মাঝির শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়। সোমবার ভোর পাঁচটায় তিনি মারা গেলেন। সব থেকে বড় কথা, সোমবার ছিল তাঁর বিয়ে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ইমামবাড়া হাসপাতালে পুলিশ লকআপে ডিউটিরত ছিলেন তিনি। সেসময় গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। সেই শব্দ শুনে ওই জায়গায় ছুটে গিয়েছিলেন কর্মরত অন্য পুলিশকর্মী ও হাসপাতালের স্টাফরা। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে তাঁকে কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। সোমবার ভোর পাঁচটায় মারা গেলেন।

হাওড়ায় দুয়ারে সরকারের পর এবার দুয়ারে লাইসেন্স

পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি, উপযুক্ত নথিতে মিলছে ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ মার্চঃ দুয়ারে সরকারের পর এবার দুয়ারে লাইসেন্স। হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই বিশেষ কর্মসূচি। চলবে আগামী ১২ই মার্চ পর্যন্ত। হাওড়া পুরসভার মুখ্য কার্যালয়ে ক্যাম্প করে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এদিন এই কর্মসূচির সূচনা করেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী, প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ ও পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল। সঠিক নথি নিয়ে এসে আবেদন করলে হাতে হাতে পাওয়া যাবে ট্রেড লাইসেন্স। এই পরিষেবা পেয়ে খুশি ব্যবসায়ীরাও। এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী তথা শিল্পোদ্যোগী সংস্থাকে দ্রুততার সাথে নতুন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ পরিষেবা প্রদান করা। এদিন পুরসভার দুয়ারে লাইসেন্স ক্যাম্প থেকে ট্রেড লাইসেন্স করাতে আসা জনৈক ব্যবসায়ী সমীর হাইত বলেন, এনারা প্রচার করেছিলেন ট্রেড লাইসেন্সের জন্য ক্যাম্প হবে। এই শুনে এদিন সকালেই সব নথি নিয়ে হাওড়া পুরসভায় এসেছি। ফর্ম তুলে জমাও করে দেওয়া হয়েছে। আজই ট্রেড লাইসেন্স হয়ে যাবে। এতদিন অনেক চেষ্টা করেও যে কোনও ভাবেই হোক ট্রেড লাইসেন্স হচ্ছিল না। এই ক্যাম্পের খবর পেয়ে এখানে ছুটে এসেছি। ভাল লাগছে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স করে দিচ্ছেন এরা। কোনও সমস্যা হয়নি। এদিন সাংবাদিকদের

মুখোমুখি হয়ে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, মানুষের পরিষেবা বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেওয়ার যে উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন তারই একটা অংশ আমরা এখানে করলাম। নাম দেওয়া হয়েছে দুয়ারে লাইসেন্স। ট্রেড লাইসেন্স করতে এলে সাধারণ মানুষ যাতে কোনও হয়রানির শিকার না হন সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সঠিক নথি আনলে সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যাবে। অনেকে অনলাইনে ঠিকমতো অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না বা তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে। অনেক সময় অনেকে অন্যের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছেন। সেটাকে এড়াতে সরাসরি তাঁদের হাতে ট্রেড লাইসেন্স তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্যাম্পটি ১২ মার্চ পর্যন্ত চলবে। যদি ভালো সাড়া পাওয়া যায় তাহলে এই ক্যাম্প আবার করা হবে। সোমবার এর প্রথম দিনে ভালো সংখ্যক মানুষ এসেছেন। যদি সাড়া পাওয়া যায় তাহলে অন্যান্য বরোতেও এরকম ক্যাম্প করা হবে। হাওড়ায় যারা ব্যবসা করেন তাঁদের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স একটা গুরুত্বপূর্ণ নথি। ট্রেড লাইসেন্সের পরিবর্তে এখন এটাকে বলা হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট। এটা হাওড়া পুরসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হয়ে থাকে। এই ক্যাম্পটি করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের সরাসরি সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা দূর হয়। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

এই ক্যাম্পের মুল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ যাতে হয়রান না হয়, কোথাও কোনও দালাল না চলে আসেন। সরাসরি এখানে এসে বৈধ নথি জমা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্সের কাগজ পেয়ে যাবেন।

দালালরাজ আটকানোর জন্যই অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকেই আছেন যারা টেকনিক্যালি সড়গড় নন। তারা দালালদের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছেন। ফলে তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সেই কারণে বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় এরকম একটা স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হবে। ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত যাঁদের যা সমস্যা রয়েছে তাঁরা এখানে এসে একবারে মিটিয়ে নিতে পারছেন।

পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩ মার্চঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বসার জন্য ব্যবস্থা করলো জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র জয়নগর ইনস্টিটিউশন।এই সেন্টারে ৫টি স্কুলের সিট পড়েছে।এই সেন্টারে মোট পরীক্ষার্থী ৫৫১ জন। আর এই গরমে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে যাতে অসুবিধা না হয় সে দিকে নজর রেখে জয়নগর ইনস্টিটিউশনের বিপরীতে রবীন্দ্র কাননের পাশে মাথায় ছাওনি দিয়ে বসার ব্যবস্থা করে দিল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা। আর সোমবার পরীক্ষার প্রথম দিন সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখেন পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার।এ ব্যাপারে তিনি এদিন বলেন,অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। পৌরসভা থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এখানে। তাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেগুলো লক্ষ্য রাখার জন্য পৌরসভা থেকে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিক পরীক্ষার্থীরা। আর তারা সুষ্ঠুভাবে সময় কাটাক পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে। আর পৌরসভার এই ব্যবস্থায় খুশি অভিভাবকরা।

বোলপুর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী স্বাস্থ্য সম্মলনে মেডেক্সপো ২৫ এর মঞ্চে উপস্থিত কাজল শেখ ও শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পিট।

ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনির কাজে নামছেন এই বিশেষ টিম

হাওড়া, ৩ মার্চঃ তৃণমূলের যুব-যোদ্ধারা এবার নামছেন পথে, হাওড়ায় ভুতুড়ে ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনির কাজে নামছেন এই বিশেষ টিম। সোমবার বিকেলে হাওড়ার কদমতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয়ে যুবদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন হাওড়া সদর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। তিনি বলেন, হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার প্রায় ২,২০০ বুথে যুব-যোদ্ধারা এই কাজে নামছেন। প্রতি বুথে ৪ জন করে যুব কর্মীকে নামানো হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর গোটা বাংলা জুড়েই ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভুতুড়ে ভোটার খুঁজতে ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজে নেমে পড়েছেন দলের কর্মীরা।

আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো

মলয় সুর,হুগলি, ৩ মার্চঃ হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় আন্তর্জাতিক অস্ট্রলজিক্যাল ও আধ্যাত্বিক সম্মেলন শনি ও রবিবার দুদিন ব্যাপী বাঁশবেড়িয়া সাধারণ লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০ জন জ্যোতিষ ও তন্ত্র-তান্ত্রিকরা হাজির হন । জ্যোতিষ বিদ্যা ও টোটকা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের কর্ণধার তথা সভাপতি মনোজ মণ্ডল বলেন, এই জ্যোতিষ চর্চার উপর যে দিন দিন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে। জ্যোতিষ বহু পুরনো, সেই প্রাচীন বেদের আমল থেকে জ্যোতিষ চর্চা চলে আসছে। পঞ্জিকা মৎ ও ধারা অনুযায়ী জ্যোতিষ চর্চা চলে আসছে। এর ব্যবস্থাপনায় ছিল লোকনাথ বৈদিক ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজিকাল। ৯০ বছরের বর্ষীয়ান প্রফেসর ডঃ জনার্দন হালদারের প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রত্যেককে উত্তরীয় , ব্যাচ, স্মারক পুস্পস্তক ও মিষ্টান্ন দিয়ে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত প্রথম দিন গরীব দুঃস্থদের মনোজ মণ্ডল পুণ্য অর্জনের জন্য বস্ত্র বিতরণ ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। এই মানবিক উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এদিন বেঙ্গল টপ টেন উপাধি দেওয়া হয়। এছাড়া বিশ্ব গুরু জ্যোতিষ সম্মান, জ্যোতিষরত্ন উপাধি, জ্যোতিষ আচারিয়া, জ্যোতিষ অনন্য সম্মান, বঙ্গ গৌরব সম্মান, জেলা শ্রী সম্মান অর্জন করেন আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ জ্যোতিষী অনিমেষ শাস্ত্রী, গুরুজি বিনয় মহারাজ, বাংলাদেশের মিল্টন বাড়ুই , উড়িষ্যার শ্রীধর আচার্য, নবদ্বীপের সত্যজিৎ রায়, কৌশিক কয়াল ,প্রফেসর পরিতোষ ব্যানার্জি, রমা সান্যাল, পাপিয়া অধিকারী প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব ছিলেন আচার্য বেণীমাধব।

আর জি কর-কাণ্ডে ১১ পুলিশ কর্মীকে ডেকে পাঠালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা

কলকাতা, ৩ মার্চঃ টালা থানা ও আরজি করের আউট পোস্টে কর্মরত এমন এগারো জন পুলিশ কর্মীকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সোম ও মঙ্গলবার তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে বলে খবর। আর জি কর-কাণ্ডে কেটে গিয়েছে ছয় মাসেরও বেশি সময়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে সিবিআইয়ের তদন্তপ্রকৃতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আরজি কর-কাণ্ডে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে আদালত। এবার তদন্তের অগ্রগতির জন্য আরও ১১ জন কলকাতা পুলিশের কর্মীকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে। ঘটনার দিন আর জি কর হাসপাতালের আউট পোস্টে যে সমস্ত পুলিশকর্মী কর্তব্যরত ছিলেন মূলত তাঁদেরই ডেকে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার দিন কে কোথায় ডিউটি করছিলেন, ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা কতটুকু জানেন সবকিছুই জানতে এবার ১১ জনকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবার দফায় দফায় পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত হবেন বলে জানা গিয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের গোলাপ জল কলম দিলেন পুরপ্রধান

নববারাকপুর, ৩ মার্চঃ সোমবার শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবছর নববারাকপুরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫৪ জন। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আহারামপুর সাহারা বয়েজ হাই স্কুলে এদিন সকালে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের হাতে একটি গোলাপ ফুল, জলের বোতল ও কলম দিলেন পুর প্রতিনিধি তথা পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। ছিলেন ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরাও। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন আহারামপুর সাহারা বয়েজ হাই স্কুল উপ পরীক্ষা কেন্দ্রে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন, মাসুন্দা বয়েজ এবং কোদালিয়া আগাপুর হাই স্কুলের ১১৬ জন পরীক্ষার্থী বসেছে।

তাদের সকলকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সকলের পরীক্ষা ভালো হোক আশীর্বাদ করে একটি গোলাপ ফুল, জলের বোতল এবং কলম তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন ও অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রে ঘুরে দেখেছেন। সর্বত্র ভালো ভাবে ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছে গিয়েছে। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা খুশি পুরপ্রধানের এহেন মানবিক উদ্যোগে। অন্যদিকে নববারাকপুর থানার পক্ষ থেকে কলোনী বয়েজ ও গার্লস হাই স্কুল উপ পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে গোলাপ ফুল, কলম চকলেট লজেন্স দিলেন কর্তব্যরত এসআই ও লেডি মহিলা কনস্টেবল পুলিশ।

৫০০ ছেলে ঢোকানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে খলনায়ক মন্ত্রী ব্রাত্য বসু

কলকাতা, ৩ মার্চঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০০ ছেলে ঢোকানো কোনও ব্যাপার ছিল না। যাদবপুর নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেটনাগরিকদের একটা বড় অংশ। নিখিলেশ হালদার লিখেছেন, ''৫০০ ছেলে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। এই না হলে শিক্ষামন্ত্রী? বা, না পড়িয়ে বেতন নেওয়া প্রাক্তন অধ্যাপক? মিথ্যা বলা অভ্যাসে পরিণত বহু দিন। যখনই বিনা আঘাতে এসএসকেএম-এ আশ্রয় নিয়েছেন শুনেছিলাম, তখনই জানা কঠিন ছিল না প্রেসক্রিপশন কোনও

ডাক্তার দিতে পারেনি। তাই না কি? আজ স্বীকার করলেন বেআইনি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। এটাকে তোলা তোলার সমান নয় কি? নিজের অপকর্মের দায় ড্রাইভারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন? রনধীর দত্ত লিখেছেন, ''ব্রাত্য বাবু আপনি বলছেন ৫০০ ছেলে ঢোকাতে পারতেন। আপনি জেনে রাখুন, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালিন ঠিক আপনার মত না ভেবে ১০০০ ছেলে ঢুকিয়ে এসএফআই-কে মেরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। তার অবস্থা কী হয়েছিল আপনি জানেন না। কারণ তখন আপনি বাচ্চা ছেলে ছিলেন। তাই শুনে রাখা ভালো ৯৯৯ টা ছেলেই তাদের নিজ নিজ জুতো গলায় ঝুলিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে চাইতে গেট দিয়ে বেড়িয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনও দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে নি। কাজেই ওই ভুল করতে আর যাবেন না। তারপর থেকেই কিন্তু কংগ্রেস পার্টি এই রাজ্য থেকে বিলীন হয়ে গেছিল। কাজেই আবার তৃনমূল দল ওই ভুল করতে চলেছে। তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনৈতিক ভাবে ৫০০ ছেলে ক্যাম্পাসে ঢোকানোর চিন্তা করলে। ডঃ কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''৫০০০ ঢোকা। তাপস পাল দলের ছেলেদের রেপ করতে পাঠাবে বলেছিল। তুই তো একই রকম হবি। প্রসেনজিৎ রায় লিখেছেন, ''শিক্ষা মন্ত্রীর শিক্ষা খুব দরকার। তুষার সানা লিখেছেন, '' ''এটা শিক্ষামন্ত্রীর ভাষা? অনির্বান ঘোষ লিখেছেন, ''তাপস পালের রোগ ধরেছে। তন্দ্রানী চক্রবর্তী লিখেছেন, ''এটা আপনাদের নেচার। এমন করলে কেউ অবাক হতো না। গ্রন্থিক সেনগুপ্ত লিখেছেন, ''এটা শিক্ষামন্ত্রী না হুব্বা?

শ্রবণশক্তি বজায় রাখতে আরও সতর্ক হওয়ার আর্জি চিকিৎসকদের

কলকাতা, ৩ মার্চ ঃ কানের ব্যাপারে আম জনতার সচেতনতা তুলনামূলক অনেকটাই কম। সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করলেন 'দ্য অ্যাসোশিয়েশন অফ অটোল্যারিঙ্গোলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া' (এওআই)-র বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)র হিসেবে এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষের কানে শোনার সমস্যা আছে। এর মূলে আছে হেড ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে শুরু করে শব্দ দূষণ এবং কিছু ক্রনিক কানের অসুখ। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ৩ মার্চ দিনটিকে ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'হু'। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা বলেন, উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসায় কানের অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। ভারতীয় ইএনটি ডক্তরস অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট ইএনটি সার্জন ডা. দ্বৈপায়ন মুখার্জি জনগণকে শ্রবণ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে 'বিশ্ব শ্রবণ দিবস' পালনের আহ্বান জানান। দ্বৈপায়নবাবু জানান, মানুষের জীবনে দেখার মতো শোনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একবার যদি শ্রবণক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তাকে আগের অবস্থায় আনা প্রায় অসম্ভব।। হিয়ারিং এড বা ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ফেরানো মুশকিল। তাই শুধু শিশুদের নয় সকলেরই স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি বজায় রাখতে সচেতন থাকা উচিৎ। অতিরিক্ত হেড ফোন ব্যবহার কানে শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির এক অন্যতম কারণ। নাগাড়ে হেড ফোন, ইয়ার ফোন জাতীয় জিনিস কানে গুঁজে রাখলে সাময়িক ভাবে কানে শোনার উপলব্ধি ও তীক্ষ্নতা কিঞ্চিৎ কমে যায়। এরকম হতে হতে ক্রমশ শ্রবণ ক্ষমতা স্থায়ী ভাবে কমতে শুরু করে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই ব্যাপারটা চট করে বোঝা মুশকিল। ডা. মুখার্জি জানান,

হেডফোন না ব্যবহার করাই ভাল, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে টানা ২ ঘন্টার বেশি হেড ফোন ব্যবহার উচিৎ না। এই নিয়ম না মানলে অডিটরি নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি সকলকে এবিষয়ে সচেতন হয়ে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তির অধিকারী হতে আহ্বান জানান।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে ২০২০ সালে ভারতবর্ষে কমবেশি ১৮২.৪ মিলিয়ন (১৮ কোটির বেশি) মানুষ হেড ফোন ব্যবহার করতেন। ২০২৫ এর শেষে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২৪৪.৮ মিলিয়ন (প্রায় সাড়ে ২৪ কোটি)। এই প্রেক্ষিতে হেড ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিৎ বলে জানালেন ইএনটি সার্জন ডা. উৎপল জানা। এওআই-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার কোষাধ্যক্ষ ডা. স্নেহাশিষ বর্মন বলেন, এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেসের পক্ষ থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। সংস্থার অধিকর্তা প্রোফেসর (ডা.) অতুল গোয়েল জানান, সার্কুলারটিতে প্রত্যেক রাজ্য সরকার, মেডিক্যেল কলেজ, ইএনটি চিকিৎসক সংগঠন সহ প্রত্যেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েছেন। এওআই -এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ডা. অজয় কুমার খাওয়াস জানান যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে হেডফোন, ব্লুটুথ, ইয়ার প্লাগ ব্যবহার অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় যুবসমাজের মধ্যে বধিরতার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। ওয়ার্ল্ড হিয়ারিং ডে-তে কানে শোনার ব্যাপারে সচেতন হতে হেডফোন ব্যবহারে কিছু নিয়ম মেনে চলার আবেদন করা হয়েছে, একই সঙ্গে নিয়মিত কান পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

হেডফোন ও ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার প্রসঙ্গে নির্দেশিকাটি হল

নাগাড়ে হেডফোন ব্যবহার করার ব্যাপারে নিরস্ত করতে হবে, কেননা এর থেকে সাময়িক ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ভাবে বধিরতার ঝুঁকি থাকে।

নিতান্ত প্রয়োজনে ৫০ ডেসিবলের কম মাত্রার শব্দ কম্পাঙ্ক যুক্ত হেড ফোন ব্যবহার করা উচিৎ। টানা ২ ঘন্টার বেশি হেড ফোন ব্যবহার চলবে না, এর মধ্যে মাঝে মাঝে ব্রেক নিতে হবে।

মানানসই মাপের হেডফোন লো ভলিউমে চালিয়ে শোনা ভাল।

বাচ্চাদের টিভি দেখার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিৎ, নইলে মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যহত হবে এবং বাচ্চার আচার আচরণ অস্বাভাবিক থাকবে। ছোটদের অনলাইন গেম খেলার ব্যাপারে নজর দিতে হবে, বিশেষত উচ্চস্বরে যে সব গেম খেলা হয় সেগুলির শব্দ ও সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ। সামাজিক মাধ্যমে কম সময় দিয়ে পরিবারকে বেশি সময় দিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।বড়সড় ইভেন্ট হোক বা মাঝারি ধরণের, ইভেন্ট ম্যানেজারকে নির্দেশ দিতে হবে যে শব্দ যেন ১০০ ডেসিবল মাত্রা না ছাড়ায়। ইভেন্ট হোক বা ডিজে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরী। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি কান পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিৎ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এওআই-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ডা. অজয় কুমার খাওয়াস, কোষাধ্যক্ষ ডা. স্নেহাশিষ বর্মন ও দেশের প্রথম সারির কয়েকজন ইএনটি চিকিৎসক। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষকে নিজেদের শ্রবণ ক্ষমতা সুরক্ষার সম্পর্কে সচেতন হতে বার্তা দেন। তাঁরা বলেন উপরের নির্দেশিকা মেনে চললে একদিকে যেমন বধিরতার সমস্যা কমবে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা সুরক্ষিত থাকবে।

দেশ ও দশের কাজই লক্ষ্য, সুন্দরবনের মানুষের চিকিৎসা করছেন বিনা পয়সার ডাক্তার

সৌরভ দাশ,সন্দেশখালি, ৩ মার্চঃ বাবা ছিলেন দিনমজুর, দারিদ্রতাকে নিত্য সঙ্গী করেই পরিবার ও নিজের স্বপ্ন পূরন করেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ডঃ ফারুক হাসান। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ফারুক চান, প্রত্যন্ত এই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য -শিক্ষার উন্নতি সহ সার্বিক উন্নতি। সেই লক্ষ্য পূরনে মানুষের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এই চিকিৎসক। গ্রামের স্কুলেই মাধ্যমিক পাশ করার পর বিনা বেতনে আল আমিন মিশন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, অতপূর ২০১২ সালে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রী অর্জন করেন তিনি।ইনটার্নশীপ চলাকালীন সময়তেই এলাকার বাচ্চাদের পড়াশুনার কথা ভেবে নবদিগন্ত মিশন স্কুল চালু করেন। ডিগ্রী অর্জনের পর বেশ কিছু হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে কর্মরত থাকলেও

ভোলেন নি নিজের শিকড়ের প্রতি টান। সাফল্য পেয়ে শহুরে জীবনের ছোঁয়া কে উপেক্ষা করে নিজের এলাকার মানুষের সেবাকেই পরম ধর্ম হিসাবে গ্রহন করেন এই চিকিৎসক। এলাকার মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শুরু করেন বিনা পয়সায় চিকিৎসা। প্রত্যন্ত সুন্দরবন সন্দেশখালিতে খাস-শাকদহে শুরু করেন এলাকার মানুষের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা। সেই থেকে গত দশ বছর ধরে মানুষকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছেন বিনা পয়সার চিকিৎসক । তার কথায় পাশ্ববর্তী ছয়টি থানা এলাকার মানুষকে তারা এই চিকিৎসা সহায়তা করেন, বিনা পয়সায় ওষুধ ও তুলে দেওয়া হয় রোগীদের। দুর দুরান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের জন্য বিনা পয়সার আহার এর ব্যাবস্থা রয়েছে সুন্দরবনের এই সু সন্তানের তরফে। এর পাশাপাশি এলাকার মানুষের সুবিধার্থে প্রতি শনিবার বিনা পয়সার বাজার এর ব্যবস্থাও করেছে তার সংস্থা,বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত নতুন জামা কাপড় নিয়ে সপ্তাহ অন্তে প্রতি শনিবার বসে এই বাজার। সেখানথেকেই প্রয়োজনমতো পোশাক সংগ্রহ করেন গ্রামের মানুষ। নিজের পাশাপাশি, গ্রামের স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রেসার, সুগার, মাপার কাজ শেখাচ্ছেন চিকিৎসক। তারই তত্বাবধানে প্রায় দেড়শত স্বাস্থ্যব্রতী ভলেন্টিয়ার কাজ করেন বলেও জানান তিনি। ২০২১ সালে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ নাম ওঠে সুন্দরবনের এই বিনা পয়সার চিকিৎসকের।এশিয়া বুক,ম্যাজিক বুকে নাম ওঠে তার। বিভিন্ন টক শো, রিয়্যালিটি শোর পর্দাতেও তার এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান তিনি। ইতিমধ্যে আলামিন অনন্য প্রাক্তনী পুরস্কারও পান ফারুক হাসান। করোনাকালে ভালো কাজের জন্য পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সংশাপত্রও পান এই চিকিৎসক। গরীবের বন্ধু, বিনা পয়সার চিকিৎসক ফারুক হাসান জানান, তিনি গরীব, নিস্ব পরিবারের ছেলে,সেখান থেকেই মোটিভেশান এসেছে, তারপর আলামিন মিশনে পড়া কালীন ও দেশ ও দশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার অনুপ্রেরণা পান। তার কথায়,তার এলাকার মানুষ দিন আনা দিন খাওয়া, বেশীরভাগ মানুষই মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল, সেই জায়গা থেকেই মনে হয়েছে এখানে শিক্ষা,স্বাস্থ্যের উন্নতি দরকার, আর তাই ই এই কাজ করে চলেছেন,আগামীতেও এভাবেই মানুষের জন্য কাজ করতে চান বলে জানান তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩১

‘এশিয়া শতাব্দী’ শুরু করবে ভারত এবং চিন

ভারত এবং চিন যৌথভাবে ‘এশিয়া শতাব্দী’ শুরু করবে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। ভারতের বিদেশমন্ত্রীর কথাকে স্বাগত জানিয়েছে চিন সরকার। লাদাখ এবং তিব্বত সীমান্তে চিন সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের সীমান্ত সংঘর্ষ রয়েছে। তবুও তার মধ্যে থেকে ভারতের বিদেশে মন্ত্রী জয়শঙ্কর আশা প্রকাশ করেছেন যে এশিয়াতে নতুন সূর্যের উদয় ঘটবে ভারত এবং চিনের যৌথ প্রচেষ্টায়। তারই সূচনা হতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপ এখন আর বিশ্বের কাউকে পথ দেখাতে পারছে না। তারা এখন যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তাদের কাছ থেকে মানব সভ্যতা বিকাশের কোন সূত্র পাওয়া একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। আগামি দিনে বিরোধ ভুলে গিয়ে যদি ভারত এবং চিন হাত মিলিয়ে চলে তাহলে নতুন শতাব্দী এশিয়াতে এসে উপস্থিত হবে। জাপানকেও এর সঙ্গে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন বলেছিলেন এশিয়ার এশিয়াবাসীদের জন্য। সেই পথ ধরে এগোনোর সময় এসে গিয়েছে। এখন আর ইউরোপের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। এশিয়াবাসীদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সমানের দিকে পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। এশিয়ার ভাগ্য এশিয়াবাসীদের হাতেই রয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার কেউ এশিয়ার উন্নতির জন্য এগিয়ে আসবে না। এশিয়ার উন্নতি করতে গেলে এশিয়াবাসীদের সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। এদিন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের কথায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন চিন সরকার। চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

সম্পাদকীয়

১৯৮৮ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে বৈঠকে এশিয়ার শতাব্দী শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন প্রাক্তন চিনের রাষ্ট্রনায়ক দেং জিয়া পিং। চিনের একজন রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, চিন এবং ভারতের উন্নতি না হলে কিন্তু ‘এশিয়া শতাব্দী’ আসবে না। প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের ব্যবহারের দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভারত এবং চিনের উন্নয়নশীল অর্থনীতি। সেই কারণে বিরোধ নয় চিনের এখন মিলনের সেতু রচনা করতে হবে। ইউরোপ কোনও কালেই এশিয়ার দেশগুলির উন্নতি চাইবে না। তারা এশিয়াকে ব্যবহার করবে নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে। এশিয়ার দেশগুলি যত দুর্বল থাকবে ততই ইউরোপ এবং আমেরিকার লাভ। এবার সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। এশিয়ার দেশগুলিকে এখন মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এশিয়ার শতাব্দীর কার্যকর করতে চিন এবং ভারতকে এক যোগে কাজ করতে হবে। চিনকে আগ্রাসন নীতি ত্যাগ করতে হবে। চিন যে পদ্ধতি এবং কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তা কিন্তু একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারে অপমান। সেই দিকে চিন সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দুর্বল দেশের কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করার যে নীতি চিন গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তা সেটা পরিত্যাগ করতে হবে। এশিয়ার সার্বিক উন্নতির জন্য চিনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এটা না হলে এশিয়ার উন্নতি লাভ করা একেবারে অসম্ভব। এশিয়াকে শক্তিশালী করতে জাপান সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। চিন জাপান এবং ভারত এক জোট হলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তিকে পরিণত হতে পারবে বলে বিশ্বাস করেন বিদেশে মন্ত্রী জয়শঙ্কর। চিন ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর কথাকে মান্যতা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত চিন সীমান্ত থেকে সেনা সরানো এবং সীমান্ত চিহ্নিত করণের কাজে চিনকে সহায়তা করতে হবে। বিরোধী কমলেই এশিয়ার দেশগুলি আবার মাথা তুলে দঁড়াতে পারবে বলে বিশ্বাস করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। এবার সময় এসেছে এক সঙ্গে কাজ করার। এই সময়টাকে ব্যবহার করতে হবে বলে বিশ্বাস করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি চিন সরকারকে এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে অনুরোধ করেছেন।

ভারত চিন সিদ্ধান্ত

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে রাশিয়া, চিন এবং ভারত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন ভারত চিন সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এদিকে এই বৈঠকের ওপরে সারা বিশ্ব নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটেন এবং আমেরিকা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই বলেছিলেন চিনের সঙ্গে ভারতের যে সীমান্ত বিবাদ শুরু হয়েছে তার সীমাংসা করতে তারা আগ্রহী। কিন্তু চিন আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মেটাতে চায় না। রাশিয়া যেহেতু আগে একটি কমিউনিস্ট দেশ ছিল সেই কারণে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ব্যাপারে চিনের কোনও আপত্তি নেই। লাদাখে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়াকে ঘিরে এই প্রথম বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা শুরু হল। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর গভীর উদ্বেগের কথা চিন বিদেশ মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আজকে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক এবং সংস্কৃতি মৈত্রী বিপন্ন হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

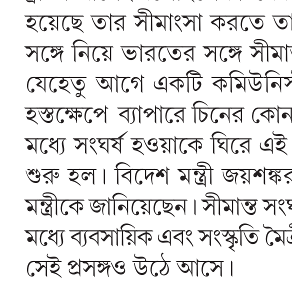

তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। সিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক।

কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান।

কালীভক্ত রামপ্রসাদ

ব সাধক রামপ্রসাদ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। দুইজনই শ্যামার মার ভক্ত। একজন শ্যামা মায়ের ভক্ত। আর একজন হচ্ছেন মা ভবতারিণীর ভক্ত। একজন থাকতেন হালি শহরে। আর একজন থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে। তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা ছিলেন তান্ত্রিক। তিনি তন্ত্র সাধনা করতেন। তন্ত্র সাধনার ওপরে সাধক বামাক্ষ্যাপা শক্তি ছিল। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সাধক রামপ্রসাদ ইনারা তন্ত্র সাধক ছিলেন না। ইনারা ছিলেন মায়ের পুজারি। মা কালীর পুজোরি। পুজো করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। আর সাধক রামপ্রদাস গান করনাচ করে মায়ের পুজো করতেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মা মা করে ডাকতেন গঙ্গার তীরে বসে। মাকে ডাকতে হবে এক মনে। তবেই তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই জগত চালিত হচ্ছে। তিনি আছেন বলেই গ্রহণ নক্ষত্র সব কিছুই একটি নিয়মে চলাফেরা করে। সমাজ, ধর্ম, দেশ সংসার শ্যামা মায়ের নিয়মেপরিচালিত হচ্ছে। মা আছেন বলেই সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার এবং সংসার পরিচালিত হতে পারছে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দান এবং ধ্যান এই দুটো মা কালী দিয়ে থাকেন। আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তাকে কেন্দ্র করে পুরো জীবনটা অতিবাহিত হয়। তিনিই জগত সেরা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু’র দৃষ্টিতে বিদ্রোহী কবি

রবীন্দ্রকুমার শীল

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের সঙ্গে বিদ্রোহী কবির সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। একেবারে আন্তরিক সম্পর্ক। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে নেতাজি এবং নজরুল বন্দি হয়ে ছিলেন। আজকে যেটা বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল সেটাই ছিল বহরমপুর সেন্ট্রাল কারাগার। আজও সেখানে নেতাজি এবং নজরুলের কারাগার কক্ষ দুটি অযত্নে পড়ে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মহাফেজখানায় বহু তথ্য আজও বর্তমান রয়েছে। সেগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়নি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই চায়ের দোকানে গোপন আড্ডা বসতো। ফেভারিচ কেবিনের চায়ের দোকান। প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল, বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত এই চায়ের দোকানে বসে সাহিত্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আলোনচা চলতো। নতুন বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র মৃদুল বড়ুয়া বলেছেন, যিনি ১৯১৪ সালে চা ঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নূতন বড়ুয়া এবং তাঁর বড় ভাই স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের দিকে ঘরে বিপ্লবীরা সভা করতেন। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। তখন নজরুল মুজফফর আহমেদ ভিতরের ঘরে বসে সবার সঙ্গে কথা বলতেন। নূতন বড়ুয়া পুলিশ আসছে কিনা তার ওপরে নজর রাখতেন। সতর্ক বার্তা দিলে বিপ্লবীরা পিছনর দরজা দিয়ে প্রস্থান করতো। এখানে মাঝে মধ্যে নজরুল চা খেতে খেতে গান গেয়ে শোনাতেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে। তখন তিনি নেতাজী হননি। সুভাষ বোস নামেই খ্যাতি ছিল। স্বাধীন হিন্দু হোটেলেও নেতাজি এবং নজরুলকে মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত। নেতাজি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে এখানে মাঝে মধ্যে খেতে আসতেন। তখন এটি নিউ হোটেল নামেই পরিচিত ছিল। কাজী নজরুল ইসলামে প্রেম দোহ আর বিপ্লবের কবি। দেশপ্রেম ও সৃষ্টি সাহিত্যেকর্মের কারণে নজরুলের জীব্বদশায় পেয়ে গেছেন বহু সম্মান, যার একটি বাংলাদেশের জাতীয় কবির সম্মান। দুখু মিয়ার বিপ্লবী চেতনায় ছুঁয়ে যায় বিপ্লবী নেতাজির সুভাষ চন্দ্র বোসকেও, তার তাই কবি নজরুলের জাতীয় কবি হবার বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন নেতাজি। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক মহম্দ আব্দুল হান্নানের এক বক্তৃতায় এই সব কথা বলা হয়েছে। মহম্মদ আব্দুল হান্নান বছেন, ‘ ১৯২৯ সালে কলকাতার আলবার্ট হলে নজরুলের যখন ২৯ বছর বয়স সে সময়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বলেছিলেন, আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি কিন্তু ‘দুর্গম কান্তার মেরুর’ মতো কোনও গান আমি খুঁজে পাইনি। এবং তিনি ঘোষণা দেন, যেদিন দেশ স্বাধীন হবে, ভারতবর্ষ সেদিন স্বাধীন হবে, বাঙালির জাতীয় কবি হবেন কাজী নজরুল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেই বাংলাদেশ সফরে শ্রীমতি গান্ধিকে অনুরোধ করে নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাকে ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে। ১৯২৯ সালের নেতাজির সুভাষ চন্দ্র বোসের কথা স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হলো শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলার বিদ্রোহী-আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন- ঐতিহাসিক-সত্তার রূপকার। বাঙলার শেষ রাতের ঘনান্ধকারে নিশিথ-নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিপ্লবের রক্ত-লীলার মধ্যে বাঙলার তরুণরা শুনেছে রুদ্র-বিধাতার অট্টহাসি, কাল ভৈরবের ভয়াল-গর্জন-নজরুলের জীবনে, কাব্যে, সঙ্গীতে ও তাঁর কন্ঠে। প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো, লেলিহান অগ্নিশিখার মতো, পরাধীন জাতির তিমির ঘন-অন্ধকারের বিশ্ববিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরায় ধূলায়।’ বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক এবং আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার কিংবদন্তি নায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে ভালোবাসার মাশুল দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। তিনি আরও বলেন, নেতাজির সঙ্গে নজরুলের গভীর আদর্শগত ভালোবাসা ছিল সেটা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নেতাজি এবং নজরুল দুইজনেই ছিলেন স্বাধীন ভারতের সৈনিক। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুও ছিলেন আজীবন সৈনিক। নেতাজি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন নজরুলও সেই পথকে বেশি করে পচ্ছন্দ করতেন। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুও তাঁদের পথকেই অনুসরণ করেছিলেন। নেতাজির অনুরোধে ‘‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’’ কবিতাটি লিখে ছিলেন নজরুল।

নেতাজি এবং নজরুলের আন্তরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি এবং নেতাজি গবেষক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, নজরুল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী থাকলেও তিনি ছিলেন একেবারে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদ কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী। এখানে

নজরুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধু মুজফরের চিন্তার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নজরুলের প্রতিটি গান এবং কবিতার স্বদেশিয়ানা ফুটে উঠেছে। কিন্তু মুজফফর আহমেদ রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল সামাব্যদে বিশ্বাসী থাকলেও তাঁর কবিতা কমিউনিস্ট চিন্তাকে অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের দর্শন বেশি করে প্রকটিত হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নজরুলের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নজরুলের ‘চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’ সেনাদের মার্চিং সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া ‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’ গানটিও আদাজ হিন্দ ফৌজের অন্যতম ব্যাণ্ড সঙ্গীত ছিল। নজরুলর আরও বেশ কয়েকটি গান আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্যাণ্ড সঙ্গীত ছিল। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস জেলে থাকার সময়ে তিনি স্বদেশি কয়েদিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাণ্ডারি হুঁশিয়ার গানটি গাইতেন। বর্মার মন্দালয়ে জেলে থাকার সময়ে সেখানে জেলের বন্দিদের নিয়ে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেই দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন ধরে স্বদেশি গানের আসর বসত কারাগারের মধ্যে। সেখানেও নজরুলের স্বদেশি গান গাওয়া হতো। নজরুলের সাহস নেতাজিকে মুগ্ধ করেছিল। নেতাজির প্রতি এম এন রায়ের আকর্ষন ছিল। এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন সাংবাদিক রবীন্দ্র কুমার শীল । মুজফফর আহমেদ বেশ কয়েকবার নেতাজির সঙ্গে দেখা করেছেন এম এন রায়ের চিঠি নিয়ে। নেতাজিকে রাশিয়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এম এন রায়। কিন্তু নেতাজি মুজফফর আহমেদকে বলেছিলেন এমন এন রায় স্বয়ং তাকে এ ব্যাপারে চিঠি কেন দিচ্ছেন না। রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন আর ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নয়। দুই আন্দোলনের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। রাশিয়াকে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। সেখানকার রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রজার শাসনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে বিদেশি শাসক। তাদেরকে পরাস্ত করতে গেলে এক মাত্র অস্ত্র শক্তি ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করতে কোনও দিনই চাইছে না। ব্রিটিশ শক্তি শুধু সামবির দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। তারা শিক্ষা দীক্ষায়ও শক্তিশালী। ফলে ব্রিটিশ শক্তিতে ভারত থেকে সরাতে গেলে একটি মাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। সেটা ভারতের মধ্যে থেকে নয়। ভারতের বাইরে থেকে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। তার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে রাশিয়া গিয়ে সময় নষ্ট করা চলবে না। ভবিষ্যত আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিদেশে থেকে ডাক আসতে পারে। তার জন্যই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সুতরাং নেতাজি এম এন রায়ের চিঠির কোনও জবাব দেননি। এবং বারবার মুজফফর আহমেদকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নেতাজি কোনও সময়ে রাশিয়া গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাননি। তিনি সেই সময়ে পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন ভারতের স্বাধীনতায় জার্মান জাতির সহযোগিতা পাওয়ার জন্য। জাপানে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি শুরু করে দিয়েছেন রাস বিহারী বোস। রাসবিহারী বোস সুভাষ চন্দ্রের আশার অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন। সেই সময়ে সুভাষ চন্দ্র বোস ইচ্ছা ছিল জার্মানরা যদি তাদের অস্ত্র দিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করে তাহলে আরও শক্তিশালী বাহিনী তৈরি হতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই নেতাজি জার্মান দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিটলার প্রথম নেতাজিকে ব্রিটিশদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছিলেন। তারপরে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে নেতাজির সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হন হিটলার। কিন্তু হিটলার বলেও ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করবেন। জাপান সরকার আজাদ হিন্দু বাহিনীকে শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত করতে সব রকমের সহযোগিতা করবে বলে হিটলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। জাপানে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি বাহিনীর নিজস্ব ব্যাণ্ড তৈরি করলেন। সেখানে ভারতের স্বদেশি সঙ্গীতগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’ এর মতো রুট মার্চের সঙ্গে নজরুলের ‘চল চল চল উর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল’ আজাদ হিন্দ বাহিনীতে সঙ্গীত প্রস্তুত করা হয়েছিল।

কবি নজরুলের জীবনটাই ছিল একেবারে কাল বৈশাখীর ঝড়ের মতো। তিনি যেমন ঝড়ের গতিতে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে সব কিছুকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকমভাবে তাঁর জীবনের ঝড়ের গতিটা কোনও এক সময়ে একেবারে থমকে গিয়েছিল। কবি নজরুলের প্রবল ঝড়ের গতিতে সেই সময়কার বহু নামকরা বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। সেই সময়ে বাংলার পাঠকদের কাছে নজরুল ছাড়া আর ভিন্ন কবির নাম শুনতে পাওয়া যায়নি। ‘ধুমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বাংলার পাঠকদের রক্তকে একেবারে শানিত করে দিয়েছিল। সেই কারণে কবিগুরু বলেছিলেন, তুমি কি দাঁড়ি কাটো তলোয়ার দিয়ে। তলোয়ারের মতো ধার ছিলেন কবি নজরুলের লেখায়। তাঁর কবিতার আঘাতে কত বাংলা কবি দিশাহারা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল তার ইয়াত্তা ছিল না। সেদিনও দিল্লীতে নেতাজি-স্মৃতি সভায় গেয়েছিলাম (ডিসেম্বর ১৯৫৪) কাজীর একটি গান, যা সুভাষ অত্যন্ত ভালোবাসত। ঃ ‘দুর্গম গিরি কান্তার মেরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।’ কাজী যখনই এই গানটি গাইত মনে প’ড়ে সুভাষের মুখ আবেগের রাঙা হ’য়ে উঠত- বিশেষ ক’রে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে ঃ ‘ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি’ অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান?’ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার এ চরণটি ধরতে না ধরতে মন সম্ভ্রমে উল্লাসে ভ’রে ওঠে। এ-জাতীয় চরণ কলাকৌশলে আসে না, কাব্যসাধনায় নয়- আসে কেবল আলোকের প্রেরণার অবতরণে। কাজীর নানা কবিতায়ই পাওয়া যায় এই দিব্য প্রেরণা। (নজরুল স্মৃতি, পৃষ্ঠা-২২-২৩)।

কাজী নজরুল ইসলাম সেনা বাহিনী থেকে সেনাদের আচার আচরণ শিখে ছেন। আবার তিনি জেলে গিয়ে স্বাধীনতা জ্বালাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কেন পরাধীন দেশের নাগরিকদের ওপরে শাসকদের অত্যাচার নেমে আসে সেটা তিনি প্রত্যক্ষভাবে জেলের মধ্যে থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেটাই তিনি তাঁর প্রতিটি কবিতা রক্তের অক্ষরে লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন। পরাধীন নাগরিক হওয়ার জ্বালাটা কোনও খানে সেটা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কালা আদমীদের সঙ্গে সাদা সেনাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। মাইনেও ছিল পৃথক। সাধারণ সেনা হতো অধিকাংশ কালা আদমির লোকেরা। ভারতীয়রা সাধারণ সেনা হতো। কিন্তু ব্রিটিশ যুবকেরা সাদারণ সেনা না হয়ে তারা পদাধিকারী সেনাতে পরিণত হতো। সাধারণ সেনা হওয়ার ফলে মাইনে থেকে শুরু করে বাসস্থান সবই ছিল শ্বেতাঙ্গদের থেকে বিরাট ব্যবধান। পার্থক্য বিরাট। সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উপযুক্ত চাকরি না পেয়ে সেনা বাহিনীতে বাধ্য হয়ে যোগ দিলেন কাজী নজরুল। তবে তিনি সেনা বাহিনীতে থাকার ফলে ভারতের বীর সংগ্রামীদের জন্য মার্চ পাস্ট সঙ্গীত ‘চল চল উর্ধ্ব গগনে মাজে মাদল ’ গানটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ছিল ঠিক ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সেনা বাহিনীর মার্চ পাস্ট সঙ্গীত।

শিক্ষাবিদ দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরে রেখে দিয়েছিলেন দুই দ্বারকানাথ। প্রথম জন হচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম রেল চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সুফল যাতে বাংলায় এসে উপস্থিত হতে পারে তা জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি নারী শিক্ষাকে প্রধান্য দিতে থাকেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭৯৪ সালে। তিনি বিলাতে পরলোকগমন করেন ১ আগস্ট, ১৮৪৬ সালে। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০ এপ্রিল, ১৮৪৪ সালে। ঢাকার বিক্রমপুরের মাগুরাখাণ্ডা গ্রামে। তিনি পরলোকগমন করেন ২৭ জুন ১৮৯৮ সালে। বাংলার নবজাগরণের কালে এই দুই দ্বারকানাথের অবদান কম ছিল না। প্রথমজন দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার সম্মানকে একেবারে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি আবার সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতেন। এমনকী ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি সমর্থন করে তাঁর পরিবারের সবাইকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ঠাকুর বাড়িতে

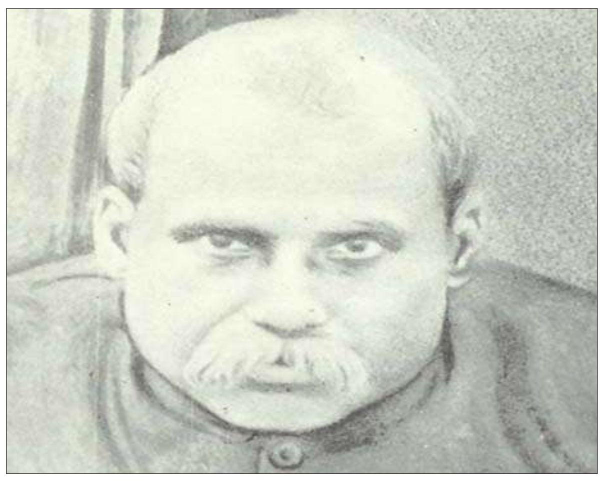

মহিলাদের শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনি কোনও সময়ে দ্বিমত পোষন করেননি। মহিলারা যদি শিক্ষিত হতে পারে তাহলে সমাজ থেকে কুসংস্কার অচিরেই দূর হয়ে যেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। একই মত পোষন করতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মনে করতেন মহিলাদের শিক্ষা দিতে পারলে সমাজে আর কুসংস্কার বলে কিছু থাকবে না। সমাজ থেকে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ এবং বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করতে গেলে দরকার হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া। সেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি মহিলাদের শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু স্কুল স্থাপন করেছিলেন। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কম যাননি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপরে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে তার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৪)। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হল নাম দেওয়া হল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। এখানে বাংলার সব ধর্মের মেয়েরা পড়াশুনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ১ জুন, ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্তোত্র পাঠ করে এই বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করেছিলেন। তারপরে ৭ মে ১৮৪৯ সালে আজকের বেথুন স্কুলে শুভ সূচনা হল। তখন এই মেয়েদের স্কুলের নাম ছিল ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ বা ‘কলকাতা মহিলা বিদ্যালয়’। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। ১৮৫০ সাল কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ এর নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। উপস্থিত ছিলেন রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, মদনমোহনসহ আরও অনেকে। তখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন স্যার হারবার্ট লিটলার। সঙ্গে এসেছিলেন লেডি লিটলার। উপস্থিত ছিলেন বেথুন স্কুলের প্রধান স্থপতি মিস্টার গ্রে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মহিলা বিদ্যালয়ের জন্য একটি উক্তি লিখে পাঠিয়েছিলেন-‘ কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তিযত্নতঃ’। ‘পুত্রের মতো কন্যাসন্তানকেও যত্নের সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বড় করতে তুলতে হবে-মহানির্বাণ তন্ত্র’। বিদ্যাসাগরের এই লেখ াটিকে স্কুলের এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যাতে সবাই দেখতে পায়।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে বিপ্লবী মহিলাদের ভূমিকা

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠের কারণে তাঁকে দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ২৪ জুন ১৯১৮ সালের ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন ১৯১৫ অনুসারে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ২০ জানুয়ারি ১৯১৭ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯১৯ সালে তিনি শর্তাধীনে মুক্তি লাভ করেন। তিনি বিপ্লবী জ্যোতিষ গুহ, বিপিন গাঙ্গুলী এবং উপেন ব্যানার্জি (স্টেট প্রিজনার) এঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বোমা প্রস্তুত করতে পারতেন। আবার তাঁকে ২৫ অক্টোবর ১৯২৪ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে মুক্তি লাভ করেন।

যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৬ সালে। পিতা ঃ হেমচন্দ্র ব্যানার্জি। জয়পুর, থানা ঃ লোহগ্রা। ৪-৩ মলঙ্গা লেন কলকাতায় বসবাস করতেন। ব্যানার্জি পরিবারের চারজন সদস্যই বিপ্লবী দলে যুক্ত ছিলেন। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠের অস্ত্র রাখার অপরাধে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। ১৪ অক্টোবর ১৯১৮ সালে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৭ সালে। পিতা ঃ বিপিন বিহারী ব্যানার্জি। মালিপোতা, থানা ঃ শান্তিপূর, নদীয়া। ৪-৩, মলঙ্গা লেন, কলকাতায় বসবাস করতেন। গিরিন ব্যানার্জি এবং নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির খুড়তুতো ভাই। তিনি বিপ্লবী দলের সংবাদ বাহক ছিলেন। ১৭ আগস্ট ১৯১৬ সালে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। ১৯১৯ সালে ১৩ মে মুক্তি লাভ করেন।

রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ জন্ম ঃ ১৯০১ সালে। পিতা ঃ বিপিন বিহারী ব্যানার্জি। মালপোতা, থানা ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। ৪-৩, মলঙ্গা লেন কলকাতায় বসবাস করতেন। গিরিন ব্যানার্জি এবং নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ভাইপো। রডা কোম্পানির অস্ত্র দিয়ে ডাকাতির চেষ্টা। ১৭ আগস্ট ১৯১৬ সালে কারাবরণ করেন এবং ১৯১৮ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভ করেন।

(ক্রমশ)

আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী জন্মজয়ন্তী পালন

আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর ৭৮ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করল বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া। ৪২ জন দুস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী স্কলারশিপ (৮৪,০০০- টাকা) প্রদান করা হয়।বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া এবং আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে আচার্য এইচ. বি. চৌধুরী ৩য় স্বর্ণপদক ২০২৫ প্রদান করা হয় মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া’র সাধারণ সম্পাদক শ্রীম পি. সীবলি থের মহোদয়কে, আচার্য এইচ. বি. চৌধুরী ২য় স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃশঙ্করকুমার নাথ, স্বাগত ভাষণ প্রদান করে সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন সভার সভাপতি ড. রতনশ্রী মহাথের, শ্রীম আনন্দ ভিক্ষু,ড. সুমনপাল ভিক্ষু। ভিক্ষু বিশ্বজিৎ এর মঙ্গলাচরণ ও ভাস্কর চক্রবর্তীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে সহ সম্পাদক ড. সুমিত বড়ুয়া।

জাতীয়তাবাদ চিন্তা

আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে জাপানের বিমান সেনারা। জাপানকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলো। হিরোসিমাতে আনবিক বোমা ফেলায় জাপান দুর্বল হল এবং আত্মসমর্পণ করলো। রাশিয়ার পথকে ভারতের কমিউনিস্টরা আদর্শ পথ বলে গ্রহণ করার ফলে সেই সময়ে রুশ বন্ধু ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কমিউনিস্টরা মহাত্মা গান্ধিকে সমর্থন করলেও নেতাজি এবং রাসবিহারী বোসকে সমর্থন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক ঘেঁসা মানুষ ছিলেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করলেন। চিনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। অতিরিক্ত চিন বন্ধুত্বের গুণগার দিতে হল। ভারত থেকে তিব্বত হাতছাড়া হল। তিন ভারত যুদ্ধ হল। যে তিব্বতে ভারত প্রবেশ করতে সমর্থ ছিল সেই তিব্বতকে চিন অধিকার করলো। সীমান্তে ম্যাকমোহন লাইন তৈরি হল। ভারত চিন সীমান্ত নির্ধারণ হয়ে গেল। চিন যদিও আজও পর্যন্ত ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত চিন সীমান্ত বলে মেনে নেয় না। এই সব ভুলের সংশোধন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছেন। কাশ্মীর থেকে লাদাখ কে আলাদা কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মারা গিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অন্য রাজ্যের মতো থাকবে। আলাদা করে তাদের কোনও সংবিধান থাকবে না। ভারতের সংবিধান সেখানে চালু থাকবে। কাশ্মীরের যে নিজস্ব পতাকা ছিল তা আর নেই। একমাত্র ভারতের জাতীয় পতাকা সেখানকার মূল সরকারি পতাকা।

সিয়ান সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের আড্ডার ফলে পোস্ত চাষ, এদের ধরতে প্রশাসনের পাশে আছি ঃ কাজল

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ মার্চ ঃ শান্তিনিকেতন থানা এলাকায় লায়েকবাজার রূপান্তরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই চলছে বেআইনি পোস্ত চাষ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল সেখ বলেন, পোস্ত চাষের বিষয়টি জানা না থাকলেও, সিয়ান সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের আড্ডার জায়গা হয়ে উঠেছে। একথা বার বার বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছি। প্রশাসনের উদ্যোগে এই পোস্ত চাষ ধরা পড়ার পর আমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলো। দুষ্কৃতীদের আড্ডার ফলে এই পোস্ত চাষ। এদের ধরতে প্রশাসনের পাশে আছি। সোমবার নারকোটিক বিভাগের আধিকারিক, বিডিও, শান্তিনিকেতন থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী মিলে পোস্তর জমি নষ্ট করে। ঘটনার জেরে আটক করা হয়েছে পোস্ত চাষি শামসুদ্দিন জোয়ারকে। প্রসঙ্গত, পোস্তর আঠা থেকে মাদকদ্রব্য আফিম তৈরি হয়। তারজন্য পোস্ত চাষ বেআইনি। এই ব্যাপারে স্পষ্ট সরকারি নিষেধাজ্ঞা আছে। উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতন থানার লায়েকবাজারে শামসুদ্দিন জোয়ার নিজের বাড়ি সংলগ্ন জমিতে পোস্ত চাষ করেছেন। ফলনও হয়েছে ভালো। তবে প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে বেআইনি ভাবে পোস্ত চাষ করলেন। লায়েকবাজার রূপান্তরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই চলে পোস্ত চাষ। জানা গেছে, পোস্তর আঠার দাম প্রতি কিলো ৫০ থেকে ৮০ হাজার টাকা। যদি এক বিঘা জমিতে ভালো ফলন হয়ে পোস্ত চাষ হয় তাহলে সাড়ে ৩ থেকে ৪ কেজি আঠা মেলে। আর পোস্ত হতে পারে ১৪০ থেকে ১৫০ কেজি। বর্তমানে পোস্তর বাজার দল কিলো প্রতি ১৪০০ টাকা ১৫০০ টাকা। আর এই পোস্তর খোলা কমপক্ষে আড়াই থেকে ৩ হাজার টাকা কেজি। যা বিক্রি সম্পূর্ণ বেআইনি। পোস্তর খোলা ও আঠা থেকে আফিম তৈরি হয়। যা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য। তবে এই পরিমাণ জমিতে পোস্ত চাষ করলে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা উপার্জন হতে পারে। নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্য উৎপাদন হয় বলেই আইনত ভাবে পোস্ত চাষ দণ্ডনীয় অপরাধ। একমাত্র সরকারি ভাবে হয় পোস্ত চাষ। পোস্ত উৎপাদনের পর খোলাগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু, শান্তিনিকেতন থানা এলাকায় রমরমিয়ে চলছে বেআইনি পোস্ত চাষ। তাও আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই। এতে যে শিশুমনে প্রভাব পড়বে তা বলাই বাহুল্য। ভালো রকম ফলন হয়েছে পোস্তর। স্থানীয় তৃণমূল নেতা মনোয়ার হোসেন ওরফে আলেফ শেখ বলেন, আমার বিষয়টা জানা ছিল না। আমি পুলিশকে জানাচ্ছি, যাতে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। আইনত খুবই অপরাধ স্কুলের পাশে পোস্ত চাষ করা। পোস্ত চাষি শামসুদ্দিন জোয়ার বলেন, আমি পরীক্ষমূলক ভাবে পোস্ত লাগিয়েছি। জানতাম না বিষয়টা। আমি আর এই কাজ করবো না।

বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রভাব জেলাস্তরে

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৩ মার্চ ঃ সোমবার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যাদবপুরের বিশৃঙ্খলা পরবর্তী এই প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেন কলকাতার পুলিশ সুপার মনোজ বর্মা। পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে ' নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে, বাম ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রভাব জেলাস্তরে পড়তে দেখা গেছে। সোমবার সকালে ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মেদিনীপুর কলেজে। প্রাতঃ বিভাগের পড়ুয়ারা কলেজে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ধর্মঘট সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। দু'পক্ষের বাদানুবাদ এবং সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশবাহিনীকে মোতায়েন করা হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত-ও। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে সরিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। পরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়েও উত্তেজনা ছড়ায়। এআইডিএসও-র তরফে ধর্মঘটের পিকেটিং চলছিল সেখানে। ওই সময়ে তৃণমূলের জেলা সম্পাদক তন্ময় বেজ-সহ আট জনকে পুলিশ আটক করে। অন্যদিকে, যাদবপুর কাণ্ডের আঁচ পূর্ব মেদিনীপুরেও পাঁশকুড়ায়। তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত এক ছাত্রী। তাঁকে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি পাঁশকুড়া কলেজে। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৬ জন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। এদিন সকাল থেকে ধর্মঘট সফল করতে অন্যান্য কলেজের মতোই পাঁশকুড়ার বনমালী কলেজে ক্যাম্পাসেই ছিলেন এসএফআই ও AIDSO-এর সদস্যরা। জানা গিয়েছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা ঢুকতে গেলেই অশান্তির সূত্রপাত। তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। এরপরই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মহিলা-সহ বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকলেও তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। শুধু বনমালী কলেজ নয়, এদিনের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বহু কলেজেই অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এদিন সকালে পড়ুয়ারা মেদিনীপুর কলেজে যান। অভিযোগ, পড়ুয়াদের কলেজে ঢুকতে বাধা দেয় এসএফআই। পাল্টা প্রতিরোধ করে টিএমসিপি। তা নিয়ে দু'পক্ষের প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে পুলিশের সঙ্গে এসএফআই সমর্থকরা দুর্ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ। এমনও বেশ খানিকক্ষণ কলেজ চত্বর। ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ও।

গণ্ডার সুমারি, বন্ধ থাকছে চলেছে ডুয়ার্সের দরজা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ ঃ দিন কয়েক বন্ধ থাকতে চলেছে পর্যটকদের জন্য ডুয়ার্সের জঙ্গলের দরজা। জলপাইগুড়ির গরুমারায় গন্ডার শুমারি শুরু, সংখ্যা বাড়ার আশায় রয়েছে বন দফতর। গরুমারা ও চাপড়ামারী জঙ্গলে শুরু হচ্ছে গন্ডার শুমারি। আগামী ৫ ও ৬ মার্চ এই শুমারি চলবে, যেখানে বনকর্মীরা ট্র্যাপ ক্যামেরা ও কুনকি হাতির সাহায্যে গন্ডার গণনা করবেন। শুমারির সময় পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ রাখা হবে। শেষবার ২০২২ সালে হওয়া শুমারিতে গরুমারায় ৫৫ টি গন্ডার ছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশা করছে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩০ টির বেশি টিম এই শুমারির কাজ করবেন।

একই পরিবারের ৩ জনের রহস্য মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ মার্চ ঃ ট্যাংরা, মধ্যমগ্রামের পর আলিপুরদুয়ার। মাদারিহাটে বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার। কীভাবে মৃত্যু হল তাঁদের, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত্যুর আগে শংসাপত্র পুড়িয়ে দেয় ওই পরিবারের এক সদস্য। কী কারণে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা, তা স্পষ্ট নয়। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মাহুত বিনোদ ওরাও। তাঁর স্ত্রী সোমবার সকালে দুটি ঘরে তিনজনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। মৃতেরা হলেন বিবি ওরাও, রবি ওরাও এবং বিবেক ওরাও। বছর বাহান্নর রবি এবং বছর তিরিশের বিবি সম্পর্কে মা ও ছেলে। বিবেক বিনোদের একমাত্র সন্তান। বিনোদের দাবি, রবিবার রাতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করেন তাঁরা। পারিবারিক অশান্তি ছিল না বলেও দাবি তাঁর। প্রাথমিকভাবে অনুমান, মা বিবি এবং ভাইপো বিবেককে খুন করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন বিবেক। বাড়ির সামনে থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ছাই পাওয়া গিয়েছে। পরিবারের দাবি, বিবেক তাঁর সমস্ত শংসাপত্র পুড়িয়ে দেন। চাকরি পাচ্ছিলেন না বলে সম্ভবত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বিবেক। সেই কারণে চরম সিদ্ধান্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে কোটি টাকা হাতানো! গ্রেপ্তার অধ্যাপক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩ মার্চ ঃ সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় দেড় কোটি টাকা তুলেছিলেন এক অধ্যাপক। পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন যুবক-যুবতীরা। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম জোসেফ সরেন। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে ধৃতকে ইটাহার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে অভিযুক্ত একটি মামলায় হাজিরা দিতে এসেছিলেন। তখনই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জোসেফ সরেন হুগলির খানাকুলের রাজা রামমোহন কলেজের অধ্যাপক বলে জানা গেছে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের দানাগ্রামে। আগে তিনি উত্তর দিনাজপুরের কোচরা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেইসময় থেকেই তিনি চাকরি দেওয়ার নাম করে বাজার থেকে টাকা তুলতেন বলে অভিযোগ। ইটাহার, রায়গঞ্জের বিভিন্ন যুবক, যুবতীর থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলতেন। তার সঙ্গে মন্ত্রী, নেতা, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের পরিচয় আছে। টাকা দিলে প্রাথমিক, হাই স্কুল থেকে বিভিন্ন সরকারি জায়গায় চাকরি পাইয়ে দেওয়া হবে। সেই কথা বলে প্রত্যেকের থেকে প্রায় ২৬-২৭ লক্ষ টাকা করে তোলা হয়েছিল। বাজার থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। টাকা দিলেও চাকরি পাননি যুবক-যুবতীরা। ১৩ জন থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি কয়েকজনকে টাকা ফেরতের নামে ব্যাঙ্কের চেক দিয়েছিলেন। সেই চেকও বাউন্স করে। সেই ঘটনায় চারজন ফের থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই চেক বাউন্স মামলায় সোমবার রায়গঞ্জ আদালতে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তখনই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই অধ্যাপক টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁকে আরও জেরা করার জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান ইটাহার থানার আইসি সুকুমার ঘোষ। অন্য কোনও জায়গা থেকেও কি তিনি একইভাবে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলেছেন? সেসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের গাড়ির বৈধতা নেই, অনলাইন অ্যাপে চেক করে দাবী সরকারি কর্মীর, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ মার্চ ঃ গাড়ি ধরা কে কেন্দ্র করে পুলিশ এবং ব্লকের সরকারি কর্মীর মধ্যে বচসা। ব্লকের এক কর্মীর গাড়ি ধরতেই এই বচসার সূত্রপাত। তারপর অনলাইন মাধ্যমে পুলিশের সাথে থাকা গাড়ির নাম্বার দিয়ে চেক করে ওই ব্লকের কর্মীর দাবি পুলিশের নিজের গাড়িতেই কোন বৈধ কাগজপত্র এবং বিমা নেই। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে নি আমরা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের কর্মী আব্দুল মোবিন। এদিন তিনি তার ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে চাঁচলে কাজে আসেন। ফেরার সময় চাঁচল হাটখোলা মোড়ের কাছে পুলিশ তার গাড়ি আটকায়। তারপরেই তর্কাতর্কি। সেই সময় আব্দুল মোবিন পুলিশের সঙ্গে থাকা গাড়িতে নাম্বার প্লেটের ছবি তুলে অনলাইন অ্যাপে চেক করে দাবি করেন পুলিশের নিজের গাড়ির ইন্স্যুরেন্স সহ কোন কাগজপত্র নেই। যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে দাবি যেহেতু তিনি সিট বেল্ট পড়ে ছিলেন না তাই তার গাড়ি আটকানো হয়েছিল। এই সময় তিনি কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মহা সমারোহে কোগ্রামে পালিত হল কুমুদ সাহিত্য মেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ মার্চ ঃ 'বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদের বাঁকে, জল যেখানে সোহাগ করে স্থল কে ঘিরে রাখে'। হ্যাঁ পল্লি ও প্রকৃতি প্রেমিক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের এই কবিতার লাইন স্মরণে নেই এমন বাঙালী বিরল। সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কোগ্রামে পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বসতভিটে 'মধুকর' প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে পালিত হলো কুমুদ সাহিত্য মেলা। এবার পনেরো বছরে প।লো দক্ষিণবঙ্গের বৃহত্তর এই সাহিত্য মেলা টি।কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন ২০১০ সালে এই সাহিত্য মেলা শুরু করেন। এদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টে অবধি চলে সাহিত্য - সংস্কৃতি বিষয়ক সভাটি।এবার যুগ্ম উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন জনাব আনসার মন্ডল (এজিপি - কলকাতা হাইকোর্ট) এবং শ্রী সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক - রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি)। যুগ্ম প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপক লোকসংগীত শিল্পী রতন কাহার । যুগ্ম অনুষ্ঠান সভাপতি হিসাবে ছিলেন দিলীপ বিশ্বাস (ডেপুটি সেক্রেটারি - রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রী।। দপ্তর) এবং জনাব শফিকুল ইসলাম দুলাল (সাংবাদিক ও সঞ্চালক)। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন সমরেন্দু চক্রবর্তী (মুখ্য আইন প্রশিক্ষক - আরক্ষা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় কলকাতা পুলিশ), মধুসূদন ঘোষ (আইসি - মঙ্গলকোট), সঞ্জয় ঘোষ (ভাইস চেয়ারম্যান - বর্ধমান জেলা বার এসোসিয়েশন), সমীর মজুমদার (অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক - কলকাতা ১৭ নং চক্র), সোনালী কাজি (সঙ্গীতশিল্পী ও বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম এর নাতনি), ডঃ রমজান আলি (লেখক), মধু সূদন কোঁয়ার (সমাজসেবী), প্রমুখ। সোমবার ১৫ জন কে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয় উক্ত কমিটির তরফে। এবার সংবর্ধনা পেলেন সমীর গোস্বামী (প্রাক্তন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক - ভারতীয় রেল), চন্দ্রশেখর বাগ (আইনজীবী - কলকাতা হাইকোর্ট), উত্তাল ঘোষ (বর্ষীয়ান সাংবাদিক), সত্যকাম বাগচী(নজরুল গবেষক), বিশ্বরুপ সিনহা (সাংস্কৃতিক উদ্যোগী), তীর্থঙ্কর দে (শিক্ষাব্রতী), আব্দুল জব্বার (কবি ও সমাজসেবী), প্রসেনজি সামন্ত (সাংবাদিক), সাহানা খাতুন (আদালত কর্মী), ঋষিগোপাল মন্ডল (সাংবাদিক), সেখ আনসার আলী (কবি), রাধামাধব মুখার্জি(কবি) শান্তিময় ঘোষ (গীতিকার) জয়ন্ত কুমার ধারা (প্রাক্তন বনাঞ্চল আধিকারিক), রেজাউল হক (ব্যবসায়ী)। আন্তর্জাতিক চিত্রশিল্পী দীপঙ্কর সমাদ্দার এর অনুষ্ঠানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কে নিয়ে লাইভ পেইন্টিং ছবিটি পদ্মশ্রী রতন কাহারের হাতে তুলে দিলেন মেলা কমিটির পক্ষে মোল্লা জসিমউদ্দিন।

কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন জানান, পল্লিকবির চিন্তাধারা কে সামনে রেখে সাহিত্য - সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজনদের এক ছাতার তলায় আনার জন্যেই এই সাহিত্য মেলার আয়োজন। অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও সকল শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় এবং কমিটির কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমে এই সাহিত্য মেলাকে আজ দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম বড় সাহিত্য মেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

Office of the Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat
NOTICE INVITING TENDER No-10/JGP/2024-2025, Date: 28/02/2025

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the 9 (Nine) Nos. different works. Date of sale of Tender form on any working day from **28/02/2025 to 06/03/2025 from 12.00 PM to 5:00 PM**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **06/03/2025 up to 4:00 PM**. Date of Opening of Tender **07/03/2025 at 3:00 PM**. Details will available at the office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayat
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 13/2024-25/CDGP dated-28/02/2025

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **03/03/2025 to 10/03/2025.** ii) Last date of submission of tender documents: on or before **10/03/2025 up to 04.00 PM**. iii) Date of opening of technical bid: on **12/03/2025 (at 04.00 PM onwards)**. iv) Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) **NIeT-20/2024-25 (Tender ID-2025_ZPHD_8222252)**
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 1 (One) works. Last date of documents download & bid submission **9 th March 2025 at 6.30 p.m.** for details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
86/GPW/WBFDC/2024-25	Boring and installation of pump at Kalyani, NIPER Kolkata.	04.03.2025	13.03.2025

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ই-টেন্ডার/২০২৫/০৬ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লিখিত তারিখে **১৫.০০ ঘন্টার আগে** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং **খোলা হবে ১৫.৩০ টায়: ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য: (১); ই-কেজিপি-ইস্ট-১৬-২০২৫**; হাওড়া-খড়গপুরের কাজ সম্পাদন-টিএসআর(পি)-ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-এর এখতিয়ারের অধীনে ৬৯.৪০৮ টিকিমি; **₹১২,২০,৭৮,৪০৯.২২**; ₹৭,৬০,৪০০.০০; **(২); ই-কেজিপি-ইস্ট-১৭-২০২৫**; হাওড়া-খড়গপুরের কাজ সম্পাদন-টিআরআর(পি)-ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি -এর এখতিয়ারের অধীনে ৪৬.০৪৮ টিকিমি; **₹১,৮২,৯৭,৪৫২.৮০**; ₹২,৪১,৫০০.০০; **(৩); ই-কেজিপি-সাউথ-১১-২০২৫**; সিনিয়র ডি ইএন (সাউথ)/কেজিপি-র এখতিয়ারাধীন খড়গপুর ডিভিশনে ট্র্যাক সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সাথে সম্পর্কিত আরডিএসও দ্বারা অনুমোদিত ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল (৬১৩টি জয়েন্ট) এবং ৬০ কেজি/৬০ ইআই-আর২৬০ গ্রেড রেল (২৮৯৬টি) -এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং অংশের উৎপাদন এবং সরবরাহ। (মোট ৩৫০৯টি জয়েন্ট) ; **₹৭৯,৩৩,১৮৫.৮০**; ₹১,৫৮,৭০০.০০; **(৪); ই-কেজিপি-এইচকিউ-০৬-২০২৫**; রেল পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে সম্পাদন (প্রাথমিক) যথা, এডিইএন/তামলুকের এখতিয়ারাধীন পাঁশকুড়া-হলদিয়া সেকশনে ৮.২৫ টিআর.কিমি.-এর টিআরআর(পি); **₹১,১১,২৮,৪৯৬.৪৮**; ₹২,০৫,৬০০.০০; **(৫); ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০৩-২০২৫**; এডিইএন/ঝাড়গ্রামের আওতাধীন পিডব্লিউআই/জিআইআই এবং পিডব্লিউআই/জিইউডি-এর জন্য কেজিপি-টাটা সেকশনে ট্র্যাক শক্তিশালীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের জন্য পি.ওয়ে কাজ; **₹৩,৫৮,০৪,৪৮০.৭৩**; ₹৩,২৯,০০০.০০; **(৬); ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০৪-২০২৫**; এডিইএন/ঝাড়গ্রামের আওতাধীন পিডব্লিউআই/জেজিএম -এর জন্য কেজিপি-টাটা সেকশনে ট্র্যাক শক্তিশালীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের জন্য পি.ওয়ে কাজ; **₹৩,০৬,৮৬,৩৩৭.৪৭**; ₹৩,০৩,৪০০.০০; **(৭); ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-০৫-২০২৫**; ডিইএন/ওয়েস্ট/কেজিপি-র আওতাধীন এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিংয়ের সাথে সম্পর্কিত এলসি গেট কেএ-৩, কেএ-৯ এবং কেওয়াই-১১ (৪.২ মি x ৩.১ মি, ৩.২ মি x ৩.১ মি, ২.৫ মি x ৩.১ মি মাপের ৩টি রুম নিয়ে গঠিত), কেওয়াই-১১-এ ৪.২ মি x ৩.১ মি সাইজের ০১টি গেট লজ, কেএ৩, কেএ-৯ এবং কেওয়াই-১১ -এ ২.৫মি x ৩.১মি আকারের ০৩টি ইলেকট্রিকাল রুম -এ ০৩ নম্বর গেট গুমটির নির্মাণ; **₹৬১,২৮,৯১৬.০০**; ₹১,২২,৬০০.০০; **(৮); ই-কেজিপি-ইস্ট-১৮-২০২৫**; ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি -এর এখতিয়ারের অধীনে (২য় কল) সাঁতরাগাছি, টিকিয়াপাড়া ও পদ্মপুকুরে বিভিন্ন কোচিং রক্ষণাবেক্ষণ শেডে ইস্পাত কাঠামোর রং করার কাজ সম্পাদন; **₹৯৯,১৭,৫৮০.০০**; ₹১,৯৮,৪০০.০০; **(৯); ই-কেজিপি-ইস্ট-১৯-২০২৫**; মেচেদার কাজ সম্পাদন: ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি -এর আওতাধীন ইউপি মেইন, মিডল লাইন, ইউপি লুপ (এল নং-৬) এবং কমন লুপ (এল. নং.-৯) এর সিএসএল বৃদ্ধি ; **₹ ৩,২৭,৬৮,৯৫৫.৬৯**; ₹৩,১৩,৯০০.০০; **(১০); ই-কেজিপি-এইচকিউ-০৭-২০২৫**; এডিইএন/টিএমজেড-এর এখতিয়ারের অধীনে (১ম পর্যায়) পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তমলুক-দীঘা সেকশনে খড়্গপুর ডিভিশনে রেলওয়ের জমির মিউটেশন, মালিকানার বিবরণ যথাযথভাবে রূপান্তর, মিউটেশনকৃত রেলওয়ের জমির জরিপ এবং রেলওয়ের ল্যান্ড বাউন্ডারি মানচিত্র সরবরাহ; **₹৪৬,৭৫,০০০.০০**; ₹৯৩,৫০০.০০; **(১১); ই-কেজিপি-সাউথ-১২-২০২৫**; থ্রু ফিটিংস রিনিউয়ালের কাজ সম্পাদন অর্থাৎ এডিইএন/বিএলএস-এর অধীনে রূপসা-রানিতাল সেকশনে ২৮.৭৮৯ টিআর কিমি-এর টিএফআর; **₹ ৬১,৩৩,৩৯২.১৫**; ₹ ১,২২,৭০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ₹০.০০ (ক্রম. নং. ১ থেকে ১১ -এর জন্য)। **খোলার তারিখ:** ১০/০৩/২০২৫ (ক্রম. নং. ১ -এর জন্য), ১৩/০৩/২০২৫ (ক্রম. নং. ২ এবং ৩ -এর জন্য), ১৯/০৩/২০২৫ (ক্রম. নং. ৪ থেকে ৭ -এর জন্য), ২০/০৩/২০২৫ (ক্রম. নং. ৮ থেকে ১১ -এর জন্য) ; **কাজ সমাপ্তির সময়কাল:** ১২ মাস (ক্রম. নং. ২, ৩, ৯ এবং ১১ -এর জন্য); ১৮ মাস (ক্রম. নং. ১, ৭ এবং ১০ -এর জন্য); ৮ মাস (ক্রম. নং. ৪ -এর জন্য); ১৫ মাস (ক্রম. নং. ৫ এবং ৬ -এর জন্য); ৬ মাস (ক্রম. নং. ৮ -এর জন্য); **বিডিং শুরুর তারিখ : ক্রম. নং. ১**-এর জন্য **২৪/০২/২০২৫** তারিখ থেকে এবং **১০/০৩/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা** পর্যন্ত; **ক্রম. নং. ২ থেকে ৩**-এর জন্য **২৭/০২/২০২৫** তারিখ থেকে এবং **১৩/০৩/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা** পর্যন্ত; **ক্রম. নং. ৪ থেকে ৭**-এর জন্য **০৫/০৩/২০২৫** তারিখ থেকে এবং **১৯/০৩/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা** পর্যন্ত; **ক্রম. নং. ৮ থেকে ১১** এর জন্য **০৬/০৩/২০২৫** তারিখ থেকে এবং **২০/০৩/২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা** পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টিকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-1197)**

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-11/Sub/II of 2024-25 for 05(Five)** No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **11.03.2025.** Last date of receiving tender paper-**13.03.2025.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

TENDER NOTICE

Executive Officer, Suti — I Panchayat Samity invites sealed tender for:
1.NIT No:- 29/15th FC/24-25/PS., Date: 28.02.2025 under 15th FC, vide Memo No: 152(38)/Eng./PS., Dated: 28.02.2025, Total No. of Scheme 07 (Seven) nos. Last date of Application **08.03.2025 upto 6.00 PM.**
2.NIT No:- 30/15th FC/24-25/PS., Date: 28.02.2025 under 15th FC, vide Memo No: 152(38)/Eng./PS., Dated: **28.02.2025,** Total No. of Scheme 13 (Eleven) nos. Last date of Application **08.03.2025 upto 6.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti — I Panchayat Samity.

Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ বিপদতারন মন্ডল ও প্রণব মন্ডল ০৩।০৩।২০২৩ বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ১০১১৭৯/২০২৩ নং কোবালা দলিল মূলে অর্জুন মন্ডল, পতিত পবন মন্ডল, স্বপ্না মন্ডল, মীরা মন্ডল উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং কাশীনাথ মন্ডল এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ২০১০২৭/২০২২ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, ধলডাঙ্গা মৌজায় (জে.এল- ১৯৪) ১৪২, ২২৭৪, ২২৭৩, ২২৭২,২২৭৫ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১৮৩ নং দাগে মোট ০.০২২০২ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

ফর্ম এ

জনসাধারণের ঘোষণা
(ভারতের দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬ এর প্রবিধান ৬ এর অধীনে)
রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অন্তর্ভুক্তির তারিখ	১২.১২.২০০৭
৩.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট পরিচয় নম্বর / সীমিত দায় সনাক্তকরণ নম্বর	U45400WB2007PTC121020
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	১০৩এ, সি. আই. টি. রোড, ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৪
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্ব শুরুর তারিখ	১১.০২.২০২৫
৭.	দেউলিয়াত্ব নিস্পত্তি প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	৩০.০৮.২০২৫
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদার হিসেবে কর্মরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং	শ্রী তপন চক্রবর্তী নিবন্ধন নম্বরঃ IBBI/IPA-003/IP-N000173/2018- 19/12121
৯.	বোর্ডে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেইল	প্লট নং. ১০০ /১১, রথতলা, বাঁকপাড়া, বারাসত, কলকাতা- ৭০০১২৪ tapanchakraborty2611957@gmail.com
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদারের সাথে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা হবে	ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় তলা,ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২৫, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭ roofersindia.cirp@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৩.২০২৫
১২.	ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৬এ) এর ধারা (বি) এর অধীনে, অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদার দ্বারা নির্ধারিত ঋণদাতাদের শ্রেণী, যদি থাকে	IRP-তে উপলব্ধ তথ্য অনুসারে প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণীতে ঋণদাতাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত দেউলিয়া পেশাদারদের নাম (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	IRP-তে উপলব্ধ তথ্য অনুসারে প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে পাওয়া যাবেঃ	ক) ভারতের দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড খ) NA

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল প্রিন্সিপাল বেঞ্চ, নয়াদিল্লি, ১১.০২. ২০২৫ তারিখে রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের কর্পোরেট দেউলিয়া নিস্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে।
রুফার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ঋণদাতাদের, এতদ্বারা ১৭.০৩.২০২৫ তারিখে বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবিগুলি ১০ নং এন্ট্রির বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক ঋণদাতারা কেবল ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ঋণদাতারা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারবেন।
১২ নং এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণীর একজন আর্থিক পাওনাদারকে ফর্ম সিএ-তে (শ্রেণী উল্লেখ করুন) শ্রেণীর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য ১৩ নং এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত তিনজন দেউলিয়া পেশাদারের মধ্যে থেকে তার অনুমোদিত প্রতিনিধির পছন্দ উল্লেখ করতে হবে।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য জরিমানা করা হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষরঃ
শ্রী তপন চক্রবর্তী
তারিখ ঃ ০৪।০৩।২০২৫
স্থানঃ কলকাতা
নিবন্ধন নম্বরঃ IBBI/IPA-003/IP-N000173/2018- 19/12121

OFFICE OF THE SANKRAIL GRAM PANCHAYAT

VILL. + P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:-
WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 6/25/15th FC(Tied)

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, Sankrail Gram Panchayat,invites Percentage Rate tenders through e-tendering for total 6 Nos. different works. Bid Submission Start Date **03/03/2025 11.00 A.M. upto 10/03/2025 02.00 P.M**. Bid Opening Date (Technical) **12/03/2025 03.00 P.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

SD/- Pradhan
Sankrail Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
85/GPW/WBFDC/2024-25	1 st Year Maintenance of Green Belt Plantation at RTPS in between the Four Lane Road & Rail Line over 5.00 Ha.	04.03.2025	13.03.2025

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY

Egra :: Purba Medinipur
বিজ্ঞপ্তি

ODF+ বিষয়ে আলোচনা Suda Guide Line অনুসারে পৌরসভার ODF+ Project এর কাজ শুরু হয়েছিল। 6 Nos CT and PT এর Renovation সম্পূর্ন হয়েছে। এ বিষয়ে দৈনিক খবর কাগজে বিজ্ঞান্তিত হয়েছিল। প্রথম বি ও সির পর Public Validation সম্পূর্ন হল। (খবর কাগজ বিজ্ঞাপন অনুসারে ৩০.০৯.২২ থেকে ৩১.১০.২২ তারিখ পর্যন্ত) খবর কাগজে বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে কোন অভিযোগ জানাননি। সেই কারনে অদ্যকার সভায় আগামী ইংরাজী ১১.১১.২২ তারিখ থেকে এগরা পৌরসভা সম্পূর্ণ ভাবে ODF+ মুক্ত ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। অতঃপর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভার পক্ষ থেকে মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানানো হলে তিনিও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

Sd/-Chairman, Egra Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E. (E)/(WS)/IGWTP, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online).

(1) NIT No. : KMC/IGWTP/345/24-25, Dt - 28.02.2025
Name of the Work: **Maintenance of the adjoining areas of E-4 and waste sand dumping ground areas under extension series SSFB Units at IGWTP**. Estimated Amount (Including GST 18% & LWC 1%): **Rs. 2,12,021.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/IGWTP/346/24-25, Dt - 28.02.2025
Name of the Work: **Repairing of the operating mechanism of 6KV rated circuit breakers of intake Station No. 2 IGWTP**. Estimated Amount (Including GST 18% & LWC 1%): **Rs. 4,96,584.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/IGWTP/348/24-25, Dt - 28.02.2025
Name of the Work: **Restoration of the power network with illumination system of the C/1/35, C/1/36 and B/19 Quarter Premises at IGWTP**. Estimated Amount (Including GST 18% & LWC 1%): **Rs. 2,42,018.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/IGWTP/349/24-25, Dt - 28.02.2025
Name of the Work: **Restoration of the corroded M.S. Structure on sludge drain valve chamber of Clarifier No. 2 and 5 at 100 MGD clarifier plant, IGWTP**. Estimated Amount (Including GST 18% & LWC 1%): **Rs. 2,92,314.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/IGWTP/350/24-25, Dt - 28.02.2025
Name of the Work: **Dosing of the sodium hypo-chlorite solution at NST Outlet Point prior to entrance in the SSFB Unit IGWTP**. Estimated Amount (Including GST 18% & LWC 1%): **Rs. 2,72,583.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **120 days.**

(6) NIT No. : KMC/IGWTP/351/24-25, Dt - 28.02.2025
Name of the Work: **Maintenance of the south western areas along the end stretch of final Settling Tank, Mosque and School Barrack beside the Gate No. 2 at IGWTP**. Estimated Amount (Including GST 18% & LWC 1%): **Rs. 2,88,987.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **180 days.** Cost of tender & tender documents: **Nil [For Sl. No. 1 to 6]**. Last date and time of online submission of tender: **03.04.2025** up to **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 6].** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **[For Sl. No. 1 & 6]**.

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/111/2024-25, Dated : 01.03.2025
Name of the Work: **Arrangement of new computer table, cabinet, floor mat with related others works at Mediclaim Section (Room No. 112) at 1st Floor of CMO Building**. Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,41,613.00**. Earnest Money: **Rs. 4,850.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **11.03.2025** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.03.2025** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The E.E. (WS)/TPS, KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/TPS/107/2024-2025
Name of the Work: **Supply, delivery of air breathing apparatus and leak arresting kit for chlorine plant in TPS**. Estimated Amount: **Rs. 4,75,647.38**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **13.03.2025** up to **2 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (WS)(ARSM SQ. BPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/ARSM/102/2024-25
Name of the Work: **Supply and commissioning of motor protection relay for motor feeder no. 1 at Md. Ali Park BPS**. Estimated Amount: **Rs. 2,00,766.00**. Earnest Money: **Rs. 4,020.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.03.2025** up to **2 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The D.G. (S&D), KMC invites item/percentage rate two bid system e-tender for following work:
(1) NIT No. : KMC/S_D/KGPS-53/24-25
Name of the Work: **Thorough overhauling of Pump Unit No. 4 of 137 m^3/hr, 15 kW and 17m of head at SSE pumping station and other allied works under Kudghat Drainage Pumping Station**. Estimated Amount: **Open to be quoted by the participating party**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **11.03.2025** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.03.2025** at **2 p.m.**
(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/24-25/25(1st Call)
Name of the Work: **Construction of new toilet and other ancillary works at SAE Quarter Premises (Q. No. 7/03/01/B) at DLPS under S&D Department**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,843.68**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **42 days.** Bid submission start date and time (online): **04.03.2025 at 1 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **12.03.2025** at **1 p.m.** Date and time of opening of technical bid: **17.03.2025** at **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.03.2025** at **1 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The CMHO (Health Department), KMC invites quotation online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/CMHO/29/2024-25 Dated: 03.03.2025
Name of the Work: **Procurement of petri dish with petri pad for Microbiological Analysis of Water Samples of Central Lab (Water)** . Estimated Amount: **Rs. 1,93,800.00**. Earnest Money: **Rs. 3,876.00**. Last date and time of submission of bid: **12.03.2025** till **2 p.m.** The other details are available on and from 04.03.2025 from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in.**

1437/24-25

বিজ্ঞান

স্ত্রী ব্যাঙ পুরুষ ব্যাঙের হাত থেকে বাঁচতে অনেক সময় অভিনয় করে

বলা হয় স্ত্রী ব্যাঙের নাক অনেক উঁচু। সব পুরুষ সঙ্গীকে তাদের পছন্দ না। কিন্তু পুরুষ ব্যাঙ কি আর তাদের কথা শোনে? জোর করে প্রেম আদায় করার সময় স্ত্রী ব্যাঙ মূর্ছা যায়, মৃত্যুর ভান করে। জার্মানির বার্লিনে অবস্থিত জাদুঘর ফার ন্যাচারকুন্ডের গবেষকরা সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলেন, স্ত্রী ব্যাঙ প্রায়ই অবাঞ্ছিত প্রেমিকদের এড়াতে মৃত্যুর ভান করে। অসাধারণ এক অভিনয়ের মাধ্যমে তারা নিজের মৃত্যুর ভান করে অবাঞ্ছিত প্রেমিকদের এড়িয়ে চলে। সাধারণভাবে কিছু ব্যাঙ প্রজাতির প্রজননকাল কম। প্রজননকাল কম বলে অনেক বেশি সঙ্গমের প্রয়োজন হয় তাদের। সাধারণত বসন্তকালে পুরুষ ব্যাঙ ও স্ত্রী ব্যাঙের মধ্যে সঙ্গম বেড়ে যায়। তবে কিছু স্ত্রী ব্যাঙ এ ক্ষেত্রে দূরে থাকতে চায়। তারা প্রতিবছর প্রজননে অংশ নিতে আগ্রহ দেখায় না। আর প্রকৃতিতে পুরুষ ব্যাঙের সংখ্যা স্ত্রী ব্যাঙের চেয়ে বেশি বলে প্রবল প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। অনেক পুরুষ ব্যাঙ একটি স্ত্রী ব্যাঙের জন্য লড়াই করে। পুরুষ ব্যাঙের জোরপূর্বক মনোযোগ আকর্ষণের ফলে স্ত্রী ব্যাঙ প্রায়ই মারা যাওয়ার ভান করে। আগে মনে করা হতো, অবাঞ্ছিত আক্রমণের কারণে স্ত্রী ব্যাঙ অসহায় হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে মৃত্যুর ভান করে তারা। আক্রমণাত্মক পুরুষ ব্যাঙের সংস্পর্শে আসার পরে স্ত্রী ব্যাঙ মৃত্যুর ভান করে। একে টনিক ইমমোবিলিটি বলে। এ অবস্থায় স্ত্রী ব্যাঙ তাদের হাত ও পা শক্ত করে সটান হয়ে শরীর স্থির করে ফেলে। পুরুষ ব্যাঙ তাদের ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ব্যাঙ স্থির থাকে। গবেষকেরা মনে করছেন, ব্যাঙের রক্তে কর্টিকোস্টেরনের উপস্থিতি এ সময় বেড়ে যায়। অবাঞ্ছিত পুরুষ ব্যাঙের সঙ্গে লড়াই করতে আগ্রহ থাকে না স্ত্রী ব্যাঙের। তাই স্থির হয়ে মৃত্যুর ভান করে তারা। গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় ৪৬ শতাংশ স্ত্রী ব্যাঙ এই কৌশলে পালিয়ে যায়।

সৌরবায়ুর উৎপত্তির কারণ জানতে চান বিজ্ঞানীরা

সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর তাই দীর্ঘদিন ধরেই সূর্যের বায়ুমণ্ডল আর সৌরবায়ুর উৎপত্তির কারণ জানতে চান বিজ্ঞানীরা। এবার এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে 'পোলারিমেট্রি' নামের একটি মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। নতুন এ অভিযানের মাধ্যম প্রথমবারের মতো সূর্যের করোনা বা বাইরের অংশের ত্রিমাত্রিক ছবি ধারণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। নাসার তথ্যমতে, 'পোলারিমেট্রি টু করোনা অ্যান্ড হেলিওস্ফিয়ার' নামের এই অভিযানকে সংক্ষেপে পাঞ্চ মিশন বলা হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে আগামীকাল শুক্রবার পোলারিমেট্রি নামের একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হবে। মহাকাশযানটিতে চারটি স্যুটকেস আকারের উপগ্রহ আছে, যার প্রতিটির ওজন প্রায় ৬৪ কেজি। পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে প্রায় দুই বছর অবস্থান করবে মহাকাশযানটি। সৌরবায়ু পরিমাপের জন্য আলোর পোলারাইজেশন ব্যবহার করতে পারে পোলারিমেট্রি। এর ফলে সৌরমণ্ডলকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে সূর্যের গঠন ও সৌরবায়ুর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে মহাকাশযানটি।

অভিযানে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে করোনাল ম্যাস ইজেকশনের (সিএমই) বিবর্তনের মানচিত্র নতুন করে তৈরি করা সম্ভব হবে। পোলারিমেট্রি মহাকাশযানে চারটি ক্যামেরা আছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি তুলতে পারে। সূর্যের আলোর তরঙ্গও নিয়মিত বিশ্লেষণ করতে পারে মহাকাশযানটি।

পৃথিবীর কেন্দ্রে লুকানো হিলিয়াম থাকতে পারে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা

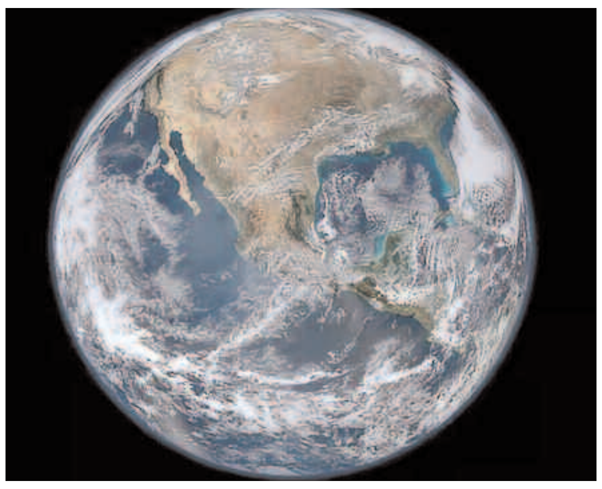

পৃথিবীর কেন্দ্রে লুকানো হিলিয়াম থাকতে পারে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এই হিলিয়ামের উৎপত্তি পৃথিবী থেকে নয় বলে মনে করেন তাঁরা। সাধারণভাবে মনে করা হয়, আমাদের গ্রহের কেন্দ্রস্থল পুরোটাই লোহা দিয়ে তৈরি। একদল বিজ্ঞানী মনে করছেন, বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরে তৈরি আদিম হিলিয়ামও থাকতে পারে পৃথিবীর কেন্দ্রে। হিলিয়াম সাধারণভাবে অন্যান্য কোনো উপাদানের সঙ্গে বন্ধনে যুক্ত হয় না। গবেষকেরা মনে করছেন, অত্যন্ত উচ্চ তাপ ও চাপে লোহার সঙ্গে আদিম হিলিয়ামের পরমাণু এক হয়ে হীরার কাঠামোয় আটকে রাখতে পারে। চরম পরিস্থিতিতে হিলিয়াম লোহার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কেন্দ্র নিয়ে নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করতে আগ্রহী। পৃথিবী একটি শীতল নীল গ্রহ বলে মনে হয়, তবে গভীরভাবে এটি আসলে একটি ধাতব মাথা। এর বাইরের কেন্দ্রটি বেশির ভাগই গলিত লোহা (এবং কিছু নিকেল), যদিও এর ভেতরের কেন্দ্রটি একটি কঠিন লোহার কক্ষ (নিকেলের চিহ্নসহ)। তবে ভারী ধাতু প্লেলিস্টে একমাত্র জিনিস নয়, যেমনটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে হিলিয়াম ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বিশুদ্ধ লোহার মতো ঘন নয় এবং গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে এর বাইরের কেন্দ্রে কার্বন, অক্সিজেন ও সিলিকনের মতো হালকা উপাদান থাকতে পারে। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ও তাইওয়ানের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির এক গবেষণা হিলিয়াম ও লোহার মধ্যে বন্ধন আবিষ্কার করেছে। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন লোহার সঙ্গে কিছু হিলিয়াম বন্ধনে আবদ্ধ হয় বলে মনে করেন তাঁরা। হিলিয়াম একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে কোনো ধাতুর সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে না। বিজ্ঞানীরা ডায়মন্ড আনভিল সেল নামের একটি হাইপ্রেশারের ডিভাইসে লোহা ও হিলিয়ামের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছেন। চরম উত্তপ্ত অবস্থায় লোহা ও হিলিয়াম আসলে বন্ধনে যুক্ত হতে পারে। আমরা যে হিলিয়ামের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তা হিলিয়াম ৪ নামেও পরিচিত। অন্যদিকে আদিম হিলিয়াম ৩ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় না। এর দুটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে।

বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরে প্রাথমিক মহাবিশ্বের তীব্র তাপে এটি তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। হিলিয়াম মহাবিশ্বের সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ উপাদানের মধ্যে একটি। আমাদের সৌরজগতের উদ্ভবের মতো প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্কের বেশির ভাগ ভর তৈরি করে হিলিয়াম। ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারসে প্রকাশিত গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর বিকাশের সময় আদিম হিলিয়ামের একটি বৃহৎ অংশ উচ্চ চাপের মাধ্যমে গভীর ম্যাগমা সমুদ্রে ধাতব-সিলিকেটের মাধ্যমে পৃথিবীর কেন্দ্রে আটকে থাকতে পারে। আগ্নেয়গিরির শিলা নিয়ে কাজের সময় আদিম হিলিয়ামের বন্ধন নিয়ে জানতে চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা। বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি থেকে দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আদিম হিলিয়ামসহ ম্যাগমা বের হয়। হিলিয়ামযুক্ত ম্যাগমা ম্যান্টলের গভীর থেকে আসে বলে ভূগর্ভস্থ হিলিয়ামের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। তাঁরা মনে করছেন, 'আমাদের গ্রহের গভীরে হয়তো আদিম হিলিয়ামের বিশাল আধার থাকতে পারে।' পৃথিবীর বহিঃপৃষ্ঠের চরম তাপ ও চাপ অনুকরণ করার জন্য লোহা ও আদিম হিলিয়ামকে একটি বিশেষ যন্ত্রে রাখা হয়। লেজার দিয়ে প্রায় ৭২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২ হাজার ৭২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লোহা ও হিলিয়ামকে উত্তপ্ত করা হয়। ৫ থেকে ৫৫ গিগাপ্যাসকেল চাপের সংস্পর্শে রাখেন বিজ্ঞানীরা।

চাপ ও তাপের কারণে বন্ধন তৈরি হয় বলে পৃথিবীর কেন্দ্রে আদিম হিলিয়ামের একটি বৃহৎ আধার থাকতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।

হুটহাট বৃষ্টি হানা না দিলে সন্ধ্যার পর থেকে দারুণ আকাশ দেখা যাবে

ধীরে ধীরে আকাশ থেকে শীতের মেঘ কেটে যাচ্ছে। মার্চে পুরো সময়টা স্পষ্টভাবে সন্ধ্যার পর থেকে ভোররাত পর্যন্ত আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। হুটহাট বৃষ্টি হানা না দিলে সন্ধ্যার পর থেকে আকাশ দেখা যাবে। ব্যস্ত শহর থেকে যত গ্রামীণ এলাকায় যেতে থাকবেন, তত দারুণ আকাশ দেখা যাবে মার্চের প্রথম সপ্তাহে।

১ মার্চ

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে একটি অর্ধচন্দ্র চাঁদ (প্রায় ১৫ শতাংশ আলোকিত) দৃশ্যমান হবে। রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চাঁদের এমন অবস্থা দেখা যাবে। আজকের আকাশে শুক্র গ্রহ, মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহ খালি চোখেই দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর থেকেই আকাশে দেখা যাবে এদের। অন্যদিকে ইউরেনাস ও নেপচুন শক্তিশালী টেলিস্কোপ ছাড়া পর্যবেক্ষণ করা বেশ কঠিন হবে। আজ সূর্যাস্তের পর পশ্চিমে সন্ধ্যার আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখা যাবে শুক্র গ্রহকে। এটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তুগুলোর মধ্যে একটি হবে। লালচে রঙের উজ্জ্বল মঙ্গল গ্রহকে অ্যালডেবারান তারকার পাশে দেখা যাবে। পশ্চিম আকাশে রাত ১০টার দিকে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে।

২ মার্চ

আকাশে প্রশস্ত অর্ধচন্দ্র দেখা যাবে। আজ চাঁদ শুক্র গ্রহের কাছাকাছি থাকবে। পশ্চিমে সূর্যাস্তের ঠিক পরেই শুক্র গ্রহকে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে। আকাশে মঙ্গল গ্রহ রাত ৩টায় ঠিক মাঝ আকাশে দেখা যাবে। পশ্চিম আকাশে বৃহস্পতি গ্রহ রাত ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত দৃশ্যমান থাকবে। বিখ্যাত ওরিয়ন'স বেল্ট দক্ষিণ আকাশে দৃশ্যমান থাকবে।

৩ মার্চ

এদিন আকাশে ৩০ শতাংশ আলোকিত অর্ধচন্দ্র দেখা যাবে রাত ১১টা পর্যন্ত। মঙ্গল গ্রহ ও আলদেবারান তারা নিকটবর্তী অবস্থানে থাকবে। এদের পশ্চিম আকাশে যমজ তারার মতো দেখাবে। সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে শুক্র গ্রহ উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করবে। এদিন রাত ১২টা ৩৯ মিনিটে মধ্য আকাশে চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন বৃহস্পতি গ্রহ।

৪ মার্চ

সন্ধ্যা ৭টা ৫৭ মিনিটে মধ্য আকাশে অবস্থান করবে শুক্র গ্রহ। এদিন চাঁদের প্রথম চতুর্থাংশে অবস্থান করবে। মধ্যরাত পর্যন্ত দৃশ্যমান হবে। আর শুক্র ও বৃহস্পতি সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে প্রায় সরলরেখায় দেখা যাবে। ওরিয়ন ও সাইরাস তারকা আকাশে দেখা যাবে। রাত ৯টার দিকে ওরিয়ন

তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকবে। আর রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে সাইরাস দক্ষিণ-পূর্বে দৃশ্যমান হবে।

৫ মার্চ

রাত ১২টা ৩১ মিনিটে মাঝ আকাশে দেখা যাবে বৃহস্পতি গ্রহ। এদিন আকাশে ৪৫ শতাংশ আলোকিত চাঁদ দেখা যাবে। এদিন শুক্র, বৃহস্পতি ও শনির অবস্থান থাকবে আকাশে। উজ্জ্বল নক্ষত্র রেগুলাস ও সিংহ রাশি পূর্ব দিকে দেখা যাবে।

৬ মার্চ

এদিন চাঁদ প্রায় অর্ধ-আলোকিত অবস্থায় দেখা যাবে রাত ১টা ৩০ মিনিটের পরে। এদিন মঙ্গল গ্রহ কালপুরুষের বলয়ের কাছাকাছি অবস্থান করবে। রাত ৩টা ৯ মিনিটে মঙ্গল গ্রহ মাঝ আকাশে অবস্থান করবে। যার ফলে এটি সহজেই দেখা যাবে। শনি প্লিয়েডস স্টার ক্লাস্টারের কাছে দেখা যাবে, যা সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত।

৭ মার্চ

কেউ বুধ গ্রহ দেখতে চাইলে ছোট টেলিস্কোপ বা বাইনোকুলার দিয়ে সন্ধ্যা ৭টা ২২ মিনিটে মধ্য আকাশে চোখ রাখতে পারেন। এদিন শুক্রবার, বৃহস্পতি ও মঙ্গল আকাশে দেখা যাবে।

পশ্চিমে শুক্র গ্রহ উজ্জ্বলভাবে থাকবে। মধ্যরাত পর্যন্ত বৃহস্পতি দৃশ্যমান থাকবে। আর মঙ্গল গ্রহ অ্যালডেবারানের কাছে ভালোভাবে অবস্থান করবে।

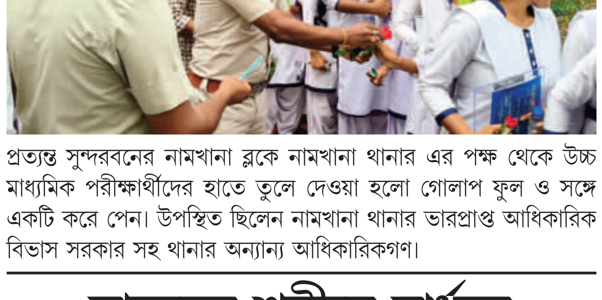

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকে নামখানা থানার এর পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো গোলাপ ফুল ও সঙ্গে একটি করে পেন। উপস্থিত ছিলেন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার সহ থানার অন্যান্য আধিকারিকগণ।

মানুষের শরীরে বার্ধক্য ঠেকানোর প্রোটিন খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরের বিভিন্ন কোষের কার্যকারিতা কমতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে শরীরের চামড়া কুঁচকে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের গতি কমে যায়। আর তাই মানুষের শরীরে বার্ধক্য আসা ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। এবার জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মানুষের শরীরে থাকা এমন এক প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন, যা শরীরে বার্ধক্য আসা ঠেকানোর পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করতে পারে। বিজ্ঞানীদের দাবি, এপি২এ১ নামের প্রোটিন শরীরের জৈবিক ঘড়িকে পেছন দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই এই প্রোটিনের মাধ্যমে মানুষের বার্ধক্য ঠেকানোর পাশাপাশি বয়স কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি হতে পারে। সাধারণভাবে মানবদেহের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ পুরোনো হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এসব কোষকে সেনসেন্ট কোষ বলেন। এরা বিভাজন ও নিজেদের কাজ ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়। এসব কোষকে জম্বি কোষও বলা হয়। কোষগুলো ধ্বংস হয় না বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মঙ্গলে বিলুপ্ত এক সমুদ্রসৈকতের সন্ধান পাওয়া গেছে

মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ কেমন ছিল, তা জানার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহের উত্তর গোলার্ধে ৩০০ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া এক সমুদ্রসৈকতের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। চীনের ঝুরং রোভারের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সমুদ্রসৈকতের তথ্য জানা গেছে। পিএনএএসে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, মঙ্গল গ্রহের উল্কা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে সেখানে জলের উপস্থিতি ছিল। শুধু তাই নয়, ৩৬০ কোটি বছর আগে মঙ্গল গ্রহের প্রায় অর্ধেক অংশজুড়ে ছিল মহাসাগর। নতুন এই গবেষণার মাধ্যমে গ্রহটিতে ৩০০ কোটি বছরের পুরোনো এক সমুদ্রসৈকতের খোঁজ পাওয়া গেছে। চীনের গুয়াংঝু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জিয়ানহুই লির নেতৃত্বে পরিচালিত এ গবেষণায় চীনের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার পাঠানো ঝুরং রোভারের সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে শত শত কোটি বছর পুরোনো উপকূলরেখায় বেশ কিছু শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব শিলা সমুদ্রের জলের কারণে প্রভাবিত হয়েছে। সমুদ্র থাকার কারণে মঙ্গল গ্রহে প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ ছিল বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। ঝুরং রোভারটি ২০২০ সালে মঙ্গলে পাঠানো হয়। ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ইউটোপিয়া প্ল্যানিটিয়া নামের একটি এলাকায় অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ করে রোভারটি।

Name Change
I, Ranjita Dey Kundu (old name) W/O Moni Kumar Kundu, resident of Vill.-Patabuka, P.O.- Natagram, Bongaon, P.S.- Gaighata, Pin- 743249, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjita Dey (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 25/02/2025. That Ranjita Dey (new name) and Ranjita Dey Kundu (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Suman De Pal (old name) wife of Sudipta Dey, residing at Shyambabu Ghat lane,ward No-2, Ranaghat, Dist.-Nadia, Pin- 741201, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suman Dey (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Suman Dey (New Name) and Suman De Pal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Saachi Goyal (old name) D/O Anil Kumar Goyal, resident of 11, Chapel Road, Hastings, Kolkata- 700022, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sakshi Goyal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 09/05/2024. That Sakshi Goyal (new name) and Saachi Goyal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Saiyad Nur Alam (old name) S/o Saiyed Abdul Ahammed, resident of Par Dankuni, Ward No 1, Chakundi, P.O.- Dankuni Coal Complex, Hooghly, Pin- 712310, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saiyed Nurul Islam (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Saiyed Nurul Islam (new name) and Saiyad Nur Alam (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Sushanta Das S/O Late Gopal Das Resident of Vill.-Faridkati, PO. East Bishnupur, PS-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743273 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SUSHANTA DAS instead of SUSANTA DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Bongaon at 24 Parganas (N) on 27/02/2025. SUSHANTA DAS and SUSANTA DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, Monika Rani Acharjee (old name) daughter of Sudhir Kumar Sarkar, residing at 68, R. R. Plot, P.O- E.K.T, P.S- Anandapur, Kolkata-700107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Manika Rani Acharya (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03.03.2025. Monika Rani Acharjee (old name) and Manika Rani Acharya (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Lalit Mandal (old name) son of Late Laxmi Kanta Mondal, residing at Durgapur, P.O- Haritala, P.S-Hanskhali, Ranaghat, Pin: 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Lalit Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/03/2025. Lalit Mandal (old name) and Lalit Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Jit Mandal (old name) son of Lalit Mondal, residing at Durgapur, P.O-Haritala, P.S- Hanskhali, Ranaghat, Pin: 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jit Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/03/2025. Jit Mandal (old name) and Jit Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Montu Mallick S/o Late Soleman Mallick Residing at Vill - Chengail Roy Para, P.o - Chengail, P.s - Uluberia, District - Howrah, Pin-711308 West Bengal India shall henceforth be known as Mantu Mallick. I declare that Montu Mallick and Mantu Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-03-2025.

Name Change
I, DEBASHIS DEB (Old Name) S/O RAMENDRA KRISHNA DEB Residing at AC-51/2, Arjunpur, P.S.-Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DEBASIS DEB (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 03-03-2025. DEBASHIS DEB (Old Name) and DEBASIS DEB (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Archana Gope (Old Name) W/o Shiv Shankar Gope D/o Anek Lal Ghosh Residing at 4th floor, Block -C, 4B, Shree Krishna Garden, 10 Italgacha Road, Kolkata, Dumdum(M), North 24 Parganas, Pin - 700028 India have Changed my name and shall henceforth be known as Archana Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 32/2025 Dated 03-03-2025. Archana Gope (Old Name) and Archana Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NOTICE
My Client,Joy Kumar Das, son of Late Kishori Das, had executed a registered Sale Deed before A.D.S.R.- Serampore, on 30/01/2023 purchased from Ramanath Mukherjee and others, vide Sale Deed No. 423, which was performed by Power of Attorney Holder Sanjit Prasad and Dilip Das, appointed by Ramanath Mukherjee and others, vide Power of Attorney Deed No.I- 218/2021, A.D.S.R.- Chandannagar,Property situated at Mouza-Dirghanga, J.L. No. 4, L.R. Khatian Nos. 578. 635, 1042, 1967. 2468, 3403,L.R. Dag No. 1418, land measuring 01 Cottah 08 Chittack.My client has applied for mutation of the aforesaid property in B.L. & L.R.O. Serampore. If anybody has any objection regarding this matter then he/she will contact in B.L. & L.R.O. Serampore within 21 (twenty-one) days.Conducted by:Prasun Kumar Gupta AdvocateF/998/875/99

Name Change
I, Binod Singh (old name) son of Raj Narayan Singh (father) and Phulleswari Devi (mother), residing at 21/1F Ostad Amir Khan Sarani, Haridevpur, Kolkata-700082, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Binod Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Binod Kumar Singh (New Name) and Binod Singh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Parimal Seal (old name) son of Adhir Sil, residing at Netaji Block Rajpur Sonarpur (M) Chowhati, South 24 Parganas, Pin- 700149, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Parimal Sil (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 03/03/2025. Parimal Sil (New Name) and Parimal Seal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Saana Hossain (old name) wife of Sk Abul Hossain, residing at Malancha Mahinagar, VTC: Chandpur, P.O.- Malancha Mahinagar, Pin- 700145, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Mampi Seal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Sk Mampi Seal (New Name) and Sk Saana Hossain (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Manesh Pradhan (old name) son of Kaji Pradhan, residing at Babu Goan Nahori Tea Garden Balasom, P.O.- Sonada, Darjeeling, Pin- 734209, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahesh Pradhan (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Darjeeling, ,(affidavit No. 1249) dated 24/02/2025. Mahesh Pradhan (New Name) and Manesh Pradhan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Deepa Chettri (old name) wife of Mahesh pradhan, residing at Babu Goan Nahori Tea Garden Balasom, P.O.- Sonada, Darjeeling, Pin- 734209, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Deepa Chettri Pradhan (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Darjeeling,(affidavit No. 1250) dated 24/02/2025. Deepa Chettri Pradhan (New Name) and Deepa Chettri (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Ilias (old name) son of Fazlur Rahaman, residing at Magura Mondal Para Akra Station Road, Meheshtala, Kolkata- 700141, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Elias (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Md Elias (New Name) and Md Ilias (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Nazma Bagam (old name) wife of Jiaul Hoque, residing at Vill.- Ankipur, P.O.- Rajendrapur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nazma Begam (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Nazma Begam (New Name) and Nazma Bagam (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Asanullah Kazi (old name) son of Yeakub Ali Kazi, residing at 92/1/A, M.H Khan Road, P.O.- Budge Budge, P.S.- Budge Budge, Dist- South 24 Parganas, Pin- 700138, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Asan Ullah Kazi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Md Asan Ullah Kazi (New Name) and Asanullah Kazi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rajesh Goel (old name) son of Ramswaroop Goel, residing at 87, Block-B, Bangur Avenue, P.S.- Lake Town, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajesh Kumar Goyal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Rajesh Kumar Goyal (New Name) and Rajesh Goel (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sanjoy Ghosh (old name) son of Aswsini Ghosh, residing at Vill.- Tehatta, P.O.- Kharupala, P.S.- Shasan, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Sanjay Ghosh (New Name) and Sanjoy Ghosh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Swapan Kumar Sadhukhan (old name) son of Narayan Sadhukhan, residing at Kaltala Purba Para, Alaipur, Madanpur, Dist.- Nadia, Pin- 741245, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Swapan Sadhukhan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Swapan Sadhukhan (New Name) and Swapan Kumar Sadhukhan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Swapna Mridha (old name) wife of Samir Mridha, residing at Vill.- Ballavpur, P.O.- Chakla, P.S.- Deganga, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743424, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Swapna Mondal Mridha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/03/2025. Swapna Mondal Mridha (New Name) and Swapna Mridha (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,PRODYUT MONDAL & PRADUYT (OLD NAME) S/O LATE AKSHAY KUMAR MONDAL RESIDING AT 172, SATCHASI PARA,BAIDYABATI (M),PO-CHATRA,PS-SERAMPORE,DIST-HOOGHLY, PIN-712204,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRODYUT KUMAR MONDAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/03/2025. THAT PRODYUT MONDAL & PRADUYT MANDAL (OLD NAME) AND PRODYUT KUMAR MONDAL (NEW NAME).ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Shyamal Bera (old name) S/o Panchanan Bera, resident of 85/2/1, Adyanath Saha Road, Near Adyanath School, South Dumdum(M), P.O.- Sreebhumi, Dist.- North 24 Parganas, Pin-700048, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Kumar Bera (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Shyamal Kumar Bera (new name) and Shyamal Bera (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Pramod Poddar (old name) S/o Hiralal Poddar, resident of DC 3, Shastri Bagan, Rajarhat Gopalpur (M), Desh Bandhu Nagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pramod Kumar Poddar (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Pramod Kumar Poddar (new name) and Pramod Poddar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I,K MONDAL,SON OF SARAJU MONDAL,RESIDING AT 2/29,P & COLONY, DURGAPUR, PASCHIM BARDHAMAN,PIN-713205,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARTICK MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2025.THAT K MONDAL AND KARTICK MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SALTANA BEGUM (OLD NAME),WIFE OF SHAIKH MONIRUL ISLAM, RESIDING AT U-27/1/A,KARBALA ROAD,PO - BARTALA, KOLKATA - 700018,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SULTANA BEGUM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/03/2025.THAT SALTANA BEGUM (OLD NAME) AND SULTANA BEGUM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MOHAMMAD NASIM AHAMED AND MD NASIM AHAMED (OLD NAME),SON OF ARIF AHAMED,RESIDING AT M A SARANI,BANKRA, PO- BIRATI,PS - AIRPORT,NORTH 24 PARGANAS,PIN -700051, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIM AHAMED (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE ON 25/02/2025. THAT MOHAMMAD NASIM AHAMED AND MD NASIM AHAMED ALSO NASIM AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I Sumitra Goswami W/O Soumen Goswami R/O CB-9,Salt Lake City,Sector-I,Bidhannagar,Kolkata-700064 shall henceforth be known as Sumitra Paul Goswami vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/03/2025. That Sumitra Goswami and Sumitra Paul Goswami all are the same and one identical person.

Name Change
I,SIRAJUDDIN AND SK SIRAJUDDIN (OLD NAME),SON OF SK FAJLU, RESIDING AT VILL & PO - ALANGIRI,PS - EGRA,EAST MEDINIPUR - 721420,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEK SIRAJUDDIN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/03/2025. THAT SIRAJUDDIN AND SK SIRAJUDDIN (OLD NAME) AND SEK SIRAJUDDIN(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Ajharuddin (old name) S/O Sekh Amanullah, resident of Paschim Bauria, Bauria, Chackasi, Uluberia, P.S.- Bauria, Howrah- 711307, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Ajharuddin (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Sekh Ajharuddin (new name) and Sk Ajharuddin (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Shaikh Latifur Rahaman (old name) son of Sek Raisuddin, residing at Vill.- Dakshin Badhia, P.O.- Mirgoda, P.S.- Ramnagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721446, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Latiphur Rahaman Sek (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Contai, Purba Medinipur, dated 12/02/2025. Latiphur Rahaman Sek (New Name) and Shaikh Latifur Rahaman (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammad Fazal (old name) S/o Saiyed Nurul Islam, resident of Par Dankuni, Ward No 1, Chakundi, P.O.- Dankuni Coal Complex, Hooghly, Pin-712310, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Fazal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Md Fazal (new name) and Mohammad Fazal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Saiyad Nur Alam (old name) S/o Saiyed Abdul Ahammed, resident of Par Dankuni, Ward No 1, Chakundi, P.O.- Dankuni Coal Complex, Hooghly, Pin-712310, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saiyed Nurul Islam (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/03/2025. That Saiyed Nurul Islam (new name) and Saiyad Nur Alam (old name) both are the same and one identical person.

আতিথেয়তা ও আয়োজনে রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়ায় নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করল শালবনী

দুরন্ত বার্তা, শালবনী, ৩ মার্চঃ স্মরণ কালের মধ্যে এই প্রথম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়া আয়োজিত হয়েছিল মূল জেলা শহরের বাইরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলের শালবনীতে। জেলা শহর মেদিনীপুরের অরবিন্দ স্টেডিয়াম বদলে যেদিন থেকে শালবনী নাম ঘোষণা হয়েছিল, সেদিন থেকেই মাঠে নেমে পড়েছিল টীম শালবনী। শালবনী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, শালবনীর বিডিও রোমান মন্ডল ও থানার আইসি সৌরভ ঘোষের নেতৃত্বে সমন্বয় করে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল কুড়ি দিন আগে থেকে। মাঠে এই দায়িত্ব এসে পড়েছিল ব্লক স্পোর্টসের সন্দীপ সিংহ, গেমস এন্ড পোর্টসের সোমনাথ দাস এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের তরফে তন্ময় সিংহের উপর। প্রত্যেকের তরফে পুরো একটি টিম কাজ করছিল প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করার জন্য। প্রাথমিকভাবে ভেন্যু ঘোষণা হওয়ার পর, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে বারবার প্রতিনিধি দলে এসেছে শালবনীতে কখনো নেতৃত্বে পর্ষদ সচিব, আবার কখনো গেমস এন্ড স্পোর্টসের প্রতিনিধিরা বিজন সরকার, পলাশ সাধু খান, সাহীদ আনোয়ার, শান্তনু দে, কার্তিক দে সহ অন্যান্যরা বারবার ছুটে থাকেন কলকাতা থেকে আবার জেলা ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অনিমেষ দে এসেছেন ওনাদের সাথে জেলার শিক্ষকদের নিয়ে। সবে মিলিয়ে প্রস্তুতি চূড়ান্ত রূপ নেয়। শালবনীর ইতিহাসের অন্যতম সেরা রমণী যে রানী লক্ষীবাঈ এর আগেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল সেই রানী শিরোমনিকে থিম করা হয় বিদ্যাসাগরের দেশের মাটিতে আয়োজিত ৪০ তম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার। মেদিনীপুর জেলার কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় সঞ্চালনা করেন অনুষ্ঠানের প্রসিদ্ধ সঞ্চালক মামুন আখতারের সাথে।

২৬ তারিখ রাত্রি আড়াইটা নাগাদ এসে পৌঁছে জলপাইগুড়ি, তখনো তাদের রিসিভ করতে এই প্রান্তিক গ্রামের স্টেশনে উপস্থিত এলাকার শিক্ষক অমিত মারিক, অসীম দলুই, দীনবন্ধু মাহাতো সাথে জেলার অখিল বন্ধু মহাপাত্র। শালবনী স্টেডিয়াম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে বলাই চন্দ্র আইটিআই কলেজে ব্যবস্থা ছিল আবাসনের। শিক্ষক এবং শালবনি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা ২৬ তারিখ থেকে দু তারিখ পর্যন্ত প্রায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করে শিশুদের উপযোগী করে তুলেছিল বাসস্থান। শিশুদের সাথে আগত সারা রাজ্যের অভিভাবক ও অভিভাবিকার সংখ্যা প্রায় ১০০০ এর মতন। এত মানুষ এই ছোট্ট শহরে থাকবে কিভাবে তার জন্য দুটো লজে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করেছিল শালবনী পঞ্চায়েত সমিতি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ নিজে বিনামূল্যে মা ক্যান্টিন চালু করেছিলেন ওই দুদিন। দু হাজারের মতো মানুষ মমতা ব্যানার্জির স্নেহছায়ার মা ক্যান্টিনের দুপুরের খাবার ডিমের ঝোল, তরকারি, ভাত খেয়েছেন। প্রশাসন থেকে নিরাপত্তা, যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবস্থা ছিল আঁটোসাঁটো। উদ্বোধনের দিন উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমস্ত পদাধিকারীরা এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল, সাংসদ জুন মালিয়া, কালীপদ সরেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া, শিউলি সাহা, শ্রীকান্ত মাহাতো সহ বিধায়ক সুজয় হাজরা সহ অন্যান্যরা। শালবনীর চিরাচরিত ধামসা মাদল আদিবাসী নৃত্য সহযোগে ছৌ নাচের মাধ্যমে বরণ করা হয় অতিথিদের। যদিও উদ্বোধনে অনুষ্ঠান দুপুরে হয় খেলা শুরু হয়েছিল সকাল থেকেই। কলকাতা ও শিলিগুড়ি কর্পোরেশনকে ধরে ও পাহাড়কে বাদ দিয়ে তেইশটি জেলা থেকে প্রায় ৮০০ এর বেশি প্রতিযোগী দুদিন ধরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য লড়াই করল শালবনীর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে এবং বিজয়ীরা পুরস্কৃত হল রানী শিরোমনি মঞ্চে। স্বয়ং ব্রাত্য বসু ঘোষণা করেছেন রানী শিরোমনির ইতিহাস কে পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করার কথা চিন্তাভাবনা। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল প্রশংসা করেছেন শালবনীর আতিথেয়তার। প্রায় দশ হাজারের বেশি মানুষ শেষদিনের ছাত্র-ছাত্রীদের পিরামিড তৈরি করা দেখে উৎসাহ দিয়েছে অনবরত। প্রায় রাত্রি গড়িয়েছে পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন হতে। সেরার সেরা হয়েছে হুগলি। তারপর একে একে শালবনী ছেড়ে নিজের গন্তব্যের দিকে পাড়ি দিয়েছে জেলার দলগুলি। পয়লা মার্চে রাত্রে দশটি জেলা চলে যায় এবং বাকি জেলাগুলি যায় আজ দুপুর ১১ টা পর্যন্ত। আগামীকাল পশ্চিম মেদিনীপুরের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করেছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। বাড়ি যাওয়ার পথে অভিভাবকেরা বলে যাচ্ছেন এর পরে রাজ্য ক্রীড়াতে আয়োজন করার আগে বেঞ্চমার্ক হিসেবে আসবে শালবনীর কথা। আবার প্রধান আয়োজক অনুচস্বরে বলছেন আগামী দিনেও রাজ্য ক্রীড়াতে অভিভাবকদের জন্য বিনামূল্যে মা ক্যান্টিন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। রাজা অজিত সিংহের পত্নী রানী শিরোমনির নেতৃত্বে চুয়াড় বিদ্রোহের জন্য ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়া শালবনীর পরিচয় আবার নতুন করে পেল রাজ্যবাসী আতিথেয়তার জন্য।

ট্যাব নিয়েও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল না কেবল এক জেলারই হাজার হাজার পরীক্ষার্থী!

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ মার্চঃ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব দেয় রাজ্য সরকার। সেই ট্যাব নিয়েছে পড়ুয়ারাও। কিন্তু ট্যাব নিয়েও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল না হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। কেবলমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই এরকম ২ হাজার পড়ুয়ার হদিশ মিলেছে, যারা ট্যাব নিয়েছে, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেনি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ট্যাব নিয়েও পরীক্ষায় বসেনি প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী। সরকারি সূত্রে খবর, এই বছর ট্যাব নিয়েছে ৩২২৪৮ ছাত্রছাত্রী এবং পরীক্ষা দিচ্ছে ৩০২৫৭ জন পরীক্ষার্থী। প্রায় দুই হাজার ছাত্র ছাত্রী নিয়ে পরীক্ষায় বসেনি বলে সূত্রের খবর। তবুও এই সংখ্যা নিয়েও প্রশাসনের তরফ থেকে দু'ধরনের তত্ত্ব উঠে আসছে। জেলা শাসক বলেন, ''২০০ থেকে ৩০০ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেনি।'' আবার অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অর্পণা ভট্টাচার্য বলেন, ''প্রায় ২০০০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে পরীক্ষায় বসেনি।'' পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝির বক্তব্য, ''আমরা যেটা খবর পেয়েছি, ২০০-৩০০ মতো পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেনি। তার কারণটা আমরা খতিয়ে দেখছি। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম, ৪ হাজার মেয়ে পরীক্ষার্থী বেশি বসেছে ছেলেদের তুলনায়। এটা একটা ট্রেন্ড দেখছি। হয়তো ছেলেরা বিভিন্ন কাজকর্মে চলে যাচ্ছে। সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি।'' পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অর্পণা ভট্টাচার্য বলেন, ''এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় কম। তার কারণ হচ্ছে বয়সের বিষয়টি। এবছর পরীক্ষা দিচ্ছে ৩০ হাজার ৩৫৭ জন। ট্যাব নিয়েছে ৩২ হাজার ২৪৮ জন। এই একটা তফাৎ তৈরি হয়েছে। ট্যাব নেওয়ার পর অনেকে পড়াশোনা ছেড়েছে। রেজিস্ট্রেশন কতটা হয়েছে, সেটা আমরা বলতে পারব না। সেটা কাউন্সিল বলতে পারবে।'' যদিও এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল। জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত বলেন, ''আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ট্যাব নেওয়ার জন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, তত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসছে না।''

বহু অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূলের ছাত্র নেতাকে নিয়ে এবার এলাকা জুড়ে পোস্টারে ছয়লাপ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ মার্চঃ দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের ছাত্র নেতার বাড়বাড়ন্ত। দুর্নীতি তোলাবাজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মে যোগ। এমনকি পুলিশের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ। তারপরও ব্যবস্থা নেয়নি দল। আসিন থেকে গেছেন ছাত্র ব্লক সভাপতি পদে। তাই এবার ছাত্র সংগঠনের একাংশের পক্ষ থেকেই সেই ছাত্র নেতাকে বহিষ্কারের জন্য পোস্টার। পোস্টারে ছয়লাপ এলাকা। কোন পোস্টারে লেখা জুয়ার পান্ডা, আবার কোন পোস্টারে বিজেপির দালাল। যে ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য। তীব্র আক্রমণ বিরোধীদের। সাফাই তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিমান ঝা। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই পদে রয়েছেন তিনি। তার বিরুদ্ধেই তুলসীহাটা অঞ্চল থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় পোস্টার। যে পোস্টারে লেখা রয়েছে সৌজন্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সেখানে লেখা রয়েছে দুর্নীতিবাজ বিজেপির দালাল বিমান ঝা। আরেকটি পোস্টারে লেখা রয়েছে জুয়ার পান্ডা বিমান ঝা। আবার কোথাও লেখা রয়েছে তোলাবাজ ঠিকাদার। উঠেছে তাকে বহিষ্কারের দাবি। প্রসঙ্গত তৃণমূলের এই ছাত্র নেতাকে নিয়ে বহুদিন ধরেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে। করোনা কালে চাঁচলে পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে তৃণমূল কর্মী খুনের মামলায় নাম রয়েছে তার। কিছুদিন আগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি জুয়ার ঠেক এবং চটুল নাচের আসর চালাচ্ছেন। যেখানে স্বল্প বসনা নর্তকীরা আসছে। সেখান থেকে মোটা অংকের টাকা তুলছেন বিমান ঝা। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে ছিল গ্রামের মহিলারা। আরেকটি জায়গায় অভিযোগ উঠেছিল শ্মশানের মাটি বেচে দেওয়ার। সেখানেও এলাকাবাসী আন্দোলন করে। তারপরও তার বিরুদ্ধে দল বা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এবার দলের একাংশের মধ্যে থেকেই দেওয়া হলো পোস্টার। প্রশ্ন উঠেছে ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বে থাকার পর কি ভাবে এত বারবাড়ন্ত। কার মদত রয়েছে তার পিছনে? সাম্প্রতিক কালে হরিশ্চন্দ্রপুরে দলীয় কর্মসূচিতে দেখা যায় না এই ছাত্র নেতাকে। ছাত্রদের কর্মসূচিতেও থাকেন না। তারপরও তাকে কে অক্সিজেন যোগাচ্ছে? দলের মধ্যেই উঠেছে প্রশ্ন? যার ফলস্বরূপ এই পোস্টার। বিরোধীদের দাবি তারা দীর্ঘদিন এই অভিযোগ করছেন। এবার তৃণমূলের অন্দর থেকেই এই অভিযোগ আসছে। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এবার প্রশ্ন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বে আদেও কি কোন ব্যবস্থা নেবে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, ''এতদিন আমরা এই অভিযোগ করতাম। এখন দলের মধ্য থেকেই সামনে আসছে। তৃণমূল মানেই দুর্নীতিগ্রস্ত। এটা একদম পরিষ্কার।'' সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস এর দাবি, ''এই ছাত্র নেতা তোলাবাজি করে। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় যুক্ত। বহু অভিযোগ আছে এর বিরুদ্ধে। সেটা এখন দলের মধ্যে থেকেই প্রমাণিত। তৃণমূল নিজেই সেটা বলছে।'' জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, ''দলীয়ভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পোস্টারে যে এজেন্ডাগুলো উঠে এসেছে পুলিশকে বলবো সেটা তদন্ত করতে। যে পদেই থাকুক না কেন সে সাজাপ্রাপ্ত হবে।'' ছাত্র নেতা বিমান ঝা বলেন, ''এটা সম্পূর্ণ চক্রান্ত। দুর্নীতি করেছি কেউ বলতে পারবে না। চক্রান্ত করে এসব করা হয়েছে।''

মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহে এসে মাকে ফেলে রেখে পালালেন সন্তানরা

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩ মার্চঃ মুর্শিদাবাদ থেকে এসে বৃদ্ধা মাকে মালদা শহরে ফেলে রেখে পালালেন ছেলেরা! গোটা রাত মালদা শহরের রাস্তায় জিনিসপত্র-সহ পড়ে রইলেন বৃদ্ধা। অপেক্ষায় ছিলেন তিনি, এই বুঝি কেউ তাঁকে নিতে আসে। কিন্তু কেউ আসেননি! অবশেষে মালদহ জেলা গ্রন্থাগার সচিবের নজরে এলে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর উদ্যোগে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। বৃদ্ধা শিবানী দাস জানান, তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে কয়েক বছর আগে। তাঁর তিন ছেলে, দুই মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। নাতি-নাতনিও রয়েছ। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেরা তাঁকে দিয়ে জোর করিয়ে সই করিয়ে বাড়ি বিক্রি করে দেন। বাড়ি বিক্রির পর তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ করেন। এমনকি বৃদ্ধার বয়ানে ছেলেরা মাকে বলেন, ''নিজের রাস্তা নিজে দেখে নাও।'' পরে তাঁকে কান্দি থেকে মালদহে এনে মালদহ শহরে রেখে চলে যান বলে অভিযোগ। গত রাত থেকে তিনি টানা রাস্তায় বসে অপেক্ষা করেছেন, কেউ তাঁকে নিতে আসবে। কিন্তু কেউ আসেননি। নিজেই কোনওমতে বাঁধরোড এলাকায় পৌঁছন। সেখানে জেলা গ্রন্থাগার সচিব প্রসেনজি দাসের নজরে পড়ে। তিনি জানান, চরম অমানবিক ঘটনা। এক ৭৮ বছরের বৃদ্ধার বাড়ি বিক্রি করে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ভীষণ দুঃখজনক। তাঁকে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে আপাতত স্থানীয় এক বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ট্রান্সফর্মারে বিস্ফোরণ, ঝলসে মৃত্যু হল শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩ মার্চঃ ট্রান্সফর্মার ব্লাস্ট করে ঝলসে মৃত্যু এক ঠিকা শ্রমিকের। ঘটনায় জখম কোকওভেন থানার পুলিশ। মৃত শ্রমিকের নাম সাধন বাউড়ি (৫০)। তিনি দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার

আরও দুই ঠিকা শ্রমিক। ঘটনা দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকায় বেসরকারি কার্বন তৈরির কারখানার পাওয়ার প্ল্যান্টের। ঘটনাস্থলে কালীপুরের বাসিন্দা। জখম দুই শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই এই বেসরকারি কার্বন কারখানার পাওয়ার প্লান্টে কাজে যোগ দিয়েছিল সাধন। দুপুরে হঠাৎ কারখানার একটি ট্রান্সফর্মার ফেটে যায়। সেখানেই ঝলসে মৃত্যু হয় সাধনের। সাধনের দুই সহকর্মীও জখম হয়। ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় শ্রমিক মহলে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরিবারের তরফ থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি তোলা হয়েছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন সাধন। তার মৃত্যুতে গোটা পরিবারে ভেঙে পড়েছে। অন্ততপক্ষে পরিবারের একজনের চাকরি দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

'সিপিএম-এর হার্মাদদের' বাড়ি থেকে বের করে এনে 'গরুপেটা' করার নিদান টিএমসি নেতার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ মার্চঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বামেদের বেনজির আক্রমণ তৃণমূলের তালডাংরা ব্লক সভাপতি তারাশঙ্কর রায়ের। এবার সিপিএম নেতাদের ঘর থেকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে গরুপেটা করার নিদান দিলেন তিনি। রবিবার বাঁকুড়ার তালডাংরা বাজারে প্রতিবাদ মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বিতর্কিত নিদান দেন তিনি। তৃণমূল তেমনটা করলে সিপিএমও ছেড়ে কথা বলবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে বাম শিবির। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর হামলার ঘটনার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়ার তালডাংরাতেও প্রতিবাদে নামে তৃণমূল। গতকাল সন্ধেয় তালডাংরা বাজারে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করে শাসকদল। সভায় বক্তব্য

রাখতে গিয়ে তালডাংরার তৃণমূল ব্লক সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, ''সিপিএম-এর সঙ্গে আমরা মেলামেশা করি। কিন্তু ৫ মিনিট সময় লাগবে না তাঁদের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছেদ করতে। পাঁচ মিনিটের নোটিসে আমরা যেমন মিটিং মিছিল করতে পারি, তেমন একবার বললে সিপিএম এর হার্মাদদের বাড়ি থেকে টেনে এনে রাস্তায় নামিয়ে গরুপেটা করতে পারি।'' তৃণমূল ব্লক সভাপতির এমন হুঁশিয়ারির পাল্টা সিপিএমের দাবি, তৃণমূলের হুঁশিয়ারির দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও তেমন কিছু করলে সিপিএমও ছেড়ে কথা বলবে না। ডিওয়াইএফআই-এর বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য বলেন, ''যাদবপুরের ছেলে-মেয়েদের দাবি নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী বাহানা দেয়। তারপর আমরা দেখলাম ছাত্রকে পিষে দিচ্ছে। সেই ঘটনা থেকে মোড় ঘোরাতেই এইসব করছে ওরা। আমরা বলছি সিপিএম ভয় পায় না। এই দিন অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে।''

বাংলার বুকে মুহুর্মুহু কামানের আওয়াজ, পরপর এগোল টি৯০ ট্যাঙ্ক

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের বুকে ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চঃ কামানের তীব্র শব্দ! থেকে থেকে যেন কেঁপে উঠছে মাটি। লাইন দিয়ে

এগিয়ে যাচ্ছে অত্যাধুনিক টি-৯০ ট্যাঙ্ক আর তার থেকে বেরনো আগুনে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। শত্রু যতই ধুরন্ধর হোক না কেন, রাতের অন্ধকারেও খুঁজে খুঁজে শেষ করে দিতে সময় লাগবে না এতটুকু। সম্প্রতি বাংলার বুকে দেখা গেল এই ছবি, শত্রুদের ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট। জানা গিয়েছে, ভারতীয় সেনার 'ত্রিশক্তি কর্পস' এই মহড়া চালিয়েছে। মূলত সিকিম ও শিলিগুড়ি করিডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশে এই মহড়া করা হয়েছে। একমাস ধরে শোনা যাচ্ছে গুলি-কামানের শব্দ। চলছে লাইভ-ফায়ারিং। যে কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, অতর্কিতে হামলা হলেও যাতে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকা যায়, তার জন্যই এই এক্সারসাইজ। ভারতের ও প্রতিবেশী দেশগুলির ভৌগলিক অবস্থানের জন্য উঁচু জায়গা থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাই বেশি উচ্চতায় যুদ্ধের প্রস্তুতি সবসময়ই গুরুত্ব পায় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। এই মহড়াতেও সেদিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম। টি-৯০ হল ভারতের হাতে থাকা অন্যতম আধুনিক ট্যাঙ্ক। এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেমন সহজ, তেমনই শত্রুপক্ষকে নিশানা করা যায় নিমেষে। লক্ষ্য একেবারে নিখুঁত। রাতের অন্ধকারে পাল্টা আক্রমণ করতে এই ট্যাঙ্কের জুড়ি নেই। রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির সেন্সর। যে কোনও আবহাওয়ায় এটি কাজ করতে পারে। গত একমাস ধরে চলেছে এই মহড়া। শুধু ট্যাঙ্ক নয়, দেখা গিয়েছে ড্রোন থেকে শুরু করে আরও অনেক সরঞ্জাম। সফলভাবে সেই মহড়া শেষ হওয়ার পর উচ্চপদস্থ সেনাকর্তা বলেন, ''এই মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী আরও একবার বুঝিয় দিয়েছে, যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের সেনা জবাব দিতে প্রস্তুত।''

The undersigned hereby inviting e-tender vide ref. no-memo No-**81/DGP/Gen/eNIT_18/2025(2nd Call), Date 03/03/2025, (Tender ID-2025_ZPHD_82395_1, 2025_ZPHD_822450_1 & 2025_ZPHD_822490_1)** from prospective bidders from **03/03/2025, 18:55 IST.** For details visit www.wbtenders.gov.in.
Sd/- **Prodhan**
Dogachia GP

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রতন সরকার, পিতা-বাবলু সরকার, সাং-ছিন্নমস্তাপল্লী, পোঃ-বেলতলাপার্ক, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার পশ্চিম রায়নগর মৌজা, জে.এল নং-১৪২, খতিয়ান নং- ৯৩০, দাগ নং সাবেক ৩৩০ ও হাল ৪৩১ নং দাগে ডাঙ্গা ০৬ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে ২০২৫ সালের ৯০৫ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসের ২০২৩ সালের ৩৩৬৪ নং আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত। উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ দরখাস্ত দাখিল করিবেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগণ ১। শ্রীমতি জয়া উপাধ্যায় সর্ব্বাধিকারী, ২। আবীর সর্ব্বাধিকারীগনের বা কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।
ধন্যবাদান্তে
পলাশ চন্দ্র সরকার
এ্যাডভোকেট বালুরঘাট কোর্ট

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-০৮৩০

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী (এইচডব্লুডব্লুপিপি), এইচএমসি ৩ (তিন) নম্বরের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। এইচএমসির পদ্মপুকুরের হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে কাজ করে। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ **২৮.০২.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা** থেকে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ **২১.০৩.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০টা** পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুনঃ **https://wbtenders.gov.in**
১০৬(৩)/২৪-২৫ — সচিব
৩০.১১.২৪ — হাওড়া পৌরনিগম

COOCH BEHAR MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Development of Green space at Brahma Mandir at Ward No.19 under Cooch Behar Municipality". Estimated Cost - Rs. 37,15,264.00 vide Tender Id-**2025_MAD_822480_1.** eTender submission end date-**27/03/2025.** Details information will be available from the website (i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/- **Chairman,**
Cooch Behar Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ত্বের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/এমইডিএসটিএন/২৪, তারিখঃ ২৭.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ত্বের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ই-অকশন ক্যাটালগ-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১০। অকশন শুরুর তারিখ/সময় ঃ** ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা। **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-এমইডিএসটিএন-৮-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস–মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি জংশন স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২; এএ/২; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচআর-এমইডিএসটিএন-৯-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের ভদ্রেশ্বর স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৩; এএ/৩; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-এমইডিএসটিএন-১০-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের চন্দননগর স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৪; এএ/৪; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-সিএনএস-এমইডিএসটিএন-১১-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের চুঁচুড়া স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৫; এএ/৫; **এমএসএস- এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-এমইডিএসটিএন-১২-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের ব্যাণ্ডেল জংশন স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৬; এএ/৬; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-এমইডিএসটিএন- ১৩-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের তারকেশ্বর স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৭; এএ/৭; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-এমইডিএসটিএন-১৪-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের ডানকুনি স্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৮; এএ/৮; **এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ- এমইডিএসটিএন-১৫-২৫-১** (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– মেডিক্যাল ফেসিলিটিস অ্যাট স্টেশন) ও হাওড়া ডিভিসনের রামপুরহাটস্টেশনে মেডিক্যাল স্টোর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
(HWH-643/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার বিভিন্ন বিল্ডিং-এ অন গ্রিড রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের নকশাকরণ, সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৮২,৩৯,২০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১৩৩আর_এসপিভি৪০০_ডিটি ১-৩-২৫
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

RDB RASAYANS LIMITED
CIN: L36999WB1995PLC074860
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 3rd Floor, Room No-9, Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500 ,Fax: 033-2242 0588
Email id: info@rdbindia.com; **Website:** www.rdbgroup.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইকিউজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৭শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (ভিসি/ওএভিএম) লেনদেন করা যাবে, যা সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে। এমসিএ সার্কুলার, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সেবি তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ) এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির ই-ইজিএম ভিসি / ওএভিএমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ই-ইজিএমের জন্য বিবেচিত স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, যা বিকানের বিল্ডিং, ৮১ লাল বাজার স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কক্ষ নং ০৯, কলকাতা ৭০০০০১-এ অবস্থিত।
উক্ত ইজিএম কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এবং সাধারণ সার্কুলার নং অনুসারে আহ্বান করা হয়েছে ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' নামে পরিচিত), এবং এসইবিআই সার্কুলার নং। SEB/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/202079 তারিখ ১২ মে ২০২০, SEBIHO/CFD/ CMD2/CIR /P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী ২০২১, SEBI/HO/CFD /CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে ২০২২, SEBIHO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 তারিখ ৫ জানুয়ারী ২০২৩, SEBIHO/DDHS/P/CIR /2023/0164 তারিখ ০৬ অক্টোবর ২০২৩ এবং SEBIIHO/CFO/CFD-PoD-2/PICIR /2024/133 তারিখ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'এসইবিআই' সার্কুলার নামে পরিচিত), একটি সাধারণ সভায় সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্থান।
প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে এবং বাস্তব কপি প্রেরণে জটিলতার কারণে, ইজিএম-এর নোটিশ কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/আরটিএ-তে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে, ইজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbgroup.in এবং বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।
সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে ইজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী ইজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।
কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের পরিষেবা গ্রহণ করেছে, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য। কোম্পানিটি ২০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে শেয়ারধারী সকল সদস্যকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে, যাতে তারা ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তের উপর তাদের ভোট দিতে পারেন। এছাড়াও, কোম্পানিটি ইজিএম ('ই-ভোটিং') চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করছে। ইজিএম-এর সময় ফিজিক্যাল মোডে, ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি ইজিএম-এর নোটিশে দেওয়া আছে।
যদি কোনও সদস্য কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুনঃ

বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা	অনুগ্রহ করে নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করুন, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিন।
ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা	আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী, আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে এবং আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এ কল করতে পারেন। evotingnsdl.com এ সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রেকে অনুরোধ পাঠান।
সদস্যদের নিবন্ধন বা তাদের যোগাযোগের বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণ পরিবর্তন করার সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তিটি আগাম প্রকাশ করা হচ্ছে। আরও স্পষ্টীকরণের জন্য, সদস্যরা উপরে উল্লিখিত আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আরডিবি রসায়নস্-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৩.০৩.২০২৫

রোহিতদের বিশেষ পরামর্শ শাস্ত্রীর

মুম্বই, ৩ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব শেষ। আর দুটো ধাপ। পেরোতে পারলেই ট্রফি। আগামী কাল দুবাইয়ে প্রথম সেমিফাইনাল। জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ এ-র সেরা দল হয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। অন্য দিকে, গ্রুপ বি-তে দ্বিতীয় হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দুবাইতে ভারতের প্রতিপক্ষ অজিরা। আইসিসি টুর্নামেন্টের নকআউটে আরও একবার মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচে নিয়ে আশা আশঙ্কা দুই-ই রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। তার আগে রোহিতদের বিশেষ পরামর্শ দিলেন ভারতের বিশ্বজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ রবি শাস্ত্রী। নিউজিল্যান্ড স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলে।

কয়েক মাস আগেই ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ক্লিনসুইপ করেছে তারা। ভারতের স্পিন জাল কোনও কাজে আসেনি। ফরম্যাট আলাদা হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও ভয় ছিল স্পিনই। দুবাইয়ের পিচে স্পিনাররা সাহায্য পাচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের স্পিন আক্রমণও মন্দ নয়। কিন্তু ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেন ভারতীয় স্পিনাররাই। প্রতিপক্ষর ১০টির মধ্যে ৯টি উইকেট স্পিনারদের দখলেই। এর মধ্যে পাঁচ উইকেট বরুণ চক্রবর্তীর। সেমিফাইনাল আগেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় কম্বিনেশনে বদল করেছিল ভারত। চতুর্থ স্পিনার হিসেবে বরুণকে খেলানো হয়। ৪২ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট। সেমিফাইনালেও চার স্পিনারের কম্বিনেশনে যাওয়া উচিত কি না, এই নিয়ে ধোঁয়াশা ভারতীয় শিবিরে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী বলছেন, ''ওর বোলিংয়ে মুগ্ধ। টিম ম্যানেজমেন্টকে ফুল মার্কস দিতেই হচ্ছে। দুর্দান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বরুণ এমনই একজন, যে মাঝের ওভারে উইকেট দিতে পারে। আমার মনে হয়, এটাই সঠিক সময় ওকে কাজে লাগানোর। পাঁচ উইকেট নিয়েছে। একাদশে ওর জায়গা ধরে রাখা উচিত।'' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিধ্বংসী বোলিং করেছিলেন। এরপরই ওয়ান ডে সিরিজেও যোগ করা হয় বরুণকে। খেলেছিলেন একটিই ম্যাচ। শেষ মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডেও জায়গা হয়। আর প্রথম সুযোগেই ফাইফার। সাম্প্রতিক ফর্মের জেরেই বরুণকে খেলানো উচিত বলে মনে করেন রবি শাস্ত্রী।

আইপিএল-এর নিয়মে বড় বদল!

খেলোয়াড়দের অনুশীলনেও এ বার 'কড়াকড়ি' বোর্ডের

মুম্বই, ৩ মার্চঃ আইপিএলে একের পর পর এক নতুন নিয়ম এনেই চলেছে বিসিসিআই। টুর্নামেন্ট শুরু হতে আর ২০দিন বাকি। ২২ মার্চ আইপিএলের বোধন। তার

আগে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটার প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি শুরু করেছে। তবে এ বার আর ইচ্ছেমতো অনুশীলন করতে পারবেন না ১০ টিমের ক্রিকেটাররা। রিপোর্ট অনুযায়ী, আইপিএলের আগে ক্রিকেটারদের অনুশীলনে কড়া নিয়ম আনতে চলেছে বিসিসিআই। কী সেই নিয়ম? আইপিএলের সময় সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের সুবিধামতো অনুশীলনের সময় বেছে নেয়। কেউ কেউ ওপেন নেটে প্র্যাক্টিস করেন। কেউ কেউ আবার নেটে অনুশীলন করেন। ক্রিকবাজের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বার থেকে আর ইচ্ছেমতো অনুশীলন করতে পারবে না আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটাররা। প্রতিটি টিম মরসুম শুরু হওয়ার আগে তিন ঘণ্টা করে মোট সর্বাধিক ৭টি প্র্যাক্টিস সেশন আয়োজন করতে পারবে। তার মধ্যে ২টি অনুশীলন ফ্লাডলাইটের নীচে করা যাবে। ২টি করে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলতে পারবে দলগুলো। মরসুম শুরু হয়ে গেলে কোনও ক্রিকেটার ওপেন নেটে অনুশীলন করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, ম্যাচ ডে প্র্যাক্টিস সেশনের সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ আইপিএলে ম্যাচের দিন সকালবেলায় যে অনুশীলন করা যেত, তা আর এ বার থেকে করা যাবে না। এখানেই নিয়ম শেষ হয়ে যাচ্ছে না। ওয়ার্ম আপ ম্যাচ মূল পিচে খেলা যাবে না। তার বদলে পাশের উইকেটে খেলতে হবে। আবার সেই ম্যাট সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি হওয়া চলবে না। মাঠে প্র্যাক্টিস এবং ওয়ার্ম আপ ম্যাচ আয়োজনের আগে বোর্ডের থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। কেন এই নতুন নিয়ম? পিচের অবস্থা যেন খারাপ না হয়, তার জন্যই একঝাঁক নতুন নিয়ম আনতে চলেছে বোর্ড।

৭ ম্যাচে ৩ গোল, ৩ অ্যাসিস্ট ও ৪ ম্যাচসেরা, নেইমার বললেন, স্বপ্নটা ভাঙাবেন না

সান্তোস, ৩ মার্চঃ চোটের কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। এমনকি আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর দলটির হয়ে দেড় বছরে খেলতে পেরেছিলেন মাত্র ৭ ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত আল হিলাল তাঁকে ছেড়ে দিলে নেইমার ফিরে আসেন শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির হয়ে মাঠে নেমে এক মাসের মধ্যে ৭ ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে তাঁর। যার মধ্যে ৬টিতে তিনি একাদশে থেকে শুরু করেন, অন্যটিতে নামেন বদলি। একাদশে থাকা ৬ ম্যাচের ৪টিতেই আবার ম্যাচসেরাও হয়েছেন নেইমার। যার সর্বশেষ ম্যাচটি ছিল আজ সকালে ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে। ক্যাম্পেওনাতো পলিস্তার কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচটিতে সান্তোস জিতেছে ২-০ গোলে। দলের হয়ে প্রথম গোল করেন নেইমার। অন্য গোলটি জোয়াও শামিথের। ভিলা বেলমিরোতে নেইমার সান্তোসকে এগিয়ে দেন ম্যাচের ৯ মিনিটে। আগের ম্যাচে কর্নার থেকে সরাসরি অলিম্পিক গোল করা নেইমার এবারের গোলটি করেছেন সরাসরি ফ্রি-কিক থেকে। ডান প্রান্তে প্রতিপক্ষ বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক পায় সান্তোস। আর এই ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এটি সান্তোসের হয়ে নেইমারের টানা দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে তৃতীয় গোল। এ ছাড়া আরও তিন গোলে সহায়তাও করেছেন তিনি। লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকা নেইমারের কাছে এমন দুর্দান্তভাবে ফেরাটা স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে। আজ ম্যাচ শেষে ইনস্টাগ্রামে নিজের একাধিক ছবি পোস্ট করে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমাকে এই স্বপ্ন থেকে জাগাবেন না।' নেইমার এই স্বপ্নের ঘোরে কত দিন থাকতে পারেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

পাঁচটা বুমরা তৈরি করা যায় না? চমকে দেওয়ার মতোই প্রশ্ন রাহুল দ্রাবিড়ের

বেঙ্গালুরু, ৩ মার্চঃ ক্রীড়াবিদদের চোট আঘাত নতুন নয়। কেউ কেউ তুলনামূলক বেশি চোট প্রবণ হয়ে থাকেন। ২০২৩ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর চোটের জন্য প্রায় ১৪ মাস মাঠের বাইরে ছিলেন মহম্মদ সামি। তিনি ফিরেছেন। কিন্তু চোটের কারনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাওয়া যাচ্ছে না জসপ্রীত বুমরাকে। তাঁকে নিয়ে যা বলছেন ভারতের বিশ্বজয়ী কোচ রাহুল দ্রাবিড়। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। রাহুল দ্রাবিড় চাইছেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এমন কিছু যাতে প্লেয়ারদের চোট আগে থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। যাতে সংশ্লিষ্ট প্লেয়ারের ওয়ার্ক লোড ম্যানেজ করতে আরও সুবিধা হয়। কোনও প্লেয়ারের কেরিয়ারে প্রশ্নচিহ্ন উঠতে পারে, এমন চোটও যদি অনুমান করা যেত? দ্রাবিড় বলছেন, ''ক্রীড়াক্ষেত্রে একটা বিষয় এআই-এর থেকে প্রত্যাশা করাই যায় এবং আমি আশাবাদী, যদি আগে থেকে চোটের বিষয়টা অনুমান করা যায়। চোটের বিষয়ে কেউ নিখুঁত ভাবে বলতে পারে না। পেসারদের উদাহরণই দেওয়া যাক। কতগুলি ম্যাচ খেলার পর বা হঠাৎ করেই চোট লাগতে পারে। সেটা কতটা গুরুতর, অনুমান করা কঠিন। স্পোর্টস মেডিসিন, সায়েন্স কোনও ভাবেই আগে থেকে অনুমান করা যাচ্ছে না। সুতরাং, এআই-এর মাধ্যমে যদি এই কাজটা করা যায়।'' রাহুল আরও বলেন, ''আমরা কি চাইলেই বুমরার ক্লোন করে পাঁচটা বুমরা তৈরি করতে পারব? শুনতে মজার মনে হলেও, আদতে কি এটা সম্ভব? আমি বলতে চাইছি, তা হলে আর ব্যতিক্রমী কী থাকবে? এআই-সব ক্ষেত্রে ঢুকে না পড়লেই হল।''

মাফিয়ারা ভয় দেখাচ্ছে মারাদোনার স্ত্রী-কন্যাকে!

বুয়েনস আইরেস, ৩ মার্চঃ তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে বছর চারেকের বেশি সময় আগে। কিন্তু আজও ভক্তদের মধ্যে সদা উজ্জ্বল দিয়েগো মারাদোনার স্মৃতি। সেই সঙ্গে রয়েছে উত্তর না পাওয়া প্রশ্নও। তাঁর মৃত্যুর প্রধান কারণ কী চিকিৎসার অবহেলা? সেই ট্রায়াল শুরু হওয়ার কথা ১১ মার্চ থেকে। তার আগে মাফিয়ারা ভয় দেখাচ্ছে মারাদোনার পরিবারকে। এমনটাই অভিযোগ কিংবদন্তির মেয়ে দালমার। আর্জেন্টিনার আদালতে শুনানি শুরুর আগে দালমার দাবি, ''আমার মা খুব ভয় পাচ্ছে। যে মাফিয়ারা টাকা আর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা আমার মাকে ভয় দেখাচ্ছে।'' কিন্তু তারপরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি। ন্যায়বিচারের পথ থেকে কিছুতেই সরবেন না। সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন দালমা। তাঁর বক্তব্য, ''আমার কিচ্ছু যায়ে আসে না। আমি জানি, আমি কাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। আমি চুপ করে থাকব না। আমরা চাই সবাই সত্যিটা জানুক। আমার মা প্রায়ই বলে, 'চুপ থাক। কোনও কথা বলবি না। আমি ভয় পাচ্ছি।' কিন্তু আমি চুপ থাকব না। বাবার জন্য এটা করতেই হবে।'' সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার মারাদোনা প্রয়াত হন ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর। মৃত্যুর পরই পূর্ণ তদন্তের দাবি জানান তাঁর আইনজীবী।

দুবাইয়ে সুবিধা পাচ্ছে ভারত!

পিচ প্রশ্নে সমালোচকদের ধুয়ে দিলেন রোহিত শর্মা

দুবাই, ৩ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। টুর্নামেন্ট যদিও হাইব্রিড মডেলে। ভারতের ম্যাচ সব দুবাইতে। আইসিসি অবশ্য টুর্নামেন্ট আরব আমির শাহিতে করারও প্রস্তাব দিয়েছিল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড নাছোরবান্দা মনোভাব থেকে সরে দাঁড়ায়নি। টুর্নামেন্টের আগে অনেক জলঘোলা হয়েছে। বাকি দলগুলো সমস্যায়ও পড়েছে। পাকিস্তানের মাঠের পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছে। বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছে ম্যাচ। ভারত একই ভেনুতে তিনটি ম্যাচ খেলায় অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন, অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে ভারত। টুর্নামেন্টের আগেই ঠিক হয়েছিল একটি সেমিফাইনাল দুবাই, আরেকটি লাহোরে হবে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনাল কাল দুবাইয়ে। পরদিন লাহোরে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে ভারত। এতে ঈর্ষায় জ্বলছেন অনেকেই। প্রশ্ন তুলছেন দুবাইয়ে বাড়তি সুবিধা নিয়ে। সেমিফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা পরিষ্কার জানান, ভারতীয় দলের হোমগ্রাউন্ডে খেলা হচ্ছে না, চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হচ্ছে তাঁদেরও। ভারত অধিনায়ক বলেন, ''প্রতিটা ম্যাচেই পিচে আলাদা চ্যালেঞ্জ থাকছে। তিন ম্যাচেই পিচ আলাদা আচরণ করেছে। এটা আমাদের হোমগ্রাউন্ড নয়। এটা দুবাই। সারাবছর এখানে খেলি না। এখানকার

পরিবেশ আমাদের কাছেও নতুন।'' রোহিত আরও যোগ করেন, 'এখানেও চার-পাঁচটি পিচ রয়েছে। প্রত্যেকটা পিচেরই চরিত্র ভিন্ন। সেমিফাইনালে কোন পিচে খেলা হবে, সেটার আচরণ আমিও জানি না। যাই হোক না কেন, দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে, সেখানেই খেলতে হবে।'' সেই ২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের পর আইসিসি নকআউট ভারত আর অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি। এ বার মিনি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচের আগের ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, ''সেমিফাইনালে একটা দারুণ প্রতিপক্ষকে পেয়েছি। এ বার আমাদের কাজ সেটাই করা, যা আমরা শেষ ৩টে ম্যাচে করেছি। বাকি ম্যাচগুলোতে যে অ্যাপ্রোচ ছিল, সেটাই এই ম্যাচে ধরে রাখতে চাই। প্রতিপক্ষদের অবস্থা আমরা জানি এবং ওরা কেমন খেলছে সেটাও জানি। ম্যাচের মাঝে বেশ কিছুটা সময় চাপ থাকে। কিন্তু আজকাল খেলাটা এভাবেই চলছে। আর সেমিফাইনালের কথা বলতে গেলে, স্পষ্টতই ম্যাচ জেতার জন্য দুটো দলের উপরই চাপ থাকবে।'' প্যাট কামিন্স অজি টিমে নেই। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার একাধিক তারকা ক্রিকেটার খেলছেন না মিনি বিশ্বকাপে। তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়াকে দুর্বল বলতে নারাজ রোহিত। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় আমরা যত বেশি মনোযোগ দেব একটা দল হিসেবে, প্লেয়ার হিসেবে, ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে, বোলিং ইউনিট হিসেবে আমাদের কী করা উচিত, সেটাই আমাদের অনেক সাহায্য করবে। অস্ট্রেলিয়া বছরের পর বছর ধরে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। একটা ভালো টিম। তাই, আমরা কিছুটা লড়াইয়ের প্রত্যাশা তো করবই। তাই আমি মনে করি আমাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা শুধু কী করা উচিত তার উপর যেন মন দিই। আমাদের কাজগুলো করতে থাকি এবং সেই জিনিসগুলি ঠিক করি। এবং তারপর যা ফলাফল আসবে মেনে নেওয়া যাবে।''

রোহিতকে মোটা বলে কটাক্ষ, শামা মহম্মদকে পাল্টা দিলেন বোর্ড কর্তারা

মুম্বই, ৩ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠেছে ভারতীয় দল। কাল সেমিতে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচেই জিতেছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। এর মাঝে হঠাৎই ভারতীয় ক্রিকেটে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সকলেই এর তীব্র নিন্দা করছেন। কংগ্রেসের এক মুখপাত্র শামা মহম্মদ রোহিত শর্মাকে মোটা বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, এমনটাও বলেন। চাপের মুখে পড়ে পাল্টি খান কংগ্রেসের মুখপাত্র শামা। জানান, তিনি বডিশেমিং করতে চাননি। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টও ডিলিট করেন। তবে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মতো বোর্ডের কর্তারাও তীব্র অসন্তুষ্ট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। তিনি বলেন, ''এই ধরনের অপমানজনক মন্তব্যের কোনও মানে হয় না। ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে খেলছে। দুর্দান্ত পারফর্ম করছে। এখন টিমকে সমর্থন করার সময়। তার বদলে এই ধরনের মন্তব্য চূড়ান্ত অপমানজনক, ভিত্তিহীন। এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই কাম্য নয়।'' ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাও এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। ভারতীয় দলের অন্যতম ফিট ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, পরিস্কার জবাব রাজীব শুক্লার। তিনি বোর্ডের সহ সভাপতির পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতাও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সেমিফাইনালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াই, বদল অজি দলে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আজ দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। অজিরা আগেভাগেই দুবাই পৌঁছে গিয়েছে এবং প্র্যাকটিসও শুরু করেছে। তবে খেলতে নামবে। অজিরা জানে এই মাঠে ভারতীয় স্পিনারদের মোকাবেলা করা একটা ব। চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তাই তাদের প্র্যাকটিসে বিশেষভাবে স্পিন ব্যাটিংয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার দলের প্র্যাকটিসে যোগ দিয়েছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির জাতীয় দলের তরুণ অফস্পিনার হর্ষিত শেঠসহ বেশ কয়েকজন অফস্পিনার। নেট বোলারদের বিশেষ লাইন লেংথে বোলিং করতে বলা হয়েছিল, যাতে অস্ট্রেলীয় ব্যাটাররা সেই অনুযায়ী স্পিন মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হন। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী রবিবার প্র্যাকটিসে ব্যাটিং করেন স্মিথরা। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে, ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেন করবেন কে? চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন ম্যাট শর্ট। তার জায়গায় কুপার কনোলিকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুপার ছিলেন সফরকারী রিজার্ভ দলেই, তার অন্তর্ভুক্তির ছাড়পত্র দিয়েছে আইসিসি। তবে অস্ট্রেলিয়া বিকল্প হিসেবে জেক ফ্রেসার

ম্যাকগার্ককেও দলে আনতে পারত কিন্তু স্পিন অলরাউন্ডার কুপারের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ধারণা করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া একাধিক স্পিনার নিয়ে খেলতে পারে। এখন ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া দুজনই সেমিফাইনালের জন্য প্রস্তুত। তবে বিশেষ করে ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি কীভাবে কাজ করবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

অস্ট্রেলিয়ার দলে এসেছে একটি পরিবর্তন। চোট পাওয়া ম্যাট শর্টের বদলে দলে ডাক পেয়েছেন স্পিন অলরাউন্ডার কুপার কনোলি। রবিবার নিউজিল্যান্ডকে ৪৪ রানে হারিয়ে ভারতের সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হয়েছে। ম্যাচে ভারতের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন বরুণ (৫ উইকেট) এবং কুলদীপ (২ উইকেট)। এবার তারা দুবাইয়ের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে

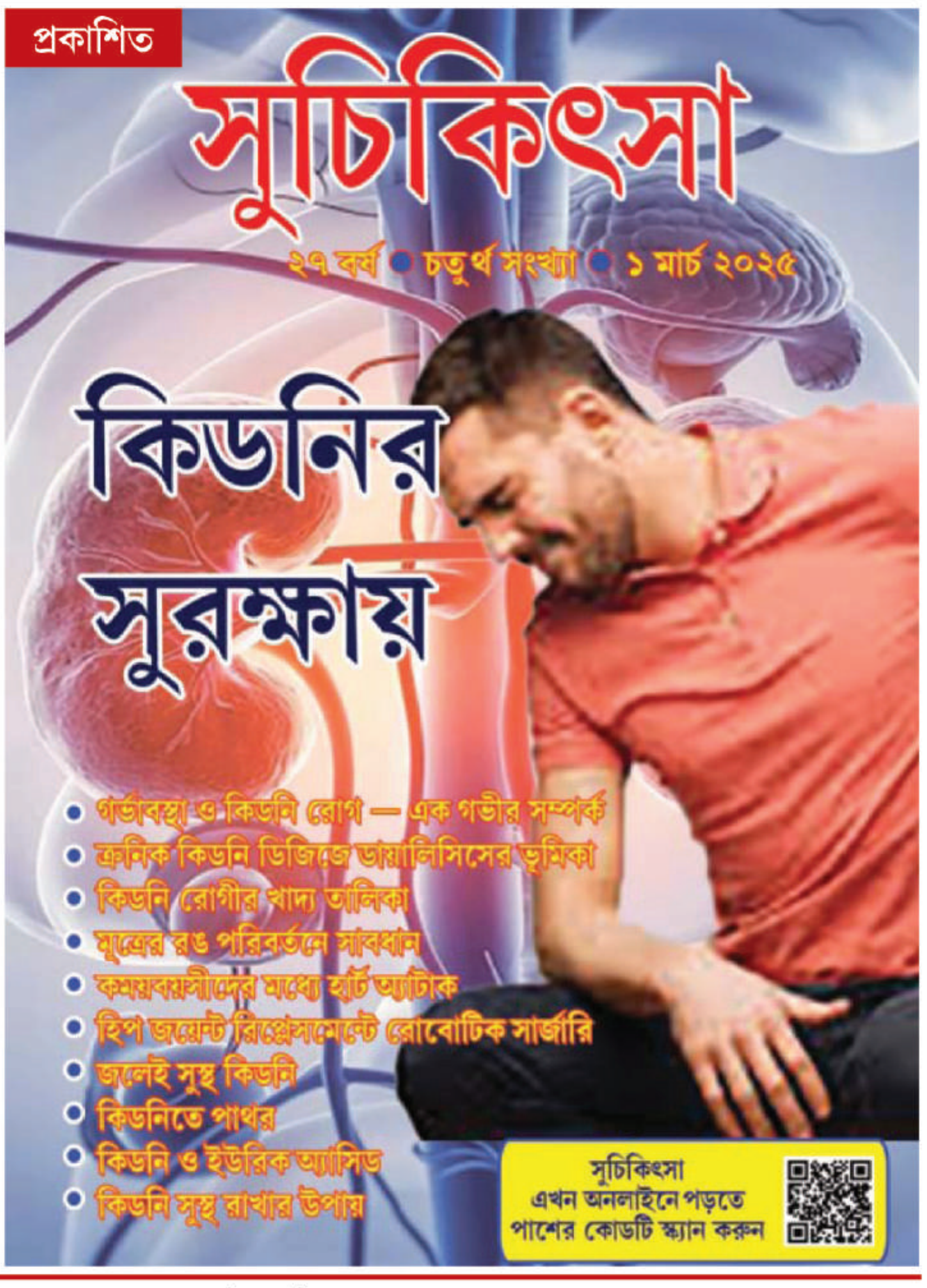

আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দলে 'নতুন মেসি' এচেভেরি

দুই ফরোয়ার্ড পাউলো দিবালা, আনহেল কোররেয়াকে ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের প্রাথমিক দলে ফিরিয়েছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। ৩৩ জনের দলে রেখেছেন লাতিন আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে আলো ছড়ানো কয়েকজন ফুটবলারকেও।

বুয়েনস আইরেস, ৩ মার্চঃ রিভার প্লেট ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়া ক্লাউদিও এচেভেরি ডাক পেয়েছেন দলে। তার সঙ্গে আছেন ফ্রান্সিসকো ওর্তেগা, মাক্সিমো পেরোনে, বেনহামিন দমিনগেস ও সান্তিয়াগো কাস্ত্রো। চোটের জন্য চলতি মাসের ম্যাচ দুটিতেও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেসকে পাচ্ছে না আর্জেন্টিনা। বাদ পড়েছেন পোর্তোর নেহুয়েন পেরেস। মার্তিনেসের অনুপস্থিতিতে এক বছরের বেশি সময় পর গত নভেম্বরে দলে ফেরা লঁস ডিফেন্ডার ফাকুন্দো মেদিনা ধরে রেখেছেন জায়গা। ফিরেছেন ভিয়ারেয়াল ডিফেন্ডার হুয়ান ফইথ। বাদ পড়েছেন দুই মিডফিল্ডার এসো বারেনেচেয়া ও ফাকুন্দো বুনানোত্তি। আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে ভালো খেলার পুরস্কার পেয়েছেন ফরোয়ার্ড জুলিয়ানো সিমেওনে। বাদ পড়েছেন লাসিওর ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস। আগামী ২২ মার্চ উরুগুয়ের মাঠে খেলবে আর্জেন্টিনা। চারদিন পর ঘরের মাঠে খেলবে ব্রাজিলের বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচ জিতলে লাতিন আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপে নিশ্চিত হতে পারে আর্জেন্টিনার। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আছে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উরুগুয়ে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনা দল- গোলরক্ষক- এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা) ওয়াল্‌তার বেনিতেস (পিএসভি আইন্দহোভেন), জেরোনিমো রুলি (অলিম্পিক মার্সেই)। **ডিফেন্ডার-**নাহুয়েল মোলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), গনসালো মনতিয়েল (রিভার প্লেট), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম হটস্পার), হেরমান পেসেসইয়া (রিভার প্লেট), লিওনার্দো বেলার্দি (অলিম্পিক মার্সেই), হুয়ান ফইথ (ভিয়ারিয়াল), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), ফাকুন্দো মেদিনা (লঁস), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও), ফ্রান্সিসকো ওর্তেগা (অলিম্পিয়াকোস)। **মিডফিল্ডার-**এসো ফের্নান্দেজ (চেলসি), লেয়ান্দ্রো পারেদেস (রোমা), এসেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুজেন), রদ্রিগো দে পল (আতলেতিকো মাদ্রিদ), আলেক্সিস মাক আলিস্তের (লিভারপুল), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), মাক্সিমো পেরোনে (কোমো), বেনহামিন দমিনগেস (বোলোনিয়া), তিয়াগো আলমাদা (লিঁও), নিকোলাস পাস (কোমো)। **ফরোয়ার্ড-**লিওনেল মেসি (ইন্টার মিলান), আলেহান্দ্রো গার্নাচো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), নিকোলাস গনসালেস (জুভেন্তাস), পাউলো দিবালা (রোমা), ক্লাউদিয়ো এচেভেরি (ম্যানচেস্টার সিটি), হুলিয়ান আলভারেস (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), সান্তিয়াগো কাস্ত্রো (বোলোনিয়া), আনহেল কোররেয়া (আতলেতিকো মাদ্রিদ), জুলিয়ানো সিমেওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ)।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com